১ম সপ্তাহ

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১:১-১৭

প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি

আমি পল, খ্রীষ্টযীশুর দাস, প্রেরিতদূত হতে আহূত। আমাকে ঈশ্বরের সুসমাচারের উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, যে সুসমাচার দেবেন বলে ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে আগে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এই সুসমাচার তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত, পবিত্রতার আত্মা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সপরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে নিযুক্ত,—তিনি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করি; তাদের মধ্যে তোমরাও আছ, যারা যীশুখ্রীষ্টেরই হবার জন্য আহূত। রোমে ঈশ্বরের প্রিয়জন যারা, পবিত্রজন হতে আহূত যারা, তোমাদের সকলের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় যাঁর আরাধনা করে থাকি, সেই ঈশ্বর নিজেই আমার সাক্ষী যে, আমার প্রার্থনাকালে আমি তোমাদের কথা নিরন্তর স্মরণে রাখি, সবসময় যাচ্না করে থাকি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি কোন প্রকারে তোমাদের কাছে যেতে অবশেষে সুযোগ পেতে পারি। কেননা তোমাদের দেখতে আমি বড়ই আকাঙ্ক্ষী, যাতে এমন আত্মিক অনুগ্রহদান তোমাদের প্রদান করতে পারি যেন তোমরা সুস্থির হয়ে উঠতে পার; এমনকি, তোমাদের ও আমার যে পারস্পরিক বিশ্বাস আছে, তা দ্বারা তোমাদের মধ্যে আমি নিজেও যেন তোমাদের সঙ্গে দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পারি। ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, যদিও এতক্ষণে বাধা পেয়েছি, তবু আমি তোমাদের কাছে আসবার জন্য বারবার সঙ্কল্প নিয়েছি, বিজাতীয় অন্য সকল মানুষের মধ্যে যেমন ফল পেয়েছি, তেমনি তোমাদের মধ্যেও যেন কোন ফল পেতে পারি। হ্যাঁ, আমি গ্রীক ও ভিনভাষীদের কাছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের কাছে—সকলেরই কাছে আমি ঋণী; সেইজন্য আমার পক্ষ থেকে আমি রোম-নিবাসী তোমাদেরও কাছে সুসমাচার প্রচার করতে আগ্রহী।

কেননা সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক—যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, কারণ সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা আছে: *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।*

শ্লোক রো ৩:২৪,২৫; ৫:১

প্র আমাদের সকলকে বিনামূল্যে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের সাধিত মুক্তি দ্বারা।
উ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।
প্র বিশ্বাসগুণে ধর্মময় হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি।
উ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **১ম পুস্তক ৭-৯**

রোমীয়েরা যে বিশ্বাস স্বীকার করে
তা সেই একই বিশ্বাস যা সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে

তাঁর দ্বারা আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের

বাধ্যতার কাছে চালিত করি। সাধু পল বলেন, তিনি সেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই অনুগ্রহ ও প্রৈরিতিক দায়িত্ব পেয়েছেন, যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিত্ব। অনুগ্রহ পরিশ্রমে ধৈর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর প্রৈরিতিক দায়িত্ব প্রচারের অধিকারের সঙ্গেই সম্পর্কিত। স্বয়ং খ্রীষ্টই প্রেরিত বলে অভিহিত, কেননা তিনি পিতা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, এমনকি তিনি বলেছিলেন, দরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং যা কিছু খ্রীষ্টের, তিনি তা তাঁর আপন শিষ্যদেরও দান করেন। *তোমার ওষ্ঠ অনুগ্রহে উচ্ছ্বসিত:* একথা অনুসারে তিনি আপন প্রেরিতদূতদেরও কাছে অনুগ্রহ দান করেন যা লাভে তাঁরা পরিশ্রমের মধ্যেও যেন বলতে পারেন, *তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে।* আর যেহেতু তাঁর বিষয়ে একথা লেখা রয়েছে যে খ্রীষ্টে *আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজক আছে,* সেই যীশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ, সেজন্য তিনি আপন শিষ্যদেরও কাছে প্রৈরিতিক মর্যাদা দান করেন তাঁরাও যেন ঈশ্বরের প্রেরিত হতে পারেন।

যে বিজাতিরা ঈশ্বরের ঐশপ্রকাশ থেকে দূরে ছিল ও ইস্রায়েলের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল না, তাদের পক্ষে সুসমাচারে বিশ্বাস রাখা অসম্ভবই হত, যদি-না থাকত সেই অনুগ্রহ যা প্রেরিতদূতদের দেওয়া হয়েছিল; আর সেই অনুগ্রহ গুণে বিজাতিরা প্রেরিতদূতদের প্রচারে বিশ্বাসের প্রতি অনুগত হল, এবং খ্রীষ্ট-নামের স্বরধ্বনি সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ফলে সেই রোমবাসীদেরও কানে পৌঁছে গেল যাদের কাছে প্রেরিতদূত বলেন, *সেই সকলের মধ্যে তোমরাও আছ, যারা যীশুখ্রীষ্টেরই হবার জন্য আহূত।* পল বলেন, তিনি নিজে প্রেরিতদূত হতেই আহূত; রোমীয়েরাও আহূত বটে, তবু তারা প্রেরিতদূত হতে নয়, বরং বিশ্বাসের বাধ্যতায় পুণ্যবান হতেই আহূত। আহ্বান যে নানা প্রকার, এপ্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করেছিলাম।

প্রথমে আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। যতবার পল কারও কাছে লেখেন, ততবার তিনি সকলের জন্য ধন্যবাদ জানান, যেভাবে এবারও, রোমীয়দের কাছে লিখে, তিনি তা করেন। তাই তিনি সবসময় ধন্যবাদ জানিয়েই শুরু করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো স্তুতির অর্ঘ্য উৎসর্গ করার নামান্তর হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন *যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা,* অর্থাৎ কিনা মহাযাজক দ্বারাই ধন্যবাদ জানাই। কেননা যে কেউ ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করতে চায়, তার জানা উচিত, মহাযাজকের মধ্য দিয়েই তা উৎসর্গ করা প্রয়োজন। কিন্তু এসো, একটু ভেবে দেখি কেন প্রেরিতদূত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান; তিনি বলেন, *কেননা তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে।* এতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, রোমীয়েরা যে বিশ্বাস স্বীকার করে, তা সেই একই বিশ্বাস যা সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে: কেবল পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেও সেই বিশ্বাস বিস্তৃত, কেননা খ্রীষ্ট আপন রক্তে পৃথিবীতে শুধু নয়, স্বর্গে যা কিছু আছে তাও পুনর্মিলিত করেছেন; আর তাঁর নামে পৃথিবীর শুধু নয়, স্বর্গ ও পাতালের যত প্রাণীও হাঁটু পাত করে। এভাবেই তো বিশ্বাস সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে, যাতে করে সেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নিখিল বিশ্ব ঈশ্বরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে।

শ্লোক রো ১৫:১৫-১৬; ১১:১৩

প্: ঈশ্বর দ্বারা আমাকে এ অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টযীশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,
উ: যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।
প্: বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে আমি আমার সেবাদায়িত্বের গৌরব প্রকাশ করি,
উ: যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১:১–২:৪ক

বিশ্বসৃষ্টি

আদিতে, যখন পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন, যখন পৃথিবী নিরাকার ও শূন্যময় ছিল,

অতল গহ্বরের উপর অন্ধকার বিরাজ করত, এবং ঐশ্বরিক এক বায়ু জলরাশির উপরে বইত, তখন পরমেশ্বর বললেন, 'আলো হোক;' আর আলো হল। পরমেশ্বর দেখলেন, আলো ভালই হয়েছে; পরমেশ্বর অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করে দিলেন; আর পরমেশ্বর আলোর নাম দিন রাখলেন, ও অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—প্রথম দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'জলরাশি দু'ভাগে পৃথক করার জন্য জলরাশির মাঝখানে একটা ফাঁপা শক্ত পরদা হোক।' তেমন পরদা তৈরি করে পরমেশ্বর পরদার নিচের জলরাশি থেকে পরদার উপরের জলরাশি পৃথক করে দিলেন; আর সেইমতই হল। পরমেশ্বর পরদার নাম আকাশ রাখলেন। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—দ্বিতীয় দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'আকাশের নিচের জলরাশি একস্থানেই মিলিত হোক, ও স্থল দেখা দিক।' আর সেইমতই হল। পরমেশ্বর স্থলের নাম ভূমি রাখলেন, ও জলরাশির নাম রাখলেন সমুদ্র; আর পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে।

পরমেশ্বর বললেন, 'ভূমি সবুজ ঘাস উৎপন্ন করুক, এমন উদ্ভিদও উৎপন্ন করুক যা বীজ বহন করে, এবং পৃথিবী জুড়ে এমন ফল-উৎপাদক গাছও উৎপন্ন করুক যাদের ফলের মধ্যে থাকবে নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ।' আর সেইমতই হল। ভূমি ঘাস উৎপন্ন করল, এমন উদ্ভিদও উৎপন্ন করল যা নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ বহন করে, এবং এমন ফল-উৎপাদক গাছও উৎপন্ন করল যাদের ফলের মধ্যে রয়েছে নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ। পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—তৃতীয় দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'রাত্রি ও দিন পৃথক করার জন্য আকাশপরদায় নানা বাতি হোক; সেগুলি ঋতু, দিন ও বছর নির্দেশ করুক, এবং পৃথিবীর উপরে আলো ছড়াবার জন্য বাতি হিসাবেই আকাশপরদায় থাকুক।' আর সেইমতই হল: পরমেশ্বর বড় সেই দু'টো বাতি তৈরি করলেন: বড়টা দিন নিয়ন্ত্রণের জন্য, আর তার চেয়ে ছোটটা রাত্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য; তিনি তারা-নক্ষত্রও তৈরি করলেন। পরমেশ্বর সেগুলোকে আকাশপরদায় বসালেন, যেন পৃথিবীর উপরে আলো ছড়ায়, দিন ও রাত্রি নিয়ন্ত্রণ করে, এবং অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করে। পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—চতুর্থ দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'জলরাশি অসংখ্য প্রাণীতে ভরে উঠুক, এবং পৃথিবীর উপরে আকাশপরদা জুড়ে পাখি উড়ুক।' পরমেশ্বর সেই বিরাট বিরাট সমুদ্র-দানব ও সেই সমস্ত অসংখ্য প্রাণী নিজ নিজ জাত অনুসারে সৃষ্টি করলেন যেগুলো জলরাশিতে চলাফেরা করে; তিনি নিজ নিজ জাত অনুসারে সমস্ত উড়ন্ত পাখিও সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে। সেই সমস্ত কিছু পরমেশ্বর এই বলে আশীর্বাদ করলেন: 'তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, সমুদ্রের জলরাশি ভরিয়ে তোল; পাখিরা স্থলভূমিতে বংশবৃদ্ধি করুক।' সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—পঞ্চম দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'পৃথিবী নিজ নিজ জাত অনুযায়ী গবাদি পশু, সরিসৃপ ও বন্যজন্তু—নিজ নিজ জাত অনুযায়ী সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন করুক।' আর সেইমতই হল। পরমেশ্বর নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বন্যজন্তু, নিজ নিজ জাত অনুযায়ী গবাদি পশু, ও নিজ নিজ জাত অনুযায়ী ভূমির সমস্ত সরিসৃপও তৈরি করলেন। পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে।

পরমেশ্বর বললেন, 'এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি: তারা সমুদ্রের মাছের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে, গবাদি পশুদের উপরে, গোটা পৃথিবীর উপরে, ও মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপের উপরে প্রভুত্ব করুক।'

পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন;
  পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন:
  পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।
পরমেশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন;
  পরমেশ্বর তাদের বললেন,
  'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর,

পৃথিবী ভরিয়ে তোল, তা বশীভূত কর;
সমুদ্রের মাছের উপরে,
আকাশের পাখিদের উপরে,
ও ভূমির যত সরিসৃপের উপরে প্রভুত্ব কর।’

পরমেশ্বর বললেন, ‘দেখ, সারা পৃথিবী জুড়ে যত উদ্ভিদ বীজ বহন করে, ও ফল-উৎপাদক যত গাছ ফলের মধ্যে বীজ বহন করে, তা সবই আমি তোমাদের দিচ্ছি; তা হবে তোমাদের খাদ্য। সমস্ত বন্যজন্তু, আকাশের সমস্ত পাখি ও মাটির বুকে চলাচল করে সমস্ত জীব—এই সকল প্রাণীকে আমি খাদ্যরূপে সবুজ যত উদ্ভিদ দিচ্ছি।’ আর সেইমতই হল। পরমেশ্বর তাঁর তৈরি করা সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন; আর সত্যি, সেই সমস্ত কিছু খুবই ভাল হয়েছে। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—ষষ্ঠ দিন।

এইভাবে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের যত বাহিনীর সৃষ্টিকাজ শেষ হল। পরমেশ্বর যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা সপ্তম দিনে শেষ করলেন; যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা তিনি সপ্তম দিনে শেষ করে বিশ্রাম নিলেন। পরমেশ্বর সেই সপ্তম দিন আশীর্বাদ করলেন, তা পবিত্র করলেন, কেননা সৃষ্টিকাজে সেই সমস্ত কিছু সাধন করার পর পরমেশ্বর সেই দিনেই বিশ্রাম নিলেন। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নে এ হল আকাশ ও পৃথিবীর জন্মকাহিনী।

শ্লোক সাম ৩৩:৬,৮; যোহন ১:৩

প্র প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।
উ প্রভুকে ভয় করুক সমগ্র পৃথিবী।
প্র সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।
উ প্রভুকে ভয় করুক সমগ্র পৃথিবী।

দ্বিতীয় পাঠ - আদিপুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৩:৪**

তাঁর বাণী দ্বারা আমাদের শোধন করে
ঈশ্বর স্বর্গীয় মানুষের প্রতিমূর্তি আমাদের অন্তরে উদ্ভাসিত করলেন

এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি। ঈশ্বরের পুত্রই এ প্রতিমূর্তি বা নমুনার শিল্পী। আর যেহেতু শিল্পী এমন মহান ও ঐশ্বরিক, সেহেতু তাঁর ছবি অবহেলার কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হতেও পারে, কিন্তু শঠতার কারণে নিঃশেষিত হতে পারে না। ফলে তুমি পার্থিব মানুষের নমুনা তার উপর বসালেও তবু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তোমার মধ্যে সদাই টিকে থাকে। এক একটা অপরাধের জন্য তুমি ঠিক যেন নানা রঙ লাগিয়ে নিজের মধ্যে এমন ছবি আঁক যা ঈশ্বর তোমার মধ্যে গড়েননি। এজন্য আমাদের পক্ষে তাঁকেই অনুরোধ করা প্রয়োজন, যিনি নবীর মুখ দিয়ে বলেন, *আমি তোমার শঠতা মেঘেরই মত, ও তোমার পাপরাশি কুয়াশারই মত নিঃশেষিত করি।* আর যখন তিনি তোমার মধ্যে এ সমস্ত রঙ নিঃশেষ করে দেবেন যা শঠতাময় প্রবঞ্চনা দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তখন তোমার অন্তরে সেই প্রতিমূর্তি উদ্ভাসিত হবে যা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। সুতরাং একটু ভেবে দেখ কেমন করে ঐশশাস্ত্র এমন নানা দৃষ্টান্ত ও প্রতীক উপস্থাপন করে যেগুলি দ্বারা আত্মা নিজেকে জানতে ও বিশুদ্ধ করতে শিখতে পারে।

তুমি কি এ প্রতিমূর্তির আর একটা প্রতীক দেখতে ইচ্ছা কর? এমন অক্ষর রয়েছে যেগুলো ঈশ্বর লেখেন, আবার এমন অক্ষর রয়েছে যেগুলো আমরা লিখি। আমরা পাপেরই অক্ষরগুলো লিখি; এবিষয়ে প্রেরিতদূতের বাণী শোন: *সেই লিখিত ঋণপত্র যা আমাদের প্রতিকূল ছিল, তা তিনি মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন।* এখানে যা ঋণপত্র বলা হয়, তা হল আমাদের পাপরাশির জামিন; বস্তুতপক্ষে আমাদের এক একজন যে যে অপরাধ করে, তাতে ঋণী হয়ে ওঠে, ও নিজ পাপের অক্ষরগুলো লেখে। আর আসলে দানিয়েল ঈশ্বরের বিচার বর্ণনা করে এমন খোলা পুঁথির কথা বলেন যেগুলোতে নিঃসন্দেহে মানুষের পাপ লেখা রয়েছে। আমরা নিজেরা আমাদের স্বকৃত অপরাধগুলো দ্বারাই সেইসব লিপিবদ্ধ করি। তাহলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের অক্ষরগুলো পাপ দ্বারা, কিন্তু ঈশ্বরের অক্ষরগুলো ধর্মময়তা দ্বারা লিখিত। এজন্য

প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা এমন একটা পত্র, যার লেখা কালির নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারাই লেখা, পাথরের ফলকে নয়, রক্তমাংসের হৃদয়-ফলকেই লেখা।*

সুতরাং, তোমার মধ্যে ঈশ্বরের অক্ষরগুলো ও আত্মার অক্ষরগুলোও রয়েছে; তুমি কিন্তু পাপ করলে, তবে তুমি নিজেই তো পাপের ঋণপত্র লেখ। তথাপি একথা ভেবে দেখ যে, তুমি একবার খ্রীষ্টের ক্রুশের কাছে ও দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহের কাছে এলেই তোমার ঋণপত্রটা ক্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে ও দীক্ষাকুণ্ডে নিঃশেষ করা হয়েছে। যা নিঃশেষিত হয়েছে, তুমি তা যেন পুনরায় না লেখ; যা ধ্বংসিত হয়েছে, তাও যেন পুনরায় না কর; নিজের মধ্যে কেবল ঈশ্বরের অক্ষরগুলো বজায় রেখ, তোমার মধ্যে কেবল পবিত্র আত্মার পত্রখানিই যেন থেকে যায়।

শ্লোক ১ করি ১৫:৪৭-৪৯

প্র প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত;
উ মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়ের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত।
প্র আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।
উ মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়ের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ১:১৮-৩২

অভক্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ

ভ্রাতৃগণ, বাস্তবিকই, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে, কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের কাছে প্রকাশ্য, যেহেতু ঈশ্বর নিজে তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন: তাঁর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে; ফলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত সেই মানুষদের কিছু নেই, কারণ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি; বরং তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে। নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে। এজন্য ঈশ্বর তাদের নিজেদের মনের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন অশুচিতার হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই নিজেদের দেহের অসম্মান ঘটায়, কারণ তারা ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে বিনিময় করেছে, এবং সৃষ্টবস্তুকেই পূজা ও আরাধনা করেছে—সেই সৃষ্টিকর্তাকে নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।

তাই ঈশ্বর জঘন্য রিপুর হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন: তাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃতিক যৌন সম্পর্ককে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে বিনিময় করেছে; তেমনিভাবে পুরুষেরাও প্রাকৃতিক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ করে একে অপরের কামনায় জ্বলে পুড়েছে—পুরুষে পুরুষে তারা কুৎসিত কর্ম সাধন করেছে, ফলে নিজেরাই নিজেদের ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল পেয়েছে। আর যেহেতু তারা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি, সেজন্য ঈশ্বর ভ্রষ্ট মনের হাতেই তাদের ছেড়ে দিয়েছেন; ফলে যা অনুচিত, তারা তা-ই করে থাকে। তারা সব রকম অধর্ম, দুষ্টতা, লোলুপতা ও শঠতায় পরিপূর্ণ; হিংসা, নরহত্যা, বিবাদ, ছলনা ও অনিষ্ট কামনায় ভরা; তারা পরনিন্দুক, পরচর্চা-প্রিয়, ঈশ্বরের শত্রু, উদ্ধত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, অপকর্মে মেধাবী, পিতামাতার অবাধ্য, নির্বোধ, অবিশ্বস্ত, হৃদয়হীন, মমতাহীন। তারা ঈশ্বরের সেই বিচার জানেই বটে, যা অনুসারে যারা তেমন কাজ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য, কিন্তু তবু তারা সেইসব করতে থাকে; আর শুধু তা নয়, যারা সেইসব করে, তাদের সমর্থনও তারা করে।

শ্লোক রো ১:২০; প্রজ্ঞা ১৩:৫,১

℣ ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে;
℟ বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার দর্শন পাওয়া যায়।
℣ ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ।
℟ বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার দর্শন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৩:১

ভুল বিবিধ, সত্য এক

যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে। সাধু পলের সুবুদ্ধি লক্ষ কর, কেমন করে তিনি চেতনা দানের কোমল সুর ছেড়ে ভর্ৎসনার ভয়ানক বাণী উচ্চারণ করেন। সুসমাচারই পরিত্রাণ ও জীবনের উৎস, ও ঈশ্বরের পরাক্রমই পরিত্রাণ ও ধর্মময়তা সাধন করেছে, একথা বলার পর পরেই তিনি এমন ভর্ৎসনা-বাণী উচ্চারণ করেন যাতে তাদেরই ভয় দেখাতে পারেন যারা তাঁর অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দ্বারা নয়, বরং শাস্তির ভয় দ্বারাই পুণ্যের দিকে বেশি আকর্ষিত, সেজন্য তিনি চেতনাদানের সঙ্গে ভর্ৎসনা মিশ্রিত করেই তাদের আকর্ষণ করেন। আর আসলে ঈশ্বর রাজ্যের প্রতিশ্রুতিই শুধু দেননি, ভর্ৎসনার সঙ্গে নরকের কথাও উল্লেখ করলেন; নবীরাও ইহুদীদের কাছে একসময় পুরস্কার ও একসময় শাস্তির বাণী দিতেন। তাই পলও মধুরতা ছেড়ে কঠোরতা ব্যবহার ক'রে প্রকৃতপক্ষে সময়-উপযোগী বাণী দেন, এবং দেখান যে, মধুরতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকেই উদ্গত ছিল, কিন্তু ভর্ৎসনা ছিল মানুষদের শিথিলতার ফল। তিনি আগে আমাদের সামনে পুরস্কারের কথা উপস্থাপন করেন, যেভাবে নবী বলেন, *তোমরা অনুগত ও বাধ্য হলে ভূমির উত্তম ফল খাবে; কিন্তু জেদি ও অবাধ্য হলে খড়্গাই তোমাদের খেয়ে ফেলবে।* একইভাবে পল আপন বাণী পরিবেশন করেন: তিনি বলেন, খ্রীষ্ট আমাদের ক্ষমা, ধর্মময়তা ও জীবন দিতে এসেছেন—আর তা অল্প দামে ঘটেনি, তিনি বরং এর জন্য ক্রুশমৃত্যুই বরণ করলেন; আর যা অধিক আশ্চর্যের বিষয় তা তাঁর দানগুলির বদান্যতা শুধু নয়, বরং তিনি যা ভোগ করলেন, তাই। ফলে তোমরা এ দানগুলি তুচ্ছ করলে, এগুলি তোমাদের জন্য চিরন্তন শোকের কারণ হয়ে উঠবে।

এবার লক্ষ কর তিনি কেমন করে অন্য সুর শোনান; তিনি বলেন, *ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।* তেমন ক্রোধ এজীবনে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও যুদ্ধে প্রকাশ পায়, যা দ্বারা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে সকলেই শাস্তি ভোগ করে। তবে নতুন কিছু কী হতে পারবে? নতুনত্ব এ হবে যে, ভাবী সাধারণ শাস্তি গুরুতর হবে, তার উদ্দেশ্যও অধিক ভিন্ন হবে, কেননা এখন সমস্ত শাস্তি সংস্কারমূলক, তখন কিন্তু হবে দণ্ডমূলক; এমর্মেই পল বলেন, *আমরা এখন শাসিত, যেন আমরা জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না হই।*

অথচ আজ অনেকেরই ধারণা, আমাদের সমস্ত দুর্দশা ঊর্ধ্ব থেকে নয়, মানুষ থেকেই আসে; কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায্যতা তখনই স্পষ্ট প্রকাশ পাবে, যখন তিনি ভয়ঙ্কর বিচারাসনে বসে আদেশ দেবেন এদের যেন চিরন্তন অগ্নিতে, ওদের বাহ্যিক অন্ধকারে, আবার অন্যদের এমন নানা দণ্ডে টেনে হিঁচড়িয়ে নিয়ে ফেলা হয় যা চিরন্তন ও এড়ানোর অতীত।

তাহলে তিনি কেন স্পষ্ট বলেন না, মানবপুত্র প্রত্যেকজনের কাছে নিজ নিজ কাজের হিসাব চাইতে অসংখ্য দূতবাহিনীর সঙ্গে আসবেন, বরং বলেন, *ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হচ্ছে?* কারণ যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা তখনও নবদীক্ষিত ছিল, ফলে তাদের এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, যা তাদের বিশ্বাস-ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যা মজবুত, তা নিয়ে শুরু করবে। তাছাড়া আমার মতে তিনি বিধর্মীদেরও উদ্দেশ করে কথা বলছিলেন, আর এজন্যই তিনি প্রথমে সেভাবে কথা বললেন যেভাবে আমরা দেখেছি, আর তারপরে খ্রীষ্টের সেই বিচারের কথা উল্লেখ করলেন যা *সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপর প্রকাশিত হচ্ছে, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যের প্রতিরোধ করে।* আর এখানে তিনি দেখান যে, ভক্তিহীনতার পথ অনেক, কিন্তু সত্যের দিকে পথ এক। ভুলভ্রান্তি বহুবিধ, বহুমুখী ও উন্মত্ততাজনক, কিন্তু সত্য এক।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৩:১; রো ১:২১

℟ ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ।
℣ কারণ দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তারা তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন।
℟ তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে;
℣ কারণ দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তারা তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ২:৪খ-২৫

পরমদেশে মানবসৃষ্টি

যখন প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবী ও আকাশ নির্মাণ করলেন, তখন পৃথিবীতে বন্য কোন ঝোপ-ঝাড় ছিল না, বন্য কোন উদ্ভিদও উৎপন্ন হয়নি, কেননা প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর উপরে বৃষ্টির জল তখনও বর্ষণ করেননি, মাটি চাষ করবে কোন মানুষও তখন ছিল না। সেসময়ে একটা জলধারা পৃথিবী-গর্ভ থেকে উৎসারিত হয়ে সমস্ত স্থলভূমি জলসিক্ত করত। প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন, এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন; আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।

প্রভু পরমেশ্বর প্রাচ্যদেশে—এদেনে—একটি বাগান করলেন, আর সেখানে তাঁর গড়া সেই মানুষকে রাখলেন। প্রভু পরমেশ্বর ভূমি থেকে এমন সব গাছ উৎপন্ন করলেন, যা দেখতে সুন্দর ও খেতে সুস্বাদু; বাগানটির মাঝখানে উৎপন্ন করলেন জীবনবৃক্ষ; মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষও উৎপন্ন করলেন। এদেন থেকে এক নদী প্রবাহিত ছিল, যা বাগানটিকে জলসিক্ত করত, এবং সেখান থেকে আলাদা আলাদা হয়ে চতুর্মুখী হত। প্রথম নদীর নাম পিশোন: নদীটা সেই সমস্ত হাবিলা দেশ ঘিরে রাখে যেখানে সোনা পাওয়া যায়; সেই দেশের সোনা উত্তম; সেই দেশে সুরভি মলম ও গোমেদকমণিও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় নদীর নাম গিহোন: নদীটা সমস্ত ইথিওপিয়া দেশ ঘিরে রাখে। তৃতীয় নদীর নাম টাইগ্রীস: নদীটা আসুর দেশের পুবদিকে বয়। চতুর্থ নদী ইউফ্রেটিস।

প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন, যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে। তখন প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি এই বাগানের সমস্ত গাছের ফল খুশি-স্বচ্ছন্দেই খাও; কিন্তু মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবে না, কেননা যেদিন তার ফল খাবে, সেদিন তুমি মরবেই মরবে।'

প্রভু পরমেশ্বর বললেন, 'মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়; তার জন্য আমি তার মত একজন সহায়ক নির্মাণ করব।' তখন প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে সমস্ত বন্যজন্তু ও আকাশের সমস্ত পাখি গড়ে মানুষের কাছে আনলেন; দেখতে চাচ্ছিলেন, মানুষ তাদের কী কী নাম রাখবে; মানুষ যা কিছুর নাম রাখল, সেই সবকিছুর নাম ছিল 'সজীব প্রাণী': মানুষ সমস্ত গবাদি পশুর, আকাশের সমস্ত পাখির, ও সমস্ত বন্যজন্তুর নাম রাখল, কিন্তু তবু মানুষের জন্য উপযোগী কোন সহায়ক পাওয়া গেল না। তখন প্রভু পরমেশ্বর মানুষের উপর এমন গভীর নিদ্রা নামিয়ে আনলেন যে, সে ঘুমিয়ে পড়ল। তিনি তার একটা পাঁজর তুলে নিয়ে জায়গাটি মাংস দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। মানুষ থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে প্রভু পরমেশ্বর এক নারী গড়লেন ও তাকে মানুষের কাছে আনলেন। আর মানুষ বলল, 'এবার এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস! এর নাম নারী হবে, কেননা নর থেকেই তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে।'

এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে। সেসময় মানুষ ও তার স্ত্রী দু'জনেই উলঙ্গ ছিল, এতে কিন্তু তারা কোন লজ্জা বোধ করত না।

শ্লোক আদি ২:৭; ১:২৭

℟ প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন, এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন;

℟ আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।
℣ পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন।
℟ আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'পরমদেশ' **১ম পুস্তক ২-২,৬**

ঈশ্বর আকাশে সূর্যের মত পরমদেশে মানুষকে রাখলেন
সে যেন স্বর্গরাজ্যের প্রতীক্ষায় থাকে

প্রভু পরমেশ্বর প্রাচ্যদেশে—এদেনে—একটি বাগান করলেন, আর সেখানে তাঁর গড়া সেই মানুষকে রাখলেন।

যেহেতু আদিপুস্তকে আমরা পড়ে থাকি যে পুবদিকে ঈশ্বরের প্রস্তুত করা পরমদেশ ছিল আর সেখানে তিনি নিজের গড়া ওই মানুষকে রেখেছিলেন, সেজন্য আমরা পরমদেশের নির্মাণকর্তার পরিচয় পেয়ে গেছি। সেই সর্বশক্তিমান ছাড়া কেইবা পরমদেশ নির্মাণ করতে পারল? *কারণ তিনি কথা বলতেই সবকিছু অস্তিত্ব পায়,* যদিও তিনি যা সৃষ্টই চান, তাতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি নিজেই পরমদেশ প্রস্তুত করলেন যা বিষয়ে স্বয়ং প্রজ্ঞা বলেন, *আমার স্বর্গস্থ পিতা যে যে চারাগাছ পোঁতেননি, সেগুলো সবই উপড়ে ফেলা হবে।*

স্বর্গদূতদের গাছ ভাল, পুণ্যজনদের গাছও ভাল: কেননা তারাই পুণ্যজন, যাদের বিষয়ে লেখা আছে তারা ভাবীকালে *ডুমুরগাছ ও আঙুরলতার নিচে শান্তিতে বসবে;* তারা আসলে স্বর্গদূতদের প্রতীক। ফলে পরমদেশে বহু গাছ রয়েছে, এমন গাছ যেগুলো ফলপ্রসূ, ও রস ও সদ্‌গুণাবলিতে ভরা; আর তেমন গাছগুলো বিষয়ে লেখা আছে, *বনের গাছপালা আনন্দে মেতে উঠুক;* আবার, সেই গাছগুলো পুণ্যকর্মের তেজে নিত্যই ফলবান, ঠিক জলস্রোতের কূলে পোঁতা সেই গাছের মত যার পাতা কখনও পড়ে না, ফলত তার মধ্যে গোটা ফলটাও উপচে পড়ে।

এই তো পরমদেশ। তবু তার স্থানের নাম অমৃত; এজন্য ধন্য দাউদ বলেন, *তোমার অমৃতধারায় তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও তুমি।* তোমরা আসলে পড়েছ যে *এদেন থেকে এক নদী প্রবাহিত ছিল, যা বাগানটিকে জলসিক্ত করত;* ফলে পরমদেশে পোঁতা এ গাছগুলো পরমাত্মার খরস্রোত দ্বারাই যেন জলসিক্ত। ফলে সেই ঈশ্বর দ্বারাই জলসিক্ত, যাঁর সম্বন্ধে অন্যত্র লেখা আছে, *রয়েছে এমন এক নদী যার নানা স্রোতস্বিনী আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের নগর।* এ নগর হল সেই স্বর্গীয় স্বাধীন যেরুসালেম যেখানে পুণ্যজনদের পুণ্যফল উপচে পড়ে।

ঈশ্বর এ পরমদেশেই নিজের গড়া ওই মানুষকে রাখলেন। এতে তুমি বুঝবে যে তিনি সেখানে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষকে নয়, দেহবিশিষ্ট মানুষকেই রাখলেন, কেননা অশরীরী মানুষ কোন স্থান দখল করে না।

তাই তিনি আকাশে সূর্যের মতই মানুষকে পরমদেশে রাখলেন, যাতে সৃষ্টি যেমন ঈশ্বরসন্তানদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তেমনি মানুষ যেন স্বর্গরাজ্যের প্রতীক্ষায় থাকে। এখন ভেবে দেখ, যখন সেটাই পরমদেশ যেখানে অঙ্কুর গজে উঠেছিল, তখন মনে হয় পরমদেশ হল সেই আত্মা যা গ্রহণ করা বীজ শতগুণ ফসলে উৎপন্ন করে, অর্থাৎ সেই আত্মা যেখানে সমস্ত সদ্‌গুণ পোঁতা, যেখানে জীবন-বৃক্ষ, অর্থাৎ সলোমনের কথা অনুসারে সেই প্রজ্ঞাও ছিলেন; বস্তুতপক্ষে প্রজ্ঞা পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হননি, বরং পিতা থেকেই উৎপন্ন হলেন, কেননা সেই প্রজ্ঞা হলেন শাশ্বত আলোর প্রভা ও সর্বশক্তিশালী গৌরবের বিকিরণ।

শ্লোক আদি ২:১৫,৮

℣ প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন,
℟ যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে।
℣ প্রভু পরমেশ্বর প্রাচ্যদেশে—এদেনে—একটি বাগান করলেন, আর সেখানে তাঁর গড়া সেই মানুষকে

রাখলেন,
℟ যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ২:১-১৬

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার

হে মানুষ, তুমি যেই হও না কেন, যদি বিচার কর, তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত তোমার আর কিছু নেই; কারণ পরের বিচার করে তুমি নিজেকেই দোষী করে থাক; কেননা যাদের বিচার করছ, তুমি তাদেরই মত সেইসব করে থাক। অথচ আমরা জানি, যারা তেমন কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যসম্মত। হে মানুষ, যারা তেমন কাজ করে, তুমি যখন তাদের বিচার করে থাক ও সেইসঙ্গে নিজেও তেমন কাজ করে থাক, তখন তুমি কি ভাবছ, তুমি ঈশ্বরের বিচার এড়াবে? না কি তাঁর মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ করে তুমি বুঝে উঠতে পার না যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: *তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন:* যারা সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে, তাদের জন্য থাকবে অনন্ত জীবন; কিন্তু যারা ঈর্ষায় ভরে সত্যের প্রতি অবাধ্য ও অধর্মের প্রতি বাধ্য, তাদের উপরে ক্রোধ ও রোষ নেমে আসবে। প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ অপকর্ম করে, তেমন মানুষের উপরে ক্লেশ ও মর্মযন্ত্রণা নেমে আসবে। কিন্তু প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ সৎকর্ম করে, তার উপর নেমে আসবে গৌরব, সম্মান ও শান্তি। কেননা ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই। যত মানুষ বিধানবিহীন অবস্থায় পাপ করেছে, বিধানবিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশ হবে; আর বিধানের অধীনে থেকে যত মানুষ পাপ করেছে, বিধান দ্বারাই তাদের বিচার করা হবে। কারণ যারা বিধান কানে শোনে, তারা যে ঈশ্বরের কাছে ধর্মময় এমন নয়; যারা বিধান পালন করে, তাদেরই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হবে। তাই যে বিজাতীয়রা কোন বিধান পায়নি, তারা যখন সহজাত বিচারবোধ দ্বারা বিধান অনুসারে আচরণ করে, তখন বিধান না পাওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেরাই নিজেদের বিধান হয়ে ওঠে। তারা দেখায় যে, বিধান যা যা দাবি করে, তা তাদের হৃদয়ে খোদাই করে লেখা আছে; তাদের বিবেকও একই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, এবং একই প্রকারে তাদের নিজেদের চিন্তা-ধারণাই হয় তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, না হয় তাদের পক্ষ সমর্থন করে। তেমনি ঘটবে সেই দিনে, যেদিন ঈশ্বর—আমার সুসমাচারের কথা অনুসারে—যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা মানুষের গোপন সবকিছু বিচার করবেন।

শ্লোক রো ২:৪,৫; সিরা ১৬:১৫

℣ মানুষ, ঈশ্বরের মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ করে তুমি কি বুঝে উঠতে পার না যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ:—
℟ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের যে দিন।
℣ তিনি সমস্ত অর্থদানের প্রতি লক্ষ রাখেন; প্রত্যেকের প্রতি যে যার কর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে সেই দিনটিতে—
℟ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের যে দিন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **২য় পুস্তক ৭**

ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই

প্রেরিতদূত কীভাবে ইহুদীদের পর পরেই বিধর্মীদেরও গৌরব ও সম্মান ও শান্তির সহভাগী করেন? আমার

মনে হয় এ পদে প্রেরিতদূত তিনটে শ্রেণী উপস্থাপন করেন। তিনি প্রথমে তাদেরই কথা বলেন, *যারা সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে, ও যাদের কাছে ঈশ্বর অনন্ত জীবন দান করবেন।* সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠতা তাদেরই মধ্যে অবশ্যই বিরাজ করে যারা বিশ্বাসের জন্য লড়াই ও সংগ্রাম করে চলে; স্পষ্টভাবে তিনি সেই খ্রীষ্টানদেরই কথা ইঙ্গিত করেন যাদের মধ্যে সাক্ষ্যমরেরা উৎপন্ন হন। তেমন কথা প্রেরিতদূতদের কাছে প্রভুর এ বাণী দ্বারাও প্রমাণিত: *জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ ভোগ করতে হবে; জগৎ আনন্দ করবে, তোমরা কিন্তু শোক করবে;* আর কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলে চলেন, *তোমাদের নিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে।* সুতরাং খ্রীষ্টানদের বৈশিষ্ট্যই এ যুগে দুর্দশা ও শোক ভোগ করা, কেননা তাদেরই তো অনন্ত জীবন।

তুমি কি জানতে চাও কেমন করে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর ছাড়া আর কারও অনন্ত জীবন নেই? তবে ত্রাণকর্তার নিজের কণ্ঠস্বর শোন; তিনি সুসমাচারে স্পষ্টভাবে বলেন, *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।* ফলে যে কেউ একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর সেই পিতাকে ও তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে স্বীকার করে না, সে অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত। কেননা এ জানা ও এ বিশ্বাসকেই অনন্ত জীবন বলা হয়। সুতরাং এ হল সেই খ্রীষ্টানদের প্রথম শ্রেণী যাদের কাছে—যিনি ইতস্তত না করে বলেন, *আমিই সেই পথ, সেই সত্য ও সেই জীবন*—তিনি অনন্ত জীবন দান করবেন যেহেতু তারা *সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে* থাকে। অনন্ত জীবন হল সেই খ্রীষ্ট যাঁর মধ্যে সমস্ত মঙ্গলদানের পূর্ণতা বিরাজিত।

দ্বিতীয় শ্রেণী তাদেরই লক্ষ করে *যারা ঈর্ষায় ভরে সত্যের প্রতি অবাধ্য ও অধর্মের প্রতি বাধ্য, যাদের ভাগ্যে ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও মর্মযন্ত্রণা* অনিবার্য; একথা সেই সকলের বেলায় প্রযোজ্য যারা দুষ্কর্ম করে—প্রথমে ইহুদীর ও পরে গ্রীকেরও বেলায় প্রযোজ্য কথা। তেমন মানুষকে তৃতীয় এক শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত ক'রে তিনি তাদের কাছে মঙ্গলদানের প্রতিফল প্রতিশ্রুত হন; তিনি বলেন, *প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ সৎকর্ম করে, তার উপর নেমে আসবে গৌরব, সম্মান ও শান্তি।* যতদূর বোঝা যেতে পারে, তিনি সেই ইহুদী ও বিধর্মীদেরই কথা ইঙ্গিত করছেন যারা এখনও বিশ্বাসী নয়।

বস্তুতপক্ষে, যে বিধর্মীরা বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরজ্ঞানে পৌঁছেও তাঁকে ঈশ্বর বলে মহিমান্বিত করেননি বিধায় প্রেরিতদূত যখন তাদের দণ্ডিত করেন, তখন কেমন করে আমরা এও ভাবব না যে, তারা যখন তাঁকে ঈশ্বর বলে জেনে ঈশ্বর বলে মহিমান্বিতও করবে, তখন প্রেরিতদূত তাদের প্রশংসা করতে পারবেন না? এমনকি তিনি কি তাদের প্রশংসা করতে বাধ্য নন? একটি মানুষ যেমন তার দুষ্কর্মের জন্য দণ্ডের যোগ্য হল, সে তেমনি যে তার সৎকর্মের ফলে সৎকর্মের পুরস্কারেরই যোগ্য গণ্য হবে, একথা আমার মতে সন্দেহের অতীত। দেখ কেমন করে প্রেরিতদূত বলেন, *আমাদের সকলকেই তো ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে; আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে,* অর্থাৎ কিনা ভাল-মন্দ বিষয়ে কৈফিয়ত দেবে। এ থেকে সেই সিদ্ধান্ত অনুমেয় যা তিনি একই পত্রে যোগ দেন, *ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই।*

শ্লোক রো ১৪:১১; জাখা ৮:২২

প্ লেখা আছে: আমার জীবনের দিব্যি—একথা বলছেন প্রভু—প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,
উ এবং প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার করবে।
প্ বহুজাতির মানুষ ও শক্তিশালী দেশ সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে যেরুসালেমে আসবে;
উ এবং প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার করবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৩:১-২৪

প্রথম পাপ

প্রভু পরমেশ্বর যে সমস্ত বন্যজন্তু নির্মাণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত। সে সেই নারীকে বলল, 'পরমেশ্বর নাকি তোমাদের বলেছেন, তোমরা এই বাগানের কোন গাছের ফল খাবে না।' নারী সাপকে উত্তরে বলল, 'আমরা বাগানের গাছগুলোর ফল খেতে পারি; কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে গাছ রয়েছে, তার ফল সম্বন্ধে পরমেশ্বর বলেছেন, তোমরা তা খাবে না, স্পর্শও করবে না, করলে তোমরা মরবে।' তখন সাপ নারীকে বলল, 'তোমরা মোটেই মরবে না! এমনকি পরমেশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে আর তোমরা পরমেশ্বরের মত হয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান লাভ করবে।' নারী দেখল, গাছটির ফল খেতে ভাল, চোখেও আকর্ষণীয়, এবং জ্ঞানদায়ী গাছ বিধায় আকাঙ্ক্ষণীয়; তাই সে তার কয়েকটা ফল পেড়ে নিজে খেল, ও তার সঙ্গে উপস্থিত তার স্বামীকেও দিল; সেও খেল। তখন তাদের দু'জনেরই চোখ খুলে গেল, তারা এও বুঝতে পারল যে, তারা উলঙ্গ; তাই ডুমুরগাছের কয়েকটা পাতা সেলাই করে কোমরের জন্য এক প্রকার আবরণ তৈরি করল।

পরে মানুষ ও তার স্ত্রী প্রভু পরমেশ্বরের চলাচলের সাড়া পেল, তিনি দিনের স্নিগ্ধ বাতাসে বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তখন প্রভু পরমেশ্বরের সামনে থেকে তারা বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকাল। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে ডাকলেন; তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় আছ?' সে উত্তরে বলল, 'বাগানে তোমার সাড়া পেয়ে আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ; তাই নিজেকে লুকিয়েছি।' তিনি বললেন, 'তুমি যে উলঙ্গ, একথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছ?' মানুষ উত্তরে বলল, 'আমার সঙ্গিনী করে যাকে তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নারীই আমাকে সেই গাছের ফল দিয়েছে, আর আমি তা খেয়েছি।' প্রভু পরমেশ্বর নারীকে বললেন, 'তুমি এ কী করলে?' নারী উত্তরে বলল, 'সাপ-ই আমাকে ভুলিয়েছে, আর আমি খেয়েছি।'

তখন প্রভু পরমেশ্বর সাপকে বললেন, 'এই কাজ করেছ বিধায় অভিশপ্তই তুমি সমস্ত গবাদি পশু ও সমস্ত বন্যজন্তুর চেয়ে! তোমাকে বুকেই হাঁটতে হবে, ও তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে ধুলো খেতে হবে। আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জাগিয়ে তুলব; তার বংশ তোমার মাথা পিষে মারবে, আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।'

নারীকে তিনি বললেন, 'আমি তোমার প্রসবযন্ত্রণা তীব্র করে তুলব, যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান প্রসব করবে; তোমার আকাঙ্ক্ষা হবে স্বামীর প্রতি, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব চালাবে।'

আদমকে তিনি বললেন, 'যে গাছের ফল সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তা খাবে না, তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তুমি তার ফল খেয়েছ বিধায় তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত হোক! তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তুমি ক্লেশেই তা ভোগ করবে। এই ভূমি তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাবে, মাঠের উদ্ভিদ হবে তোমার খাদ্য। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে—যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও, যেহেতু মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে: কেননা তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে।'

সেই মানুষ নিজের স্ত্রীর নাম হবা রাখল, কেননা সে সকল জীবিতের জননী হল। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর মানুষ ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক প্রস্তুত করে তাদের পরালেন। তখন প্রভু পরমেশ্বর বললেন, 'দেখ, মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে উঠল; এখন কিন্তু সে যেন হাত বাড়িয়ে জীবনবৃক্ষের ফলও পেড়ে না খায় ও চিরজীবী হয়!' তাই প্রভু পরমেশ্বর তাকে এদেন বাগান থেকে বের করে দিলেন, যেন সে সেই মাটি চাষ করে যা থেকে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। তিনি মানুষকে তাড়িয়ে দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের দিকের পথ রক্ষা করার জন্য এদেন বাগানের পুবদিকে খেরুবদের মোতায়েন করলেন, সেই অগ্নিময় খড়্গাও রাখলেন, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যার ঝলক।

শ্লোক রো ৫:১২,২০,২১

℣ একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল।

℟ যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল।

℣ যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করুক।

℟ যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের প্রথম পত্র

যখন সময় পূর্ণ হল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে পাঠালেন
যাতে আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি

যখন ঈশ্বর তাঁর আপন প্রথমজাতকে জগতে নিয়ে আসেন, তখন বলেন, *ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর সামনে প্রণিপাত করুক।* আমরা কিন্তু, যদিও পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত ও অনুগ্রহ গুণে ঈশ্বরসন্তানদের তালিকায় তালিকাভুক্ত যার ফলে সময় সময় ঈশ্বর বলেও অভিহিত, তবু আমাদের স্বরূপের অতি সাধারণ গুণ সম্বন্ধে অজ্ঞ নই; হ্যাঁ, আমরা মাটির তৈরী, ও দাসের দলের মানুষ। অপরদিকে তিনি আমাদের স্বরূপের বিধি-নিয়মে আবদ্ধ নন, বরং স্বরূপে ও সত্যিকারে ঈশ্বরের পুত্র, তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রভু, ও স্বর্গ থেকে আমাদের কাছে নেমে আসতে প্রসন্ন হলেন।

আমরা যারা নিখুঁত ভাবে বিশ্বাস করতে চাই, আমরা তো বলি না, পিতা ঈশ্বর মানুষ হলেন, একথাও বলি না যে, ঐশস্বরূপ মানবস্বরূপ পরিধান করার আগে নারী-গর্ভে জন্ম নিলেন; আমরা বরং ঘোষণা করি, যাঁর স্বরূপ ঐশ্বরিক, সেই বাণী পুণ্যবতী কুমারী থেকে মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন ও এজগতে এলেন, এবং একমাত্র ব্যক্তিত্বের ঐক্যে একমাত্র ঈশ্বর ও প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুকে আরাধনা করি: এভাবে তিনি যে মানবদেহ ধারণ করলেন এর জন্য আমরা তাঁকে ঐশসীমার বাইরে রাখি না, আবার আমাদের সঙ্গে তাঁর সাধারণ সাদৃশ্যের জোরে তাঁকে কেবল মানবস্বরূপের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ করি না। একথা স্থিতমূল রেখে তুমি সহজে বুঝতে পার কেনই বা ঈশ্বরজাত সেই বাণী স্বেচ্ছায় নিজেকে অবনমিত করতে চাইলেন, এবং কেমন করে যিনি স্বরূপে স্বাধীন, তিনি দাসের স্বরূপ ধারণ করে নিজেকে নমিত করলেন।

এভাবে যিনি *আব্রাহামের বংশকে আপন করে নিচ্ছেন*, সেই বাণী যিনি নিজে ঈশ্বর, তিনি মানবস্বরূপের সহভাগী হলেন। বস্তুতপক্ষে, আমরা যদি তাঁকে আমাদের মত সাধারণ মানুষরূপে ভাবি, তাহলে কেন তিনি বলেন তিনি আব্রাহামের বংশেরই এমন ভার নেন তা যেন নিজে থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক কিছু? কেমন করে বলা যেতে পারে, তিনি সবদিক দিয়েই ভাইদের সমরূপ হবার জন্য দেহধারণ করলেন? বস্তুতপক্ষে যা কিছু অন্য কিছুর সদৃশ হয়ে ওঠে, তা অসদৃশ রূপ থেকে সদৃশ রূপে যেতে বাধ্য।

তাই আমি জানতে পেরেছি, ঈশ্বরের বাণী আব্রাহামের বংশধর হবার জন্য নারীজাত এক দেহ গঠন করতে চাইলেন ও মানবস্বরূপের সহভাগী হলেন, যার ফলে তিনি এখন ঈশ্বর শুধু নন, বরং তাঁর ঐক্য-রহস্যে তিনি এমন মানুষ রূপেও নিজেকে জানতে দেন, যে মানুষ সবদিক দিয়ে আমাদের সদৃশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই ইম্মানুয়েল দু'টো উপাদান দিয়ে গঠিত, তথা ঈশ্বরত্ব ও মানবতা। তথাপি যিনি একইসময় ঈশ্বর ও মানুষ, স্বরূপে একমাত্র প্রকৃত পুত্র সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এক; তিনি এমন ঈশ্বরীকৃত মানুষ নন, অর্থাৎ কিনা অনুগ্রহ গুণে যাদের ঐশস্বরূপের অংশীদার করা হয়েছে তিনি তাদের মত নন; তিনি বরং সেই প্রকৃত ঈশ্বর যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানবরূপে আবির্ভূত হলেন, যেভাবে পলও বলেন, *যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।*

শ্লোক হিব্রু ২:১৬,১৭; বারুক ৩:৩৮

℟ খ্রীষ্ট স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন।
℣ এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দয়াবান হতে পারেন।
℟ আমাদের ঈশ্বর এ পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন;
℣ এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দয়াবান হতে পারেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ২:১৭-২৯

ইস্রায়েলের অবাধ্যতা

তুমি যদি নিজেকে ইহুদী বলে অভিহিত কর, বিধানের উপর ভরসা রাখ, ঈশ্বরে গর্ব করে থাক, ও বিধানের শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা জান ও যা কিছু শ্রেয় তা নির্ণয় করতে পার, এবং নিশ্চিত আছ যে, তুমিই অন্ধদের পথ-দিশারী, ও যারা অন্ধকারে বসে আছে তুমিই তাদের আলো, তুমিই বুদ্ধিহীনদের গুরু ও সরলদের শিক্ষক কারণ বিধানে তুমি জ্ঞান ও সত্যের মূর্ত পরিচয় পেয়েছ, তাহলে তুমি যে পরকে শিক্ষা দিচ্ছ, কেনই বা নিজেকে শিক্ষা দাও না? তুমি যে প্রচার করছ, চুরি করতে নেই, তুমি কি চুরি কর? তুমি যে বলছ, ব্যভিচার করা নিষেধ, তুমি কি ব্যভিচার কর? তুমি যে প্রতিমাগুলো জঘন্যই মনে করছ, তুমি কি দেবালয়ের সবকিছু লুট কর? তুমি যে বিধানে গর্ব করছ, তুমি কি বিধান লঙ্ঘন করে ঈশ্বরকে উপেক্ষা কর? বাস্তবিকই যেমনটি লেখা আছে, *তোমাদের কারণেই ঈশ্বরের নাম জাতিগুলির মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে!*

পরিচ্ছেদন তো ভাল জিনিস বটে—যদি তুমি বিধান পালন কর! কিন্তু তুমি যদি বিধান লঙ্ঘন কর, তবে তোমার পরিচ্ছেদন নিয়ে তুমি অপরিচ্ছেদিতেরই মত। সুতরাং অপরিচ্ছেদিত একটি মানুষ যদি বিধানের বিধিনিয়ম পালন করে, তাহলে তার সেই অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়ও সে কি পরিচ্ছেদিত মানুষ বলে পরিগণিত হবে না? এমনকি, দৈহিক ভাবে অপরিচ্ছেদিত হয়েও যে কেউ বিধান পালন করে, সে-ই তোমার বিচার করবে—তুমি যে বিধানের অক্ষর ও পরিচ্ছেদন নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিধান লঙ্ঘন করছ। কেননা বাইরে যে ইহুদী সে ইহুদী নয়, এবং বাইরে দেহেই করা যে পরিচ্ছেদন তা পরিচ্ছেদন নয়। সে-ই বরং ইহুদী, অন্তরে যে ইহুদী; এবং সেটাই পরিচ্ছেদন, হৃদয়ের যে পরিচ্ছেদন—যা অক্ষরের নয়, আত্মারই ব্যাপার! তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

শ্লোক রো ২:২৮,২৯

℟ দেহেই করা যে পরিচ্ছেদন তা পরিচ্ছেদন নয়, সেটাই বরং পরিচ্ছেদন, হৃদয়ের যে পরিচ্ছেদন—যা অক্ষরের নয়, আত্মারই ব্যাপার!
℣ তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।
℟ বাইরে যে ইহুদী সে ইহুদী নয়, সে-ই বরং ইহুদী, অন্তরে যে ইহুদী।
℣ তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৩৬:১৬**

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সেই খ্রীষ্টের বশীভূত হয়ে থাক

প্রভুর বশীভূত হয়ে থাক, তাঁকে মিনতি জানাও। তুমি ঈশ্বরের বশীভূত হয়ে থাক; আর শুধু তা নয়, প্রভুকে মিনতিও জানাও, যাতে তোমার বশীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা পূর্ণ করতে পার, যেমন এ কথাও লেখা আছে, প্রভুকে

প্রকাশ কর তোমার পথ, তাঁর উপর ভরসা রাখ। তুমি যে তোমার পথ প্রকাশ করবে, তা যথেষ্ট নয়, তোমাকে প্রভুর উপর ভরসাও রাখতে হবে। প্রকৃত বশ্যতা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ব্যাপার নয়, বরং গৌরবময় ও উৎকৃষ্ট ভাব; কেননা সে-ই ঈশ্বরের বশীভূত, যে প্রভুর ইচ্ছা পালন করে। পরিশেষে কেইবা জানে না যে দেহগত প্রজ্ঞার চেয়ে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা শ্রেয়? উপরন্তু আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত, কিন্তু দেহগত প্রজ্ঞা নয়। তাই তুমি খ্রীষ্টের বশীভূত হয়ে থাক, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে থাক, তাতে বিধান পূর্ণ করবে। খ্রীষ্ট পিতার ইচ্ছা পালন করায়ই বিধান পূর্ণ করলেন বিধায় নিজে হলেন বিধানের সার্থকতা ও ভালবাসার পূর্ণতা, কেননা পিতাকে ভালবেসে তিনি নিজের সমস্ত আসক্তি তাঁর ইচ্ছার দিকে চালিত করলেন।

এজন্য প্রেরিতদূত তাঁর গৌরব বিষয়ে বলেন, *সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।* এবং নিজের বিষয়ে তিনি বলেন, *আমার প্রাণ কি ঈশ্বরের বশীভূত নয়? তাঁর কাছ থেকেই তো আসে আমার পরিত্রাণ।*

অবশেষে তিনি দুর্বলতার খাতিরে নয়, বরং ভক্তির খাতিরেই আপন মাতাপিতা মারীয়া ও যোসেফের বশীভূত ছিলেন। কেননা খ্রীষ্টের এই তো সর্বোত্তম গৌরব, তিনি যেন সকল মানুষের অন্তরে নিজেকে সঞ্চার করে সকলকে দুষ্টতার ভক্তিহীনতা ও অধর্মের আসক্তি থেকে আহ্বান করেন, যাতে করে তাদের সকলকে নিজের প্রতি বশীভূত করতে পারেন।

তিনি সবকিছু নিজের প্রতি বশীভূত করার পর, সকল জাতি তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করার পর, সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবার পর, ও নিখিল বিশ্ব খ্রীষ্টে একদেহ হবার পর, তখন সকল যাজকের মহাযাজকরূপে তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গীয় বেদির উপরে আপন দেহ নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করবেন যেন সকলের বিশ্বাসই বলিদান হতে পারে—আর এভাবে তিনি নিজেও পিতার বশীভূত হবেন। ফলে, এ বশ্যতা ভক্তির বশ্যতা, কেননা প্রভু যীশু আপন দেহে পিতার বশীভূত হবেন, আর আমরাই তো তাঁর সেই দেহ ও অঙ্গগুলি! অতএব, তুমি খ্রীষ্টের বশীভূত হও, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বশীভূত, বাণীর বশীভূত, ধর্মময়তার বশীভূত, সদ্‌গুণের বশীভূত হও, কেননা খ্রীষ্টই এসব কিছু! প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের বশীভূত হোক, কেননা তিনি কেবল একটি মানুষকে নয়, সকলকেই শেখান সকলেই যেন নিজ হৃদয় বশীভূত করে ও নিজ আত্মা বশীভূত করে ও নিজ দেহ বশীভূত করে, যাতে করে স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু সবারই মধ্যে। সুতরাং সে-ই বশীভূত, যে অনুগ্রহে পূর্ণ, যে খ্রীষ্টের জোয়াল তুলে বহন করে ও প্রভুর আজ্ঞাগুলো সৎসাহসের সঙ্গে ও নির্দ্বিধায় পালন করে।

শ্লোক হিব্রু ১৩:২১; ২ মা ১:৪

প্র ঈশ্বর মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন;
উ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।
প্র তিনি তাঁর বিধান ও তাঁর আজ্ঞাগুলি গ্রহণের জন্য আপনাদের মন উদার করুন;
উ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৪:১-২৪

পাপের ফল

নিজের স্ত্রী হবার সঙ্গে আদমের মিলন হল; হবা গর্ভবতী হয়ে কাইনকে প্রসব করলেন; তিনি বললেন, ‘প্রভুর সহায়তায় একটি মানুষকে পেয়েছি।’ তিনি কাইনের ভাই আবেলকেও প্রসব করলেন। আবেল পালক হয়ে মেষ পালন করত, কাইন মাটি চাষ করত। এভাবে সময় কাটতে লাগল; একদিন কাইন ভূমির ফল প্রভুর কাছে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করল। আবেলও নিজের পশুপালের প্রথমজাত কয়েকটা শাবককে ও তাদের চর্বি উৎসর্গ করল। প্রভু আবেলের প্রতি ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন, কিন্তু কাইন ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন না; তাতে কাইন অধিক রেগে উঠল, তার মুখ বিষণ্ন হল। প্রভু কাইনকে বললেন, ‘তোমার এই রাগ

কেন? তোমার মুখ বিষণ্ন কেন? সদ্ব্যবহার করলে তুমি কি মুখ উচ্চ করে রাখবে না? কিন্তু সদ্ব্যবহার না করলে পাপ-ই তোমার দ্বারে ওত পেতে বসে রয়েছে; তোমার জন্য সেই পাপ লোলুপ বটে, কিন্তু তা দমন করা তোমার উপরই নির্ভর করবে!'

কাইন ভাই আবেলের সঙ্গে কথা বলল, আর তারা মাঠে গেলে কাইন তাঁর ভাই আবেলকে আক্রমণ করে হত্যা করল। প্রভু কাইনকে বললেন, 'তোমার ভাই আবেল কোথায়?' সে উত্তরে বলল, 'জানি না; আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?' তিনি বললেন, 'তুমি কী করেছ? শোন! তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটি থেকে আমার কাছে চিৎকার করছে। আর এখন, অভিশপ্ত তুমি! বিচ্যুত হও সেই মাটি থেকে যা তোমার হাতের কর্মের ফলে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ করতে মুখ খুলেছে! তুমি মাটি যতই চাষ কর না কেন, মাটি তোমাকে তার নিজের শক্তি আর দেবে না; তুমি পৃথিবীতে উদ্দেশবিহীন পলাতক হবে!' তখন কাইন প্রভুকে বলল, 'না! আমার দণ্ডের ভার অসহনীয়! দেখ, তুমি আজ পৃথিবীর বুক থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, তাই আমাকে তোমার সম্মুখ থেকে নিজেকে লুকোতে হবে; পৃথিবীতে আমাকে উদ্দেশবিহীন পলাতক হতে হবে; কেননা যে কেউ আমার দেখা পাবে, সে আমাকে হত্যাই করবে।' প্রভু তাকে বললেন, 'কিন্তু তবু যে কেউ কাইনকে হত্যা করবে, তাকে সাতগুণ বেশি প্রতিফল পেতে হবে।' তাই প্রভু কাইনের জন্য একটা চিহ্ন রাখলেন, তার দেখা পেয়ে কেউই যেন তাকে মেরে না ফেলে। কাইন প্রভুর সাক্ষাৎ থেকে বিদায় নিয়ে এদেনের পুবদিকে নোদ দেশে গিয়ে বসতি করল।

নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কাইনের মিলন হল; তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে এনোখকে প্রসব করল; পরে কাইন একটা নগরের স্থাপনকর্তা হল যার নাম নিজের সন্তানের নাম অনুসারে এনোখ রাখল। এনোখের ঘরে ইরাদের জন্ম হল, আর ইরাদ হলেন মেহুয়ায়েলের পিতা, মেহুয়ায়েল হলেন মেথুসায়েলের পিতা, আর মেথুসায়েল হলেন লামেখের পিতা। লামেখ দু'টো স্ত্রী নিলেন, একজনের নাম আদা, আর একজনের নাম জিল্লা। আদা যাবালকে প্রসব করলেন, তিনি হলেন তাঁবুবাসী পশুপালকদের আদিপুরুষ; তাঁর ভাইয়ের নাম যুবাল, তিনি হলেন বীণা ও বাঁশি বাদকদের আদিপুরুষ। এদিকে জিল্লা তুবালকাইনকে প্রসব করলেন, এই তুবালকাইন তাদেরই আদিপুরুষ হলেন যারা ব্রঞ্জ ও লোহার যন্ত্রপাতি বানায়; তুবালকাইনের বোনের নাম নায়ামা।

লামেখ তার স্ত্রী দু'জনকে বললেন,

'আদা, জিল্লা, তোমরা আমার এই কথা শোন;
লামেখের বধূ দু'জন, আমার কথন কান পেতে শোন;
আঘাতের কারণে আমি একটা মানুষকে,
প্রহারের কারণে একটা যুবককে হত্যা করেছি।
কাইনের জন্য সাতগুণ প্রতিশোধ,
কিন্তু লামেখের জন্য সাতাত্তর গুণ প্রতিশোধ!'

শ্লোক ১ যোহন ৩:১২; প্রজ্ঞা ১০:৩

℟ কাইনের মত যেন না হই: সে ছিল সেই ধূর্তজন থেকে উদ্গত, এবং নিজের ভাইকে বধ করেছিল,
℣ কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়, কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।
℟ অধর্মময় একজন যখন নিজ ক্রোধে প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করল, তখন নিজ ভ্রাতৃঘাতী রোষে বিনষ্ট হল,
℣ কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়, কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৩৯:১১-১৪**

ধর্মাত্মা আবেলের বলিদানের অর্থই
প্রভু যীশু আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন

শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে আমার বিষয়ে লেখা আছে …। প্রাক্তন সন্ধির শুরুতে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তখনই লেখা হয়েছে যে তিনি মানুষের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আসবেন, যখন লেখা হয়েছে যে তিনি মানুষের সহায়তায় মণ্ডলীর প্রতীকরূপে হবাকে গড়লেন। আর আসলে, যার মধ্য দিয়ে আমরা মুক্তিপ্রাপ্ত, সেই মণ্ডলীর

অনুগ্রহ ছাড়া, ও যার জন্য আমরা জীবিত, সেই বিশ্বাস ছাড়া দেহের এ দুর্বলতায় ও এ যুগের কোলাহলে আমাদের জন্য সাহায্যকারী আর কীবা থাকতে পারে? শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে লেখা হয়েছে, *এইবার এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস; এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।*

যিনি একথা বললেন তিনি যে কে, ও একথা যে কিসের রহস্যময় প্রতীক, তা জানবার জন্য এ কথাও শোন: *এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।* এজন্য তিনি নির্দেশবাণী দেন মানুষ যেন নিজ স্ত্রীকে সেইভাবে ভালবাসে খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে যেভাবে ভালবেসেছেন, কেননা আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ, তাঁর মাংসের মাংস ও তাঁর হাড়ের হাড়। ফলে, যাঁর মধ্যে কোন কালিমা নেই ও পাপের কলুষও নেই, সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকা ও তাঁর প্রতি একপ্রকার শারীরিক ঐক্যেই মিলিত হওয়া, এর চেয়ে কী মহত্তর পরিত্রাণ আমাদের থাকতে পারে?

শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে লেখা হয়েছে, ধর্মাত্মা আবেলের বলি ঈশ্বরের গ্রহণীয় হল, কিন্তু ভ্রাতৃঘাতক কাইনের অর্ঘ্য তাঁর গ্রাহ্য হল না। এর স্পষ্ট অর্থ কি এ নয় যে, প্রভু যীশু আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন যেন নিজ যন্ত্রণাভোগে নব বলিদানের অনুগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ও ভ্রাতৃঘাতক জাতির উপাসনা-রীতি বাতিল করতে পারেন? আর পুণ্যবান কুলপতি যে পুত্রকে উৎসর্গ করলেন কিন্তু মেষ বলিদান করলেন, তার চেয়ে স্পষ্টতর ঘটনা কী থাকতে পারে? এতে কি প্রকাশ্যেই প্রমাণিত হয় না যে, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের ঈশ্বরত্ব নয়, বরং পার্থিব সমস্ত প্রাণীদের সাধারণ মানবদেহই যন্ত্রণাভোগের পুণ্য কষ্টের অধীন হবে?

শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে লেখা হয়েছে, এমন মানুষের আসবার কথা যিনি স্বর্গীয় আধিপত্যবৃন্দকে শাসন করবেন: একথা তখনই পূর্ণতা লাভ করল, যখন প্রভু যীশু পৃথিবীতে এলেন ও স্বর্গদূতেরা তাঁর সেবা করছিলেন, যেভাবে তিনি নিজে প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন, *তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, ও ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপর দিয়ে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।*

শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে লেখা হয়েছে, *শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে, হতে হবে এক বছরের একটা পুংশাবক; ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে।* এ মেষশাবক যে কে, তোমরা তা তাঁরই কাছ থেকে শুনেছ যিনি বললেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!* এঁকেই সমস্ত ইহুদী জাতি দ্বারা হত্যা করা হল, ইনিই এখনও বিরোধীদের ঘৃণায় নির্যাতিত। আর সকলের জন্য তাঁর মরা উচিত ছিল, যাতে তাঁর ক্রুশে পাপমোচন সাধিত হয় ও তাঁর রক্ত জগতের কলুষ মুছে দেয়।

শ্লোক হিব্রু ১১:৪

℣ বিশ্বাসে আবেল ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেলেন: ঈশ্বর নিজেই তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণীয় বলে সপ্রমাণ করলেন;
℟ তিনি মৃত হলেও এখনও সেই বিশ্বাসে কথা বলেন।
℣ বিশ্বাসে তিনি ঈশ্বরের কাছে কাইনের বলির চেয়ে শ্রেয়তর বলি উৎসর্গ করলেন;
℟ তিনি মৃত হলেও এখনও সেই বিশ্বাসে কথা বলেন।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৩:১-২০

সকল মানুষই পাপের কর্তৃত্বের অধীনস্থ

ইহুদী হওয়ায় কী লাভ? পরিচ্ছেদনের কী মূল্য? তা মহান—সবদিক দিয়েই! প্রথমে এই কারণে যে, তাদেরই হাতে ঈশ্বরের দৈববাণী সকল তুলে দেওয়া হয়েছে। তাদের কেউ কেউ যে অবিশ্বস্ত হয়েছে, তাতে কী? তাদের অবিশ্বস্ততা কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা বাতিল করতে পারে? দূরের কথা! একথাই বরং স্বীকার করা হোক যে, ঈশ্বর সত্যনিষ্ঠ, প্রতিটি মানুষ মিথ্যাচারী, যেমনটি লেখা আছে, *তুমি যেন তোমার বাণীতে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন*

হও, *এবং তোমার বিচারালয়ে বিজয়ী হয়ে দাঁড়াতে পার।* কিন্তু আমাদের অধর্মময়তা যদি ঈশ্বরের ধর্মময়তা স্পষ্ট করে তোলে, তবে কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের উপর তাঁর ক্রোধ নামিয়ে আনেন, তখন—আমি তো মানুষেরই মত কথা বলছি—তিনি কি ধর্মময় নন? দূরের কথা! কারণ তাহলে ঈশ্বর কেমন করেই বা জগতের বিচার করবেন? কিন্তু আমার মিথ্যাচারিতায় যদি ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠা তাঁর গৌরবার্থে উপচে পড়ে, তবে আমি কেনই বা এখনও পাপী বলে বিচারিত হচ্ছি? তবে কেনই বা আমরা বলব না, 'এসো, অপকর্ম করি যেন উত্তম ফল ফলে', ঠিক যেভাবে নিন্দা করে কেউ কেউ বলে, আমরাই নাকি এমন কথা বলে থাকি? তেমন লোকদের শাস্তি সত্যিই ন্যায্য! তবে কী? আমরাই কী শ্রেষ্ঠ? দূরের কথা! কারণ আমরা একটু আগে ইহুদী বা গ্রীক সকলেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছি যে, সকলেই পাপের অধীন, যেমনটি লেখা আছে:

ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই।

সুবুদ্ধিসম্পন্ন কেউ নেই, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ নেই।

সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।

ওদের গলদেশ খোলা কবরেরই মত,
ওদের জিহ্বা তোষামোদে পটু;
ওদের ঠোঁটের পিছনে কেউটের বিষ,

ওদের মুখ অভিশাপে ও তিক্ততায় পূর্ণ,

ওদের পা রক্তপাতের দিকে ছুটতে ব্যস্ত,

ওরা যেই পথে যায়, সেখানে ধ্বংস ও বিনাশ,

শান্তির পথ ওরা জানে না;

ওদের চোখের সামনে ঈশ্বরভয় নেই।

এখন তো আমরা জানি, বিধান যা কিছু বলে, তা তাদেরই জন্য বলে যারা বিধানের অধীন, যেন প্রতিটি মুখ বন্ধ করা হয় ও সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরের বিচারের অধীনে আনা হয়। এজন্য বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা কোন মানুষ তাঁর সম্মুখে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না, কারণ বিধান দ্বারা মানুষ কি কি পাপ, তা-ই মাত্র জানতে পারে।

শ্লোক সাম ৫৩:৩,৪; রো ৩:২৩,১০

প্ স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।
উ তারা সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার; সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।
প্ সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, যেমনটি লেখা আছে, ধার্মিক বলতে এমন কেই নেই, একজনও নেই।
উ তারা সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার; সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৪৩:৭৬-৭৭**

এই যে মাংস যা ছিল মৃত্যুর ছায়া
তা প্রভুর অনুগ্রহে উজ্জ্বল হতে লাগল

আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, মাংস অনেক কিছু দ্বারা নমিত তথা, বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ দ্বারা ও সেই দুর্বলতা দ্বারাও যার মধ্য দিয়ে ভুলের উৎপত্তি হল। আর যদিও অতি সাধারণ নয় এমন প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সাপ দ্বারা মাংস প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তবু পাপে লিপ্ত হওয়ার আগে অতি সাধারণ নয় এমন অনুগ্রহ তার ছিল: আদম ঈশ্বরের সম্মুখেই ছিলেন, পরমদেশেই জীবনযাপন করতেন, স্বর্গীয় অনুগ্রহেই উজ্জ্বল ছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গেই কথা বলতেন! তুমি কি কোথাও পড়েছ, তঁর নিজের অপরাধ তঁাকে নমিত করার আগে তিনি নমিত

হয়েছিলেন? তিনি নিজ দোষের উত্তরাধিকার আমাদের কাছে পর্যন্তই সম্প্রদান করে এলেন, যার ফলে এ দেহে সঙ্কুচিত হয়ে আমরা দেহ ছেড়ে ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত হতে চাই না। এভাবে আমরা আমাদের আত্মা নমিত করছি, যে আত্মা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে উন্নীত হবার জন্য সচেষ্ট। এ ক্ষয়শীল দেহ তার ভারে আত্মাকে চাপিয়ে রাখে, এবং পৃথিবীতে আমাদের এ বসতিকাল এতই প্রভাবশালী যে, ঈশ্বরে ধ্যানরত মন প্রায়ই সংসারের দিকে আনত হয়, এমনকি ঈশ্বরের অধীন হতে অক্ষম, কারণ দৈহিক জ্ঞান কোন অধীনতা মানে না ও আমাদের যত আসক্তিতে বাধা দেয়।

আমাদের নিজেদের বিষয়ে একথা বলে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মাংস বিষয়ে কী বলব? তেমন মাংস তিনি পূর্ণ বাস্তবতায়ই তো ধারণ করলেন, আর সেজন্য *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে নমিত করলেন।* মনোযোগ দাও ও সমস্ত দিক ভেবে দেখ। দেখ কেমন করে তিনি আমাদের দেহের রূপ স্বেচ্ছায়ই ধারণ করলেন ও মানুষের সাদৃশ্যে মানুষ হয়ে আমাদের দাসের দশা গ্রহণ করলেন—কেবল দেহের সাদৃশ্যে নয়, বরং পাপী মানুষেরই সাদৃশ্যে, কেননা সমস্ত মানুষই তো পাপের অধীন। এজন্য তিনি মানুষের মত প্রতীয়মান হলেন: দেহের দিক দিয়ে মানুষ, কিন্তু কাজের দিক দিয়ে মানুষের উর্ধ্বে। তিনি বলেন, মানুষ হিসাবে তিনি *নিজেকে নমিত করলেন*, কেননা ঈশ্বর তাদের মুক্ত করতে এলেন যারা নমিত হয়েছিল; ফলে তিনি আমাদের জন্য নিজেকে নমিত করলেন।

তাহলে তাঁর দেহ মৃত্যুর দেহ নয়, বরং জীবনেরই দেহ; তাঁর মাংসও মৃত্যুর ছায়া নয়, বরং গৌরবের প্রভা; আর তেমন দেহে দুঃখ-শোকের কোন স্থান নেই, সেই দেহে বরং রয়েছে সকলের জন্য সান্ত্বনার অনুগ্রহ। তিনি নিজেকে নমিত করলেন তুমি যেন শিখতে পার বিনম্রতা কী। শোন তিনি কী বলেন, *তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়।* তিনি নিজেকে নমিত করলেন তুমি যেন উন্নীত হও, কেননা *যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।* তবু যারা নিজেদের নমিত করে, তারা যে সকলেই উন্নীত হবে তেমন নয়, কেননা অপরাধ অনেককেই সর্বনাশ পর্যন্ত নমিত করে। কিন্তু প্রভু মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে নমিত করলেন যেন মৃত্যুদুয়ার থেকে উন্নীত হতে পারেন।

এই যে, দেখ খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, দেখ তাঁর মঙ্গলদান। খ্রীষ্ট এলে পর এই যে মাংস যা ছিল মৃত্যুর ছায়া, তা প্রভুর অনুগ্রহে উজ্জ্বল হতে ও নিজে থেকে আলো দিতে লাগল; এজন্য লেখা রয়েছে, *তোমার চোখ তোমার দেহের প্রদীপ।*

শ্লোক কল ১:২১-২২; রো ৩:২৫

প্ তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,
উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।
প্ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,
উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৬:৫-২২; ৭:১৭-২৪

ঈশ্বরের শাস্তি—জলপ্লাবন

সেসময় প্রভু দেখলেন, পৃথিবীতে মানুষের ধূর্ততা বড়, তার অন্তর সারাদিন ধরে কেবল অধর্মেরই চিন্তা আঁটছে। পৃথিবীতে যে তিনি মানুষকে নির্মাণ করলেন, তার জন্য প্রভুর দুঃখ হল, তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। প্রভু বললেন, 'আমি যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, তাকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছেদ করব—মানুষের সঙ্গে যত পশু, সরিসৃপ ও আকাশের পাখিদেরও উচ্ছেদ করব; কেননা আমি যে তাদের নির্মাণ করেছি, তার জন্য আমি দুঃখিত।' কিন্তু নোয়া প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন।

নোয়ার বংশ-কাহিনী এ: নোয়া সেযুগের মানুষদের মধ্যে ধার্মিক ও ত্রুটিহীন ছিলেন, তিনি পরমেশ্বরের সঙ্গে

চলতেন। নোয়ার তিন পুত্রসন্তান হল, তাদের নাম শেম, হাম ও যাফেথ। কিন্তু পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে পৃথিবী নষ্ট হয়েছিল, ছিল অধর্মেই পরিপূর্ণ। পরমেশ্বর পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, পৃথিবী নষ্ট হয়েছে, কেননা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত প্রাণীর চলাফেরা নষ্টই ছিল। তখন পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি: সমস্ত প্রাণীর শেষকাল উপস্থিত, কেননা তাদের কারণে পৃথিবী অধর্মে পরিপূর্ণ; আমি পৃথিবী সমেত তাদের নষ্ট করতে যাচ্ছি।

তুমি গোফর কাঠের একটা জাহাজ তৈরি কর; বেণূ-বাঁশ দিয়েই তা তৈরি কর, ও তার ভিতরে ও বাইরে আলকাতরা লেপন কর। তুমি এইভাবে তা তৈরি করবে: জাহাজটা দৈর্ঘ্যে হবে তিনশ' হাত, বিস্তারে পঞ্চাশ হাত, উচ্চতায় ত্রিশ হাত। জাহাজের এক হাত উপরে তার একটা ছাদ তৈরি করবে; দরজাটা জাহাজের এক পাশে দেবে; জাহাজটাকে তিন তালায় তৈরী হতে হবে: নিচ তালা, মধ্য তালা, উপর তালা।

আর আমি, আকাশের নিচে যত জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণবায়ু রয়েছে, সেই সকলকে বিনষ্ট করার জন্য এখন পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন ডেকে আনছি: পৃথিবীর সবকিছুই প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করব: তুমি তোমার ছেলেদের, নিজ বধূ ও তোমার ছেলেদের বধূদের সঙ্গে নিয়ে সেই জাহাজে প্রবেশ করবে। মদ্দা ও মাদী মিলিয়ে এক জোড়া করে যত জীবজন্তু, যত প্রাণী নিয়ে তাদের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের সঙ্গে সেই জাহাজে প্রবেশ করাবে; সব জাতের পাখি ও সব জাতের পশু ও ভূমির সব জাতের সরিসৃপ জোড়া জোড়া করে প্রাণরক্ষার জন্য তোমার সঙ্গে যাবে। আর তুমি, তোমার নিজের জন্য ও তাদের জন্য খাদ্য হিসাবে সব রকম খাদ্য-সামগ্রী যুগিয়ে নিজের কাছে জমিয়ে রাখ।' নোয়া এই সবকিছু করলেন; পরমেশ্বর তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিলেন, তিনি সেই অনুসারে সবকিছু করলেন।

চল্লিশ দিন ধরেই পৃথিবীতে জলপ্লাবন হল: বাড়তে বাড়তে জল জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিল, যে পর্যন্ত জাহাজটা ভূমি ছেড়ে উঠল। জলরাশি প্রবল হল, ভূমির উপরে খুবই বাড়তে লাগল, এবং জাহাজটা জলের উপর দিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। জলরাশি ভূমির উপরে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল, যে পর্যন্ত আকাশমণ্ডলের নিচের যত পাহাড়পর্বত সেই জলরাশিতে নিমজ্জিত হল। যত পাহাড়পর্বত জলে নিমজ্জিত হয়েছিল, তার উপরে জলরাশি আরও পনের হাত বেড়ে উঠল। আর তখন পৃথিবীর যত প্রাণী—পাখি, গবাদি পশু ও বন্যজন্তু, মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ এবং সমস্ত মানুষ মরল। যত প্রাণীর নাকে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, স্থলভূমির সেই সকল প্রাণী মরল। তাতে পৃথিবী-নিবাসী সমস্ত প্রাণী—মানুষ, পশু, সরিসৃপ ও আকাশের পাখি সবই উচ্ছিন্ন হল: তারা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হল, কেবল নোয়া রেহাই পেলেন, সেই সকল প্রাণীও রেহাই পেল, যারা তাঁর সঙ্গে জাহাজে ছিল। জলরাশি একশ' পঞ্চাশ দিন ধরেই পৃথিবীর উপরে উচ্চ থাকল।

শ্লোক ২ পি ২:৯; মথি ২৪:৩৭,৩৮,৩৯

প্র প্রভু ভক্তপ্রাণকে পরীক্ষা থেকে নিস্তার করতে ও ধর্মহীনকে বিচারের দিনের দণ্ডের জন্য নিজ হাতে রাখতে জানেন।

উ নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের আগমনেও সেইমত ঘটবে।

প্র তারা খাওয়া-দাওয়া করছিল, আর কিছুরই আঁচ পেল না যতক্ষণ না বন্যা এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

উ নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের আগমনেও সেইমত ঘটবে।

দ্বিতীয় পাঠ - লুক-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২২:৭-১০**

মনপরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও

এ যুগের উপরে মহা ক্রোধ অনিবার্য: গোটা জগতের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের ক্রোধ আকাশের উদারতা, পৃথিবীর পরিব্যাপ্তি, তারকা-বাহিনী, সূর্যের উজ্জ্বলতা ও জ্যোৎস্নার মধুরতা উল্টা-পাল্টা করে দেবে: মানুষের পাপের কারণে এসব কিছু মিলিয়ে যাবে। একসময় ঈশ্বরের ক্রোধ কেবল পৃথিবীর উপরে নেমে পড়েছিল, কারণ *পৃথিবী জুড়ে সমস্ত প্রাণীর চলাফেরা নষ্টই ছিল*; এবার কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ আকাশ ও পৃথিবীর উপরেই নেমে আসবার কথা। ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে বলা হয়, *আকাশমণ্ডল বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু*

থেকে যাবে; সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত।

ভেবে দেখ কতই না মহান ও কী ধরনেরই সেই ক্রোধ যা গোটা জগৎকে বিনাশ করবে, তাদেরই শাস্তি দেবে যারা দণ্ডের যোগ্য, ও যথেষ্ট কিছুই পাবে যার উপর আঘাত হানবে। আমাদের এক একজন নিজ নিজ ব্যবহারে ঈশ্বরের ক্রোধের রসদ যুগিয়েছে; এবিষয়ে রোমীয়দের কাছে পত্রে লেখা আছে, *তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ।* তাছাড়া এ কথাও লেখা আছে, *আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল? অতএব এমন ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল।*

তোমরা যারা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছ, তোমাদেরও বলা হয়, *এমন ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল।* তোমরা কি জানতে চাও মনপরিবর্তনের উপযুক্ত ফলগুলি কি? *আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম,* আর বাকি অন্যান্য সদ্‌গুণ। আমাদের এ সবগুলো থাকলে, তাহলেই আমরা *মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল* দেখাব।

এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানের উদ্ভব ঘটাতে পারেন। তেমন কথা বলেই শেষ নবী সেই যোহন আগেকার জাতির বহিষ্কার ও বিধর্মীদের আহ্বানের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন; আর আসলে তিনি, যারা আব্রাহামকে নিয়ে গর্ব করছিল, সেই ইহুদীদের বলছিলেন, *এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা;* এবং বিধর্মীদের জন্য এও বলছিলেন, *কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানের উদ্ভব ঘটাতে পারেন।* তিনি কোন্ পাথরের কথা বলছিলেন? তিনি অবশ্যই সাধারণ পাথরের কথা বলছিলেন না, তিনি বরং সেই অবোধ ও শক্তমনা মানুষদেরই কথা ইঙ্গিত করছিলেন, যারা পাথর ও কাঠ পূজা করায় সামসঙ্গীতের এ বাণী পূর্ণ করেছিল: *সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা, তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে যারা।* যারা দেবমূর্তি গড়ে সেগুলিতে ভরসা রাখে, তারা সত্যিই তাদের দেব-দেবীদের মত; নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন হয়ে তারা পাথর ও কাঠেই পরিণত হয়: জগতের সৌন্দর্য ও সৃষ্টির নৈপুণ্য, মর্যাদা ও কার্যকারিতা দেখা সত্ত্বেও তারা সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার কথা অনুমান করতে চায় না, এবং যে তেমন সুব্যবস্থার একজন নিয়ন্তা ও প্রতিপালক আছেন তাও তারা মানে না। তারা অন্ধ, তারা এমন চোখ দিয়ে জগৎকে দেখে যে চোখ দিয়ে বুদ্ধিহীন পশু ও জীবজন্তু জগৎকে দেখে। জগৎকে পরমার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখেও তারা জগতের অর্থ আবিষ্কার করতে অক্ষম।

শ্লোক শিষ্য ১৭:৩০-৩১; ১৪:১৬

প্ সেই অজ্ঞতার কালের দিকে আর লক্ষ না করে

উ্ ঈশ্বর এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন।

প্ তিনি অতীতকালে সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন, কিন্তু

উ্ ঈশ্বর এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৩:২১-৩১

ধর্মময়তা-লাভ বিশ্বাস থেকে আগত

এখন বিধানের ভূমিকা বাদে ঈশ্বরের দেওয়া সেই ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়েছে যা বিষয়ে বিধান ও নবীদের সাক্ষ্যও রয়েছে: ঈশ্বরের দেওয়া এই ধর্মময়তা যীশুখ্রীষ্টে স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের সকলেরই জন্য, যারা বিশ্বাস করে; আর কোন প্রভেদ নেই: যেহেতু সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে

বঞ্চিত, কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে খ্রীষ্টযীশুর সাধিত মুক্তিকর্ম দ্বারা। তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন, যেন তিনি তাঁর আপন ধর্মময়তা দেখাতে পারেন—কেননা প্রাচীনকালে ঈশ্বর পাপের প্রতি সহিষ্ণুতাই দেখিয়েছিলেন, আর এখন, এই বর্তমানকালে, তিনি তাঁর নিজের ধর্মময়তা দেখাচ্ছেন, যেন নিজেই ধর্মময় হয়ে থাকেন ও তাকেও ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করতে পারেন যে যীশুতে-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত।

তবে আমাদের সেই গর্বের আর কী হল? তা দূর করে দেওয়া হয়েছে! কোন্ বিধান দ্বারা? কর্মের বিধান দ্বারা? না; বিশ্বাসেরই বিধান দ্বারা। কেননা আমাদের বিবেচনায় বিধানের আদিষ্ট কর্ম ছাড়া বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। নাকি ঈশ্বর কেবল ইহুদীদেরই ঈশ্বর, বিজাতীয়দেরও কিন্তু নন? নিশ্চয়ই তিনি বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর! কারণ ঈশ্বর এক, আর তিনি বিশ্বাসের ফলে পরিচ্ছেদিতদের, এবং বিশ্বাস দ্বারা অপরিচ্ছেদিতদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন। তবে আমরা কি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বিধান বাতিল করছি? দূরের কথা! বরং বিধানকে তার আসল স্থানেই বসাচ্ছি।

শ্লোক রো ৩:২৪,২৫; ৫:১০

প্ ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের সাধিত মুক্তি দ্বারা।
উ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।
প্ ঈশ্বরের শত্রু হওয়ার সময়ে আমরা তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি,
উ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা ১:১৪-১৫

বিধান, নবী, সুসমাচার ও প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই প্রভু আমাদের শিক্ষাদান করেছেন

তুমি আদেশ করেছ, মানুষ যেন তোমার আদেশমালা সযত্নেই মেনে চলে। আহা! তোমার বিধিকলাপ মেনে চ'লে আমার পথ সকল সুস্থির হোক। তবে তোমার সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে আমি লজ্জায় পড়ব না। তুমি যে আদেশ করেছ, মানুষ যেন তোমার আদেশমালা মেনে চলে, তা শুধু নয়, বরং আদেশ করেছ, মানুষ যেন তা সযত্নেই মেনে চলে। তিনি কখন এ আদেশ দিয়েছেন? পরমদেশে আদমকে তিনি সেই আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত তা সযত্নেই মেনে চলতে আদেশ করেননি; এজন্যই নিজ স্ত্রীর গলায় মুগ্ধ হয়ে ও সাপ দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আদমের পতন হয়েছিল: মনে করছিলেন, তিনি আদেশ সম্পূর্ণরূপে না মেনে নিলেও দণ্ড তত গুরুতর হবে না। অথচ তিনি একবার সেই আদেশের পথ ছেড়ে তা সম্পূর্ণরূপেই ছাড়লেন, সবকিছু হারিয়ে ফেললেন ও নিজেকে উলঙ্গ দেখলেন!

এজন্য প্রভু যখন দেখলেন, আদম পরমদেশে থাকলেও পতিত হয়েছিলেন, তখন বিধান, নবী, সুসমাচার ও প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই তোমাকে নির্দেশবাণী দিলেন তুমি যেন তোমার প্রভু ঈশ্বরের আদেশমালা সযত্নেই মেনে চল। তিনি বলেন, তোমার অনর্থক যে কোন কথার জন্যও তোমাকে হিসাব দিতে হবে। নিজেকে প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না: প্রতিটি আদেশের এক মাত্রা ও এক বিন্দু পর্যন্ত লোপ পাবে না। পথ থেকে সরে যেয়ো না: পথে থেকেও তুমি যখন দস্যুর হাত থেকে প্রায়ই রেহাই পাও না, তখন পথ ছেড়ে দস্যুর হাতে পড়ে তুমি কী করবে? তোমার পথ সোজা সরল হোক, তুমি যেন নিরাপদে এগতে পার; প্রার্থনা কর, প্রভু যেন তোমাকে পথ দেখান।

আমি প্রভুর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম, আমার উপর আনত হয়ে তিনি আমার চিৎকার শুনলেন; আমার পা তিনি শৈলের উপর স্থাপন করলেন, চালিত করলেন আমার পদক্ষেপ। তাই তুমিও প্রার্থনা কর, প্রভু যেন তোমার মনের পদক্ষেপ চালিত করেন যাতে তুমি প্রভুর বিধিকলাপ মেনে চলতে পার। তাঁর সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে তুমি লজ্জায় পড়বে না। সেই আদম ও হবাতে তুমি একসময় লজ্জায় পড়েছিলে: সেসময় তুমি উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলে; লজ্জায় পাতা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলে; লজ্জায় লাল হয়ে তুমি ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছিলে যে, ঈশ্বর তোমাকে বললেন, *আদম, কোথায়*

আছ? যা তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তা তোমাকেই বলছেন, কেননা আমাদের ভাষায় আদম শব্দের অর্থ হল মানুষ। সুতরাং, মানুষ, কোথায় আছ? আর আদম উত্তর দিয়েছিলেন, উলঙ্গ হওয়ায় আমি ভয় করছিলাম, আমার মন লজ্জায় অভিভূত ছিল বিধায় তোমার সামনে আসতে আমার সাহস হয়নি। তবে আমরা যেন লজ্জায় না পড়ি, এসো, প্রভুর আদেশগুলো মেনে চলি, সবগুলোই মেনে চলি; কেননা যে কেউ একটা আদেশ মেনে চলে কিন্তু অন্য একটা লঙ্ঘন করে, তাতে তার কোন লাভ নেই।

শ্লোক তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮

প্র সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;

উ তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

প্র সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর;

উ তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৮:১-২২

জলপ্লাবনের সমাপ্তি

নোয়ার কথা, ও তাঁর সঙ্গে জাহাজে থাকা সেই গৃহপালিত প্রাণীদের কথা পরমেশ্বরের স্মরণে ছিল। পরমেশ্বর পৃথিবীর উপরে এমন বাতাস বহালেন যার ফলে জল নামতে লাগল। অতল গহ্বরের সমস্ত উৎস-দ্বার ও আকাশের সমস্ত জলকপাট বন্ধ করা হল এবং আকাশের মহাবৃষ্টি থামানো হল। জল ক্রমে ক্রমে স্থলভূমির উপর থেকে সরতে লাগল। একশ' পঞ্চাশ দিন পর তা নেমে গেল; এবং সপ্তম মাসে, সপ্তদশ দিনে জাহাজটা আরারাটের পর্বতশ্রেণীর উপরে লেগে রইল। দশম মাস পর্যন্ত জল ক্রমে ক্রমে সরে যেতে যেতে কমে গেল। সেই দশম মাসের প্রথম দিনে পর্বতমালার চূড়া দেখা গেল।

চল্লিশ দিন কেটে যাওয়ার পর নোয়া জাহাজে নিজের তৈরী জানালা খুলে একটা দাঁড়কাক ছেড়ে দিলেন; আর পৃথিবীর উপরে জল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়কাকটা উড়ে উড়ে যাতায়াত করতে থাকল। স্থলের উপরে জল কমেছে কিনা, তা জানবার জন্য তিনি একটা কপোত ছেড়ে দিলেন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জলে আবৃত থাকায় কপোতটা পা দেওয়ার মত স্থান পেল না, তাই জাহাজে তাঁর কাছে ফিরে এল। তিনি হাত বাড়িয়ে কপোতটাকে ধরে নিজের কাছে জাহাজের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। আরও সাত দিন অপেক্ষা করার পর তিনি জাহাজ থেকে সেই কপোতটাকে আবার ছেড়ে দিলেন, কপোতটা সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে ফিরে এল; আর দেখ, তার ঠোঁটে জলপাইগাছের একটা কচি পাতা রয়েছে; তখন নোয়া বুঝলেন, স্থলের উপর থেকে জল সরে গেছে। আরও সাত দিন অপেক্ষা করার পর তিনি কপোতটাকে ছেড়ে দিলেন; এবার তা তাঁর কাছে আর ফিরে এল না।

নোয়ার বয়স তখন ছ'শো এক বছর; সেই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরে জল শুকোতে লাগল; নোয়া জাহাজের ছাদ খুলে বাইরে তাকালেন, আর দেখ, স্থলভূমি সম্পূর্ণরূপে শুকনো। দ্বিতীয় মাসের সপ্তবিংশ দিনে স্থলভূমি শুকনো ছিল। তখন পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন, 'তুমি তোমার বধূ, ছেলেদের ও ছেলেদের বধূদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে বেরিয়ে যাও। যত পশু, পাখি, ও মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ ইত্যাদি সমস্ত জীবজন্তু তোমার সঙ্গে রয়েছে, তাদের সকলকে তোমার সঙ্গে বাইরে নিয়ে যাও, তারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক, যেন পৃথিবীতে ফলবান হয় ও বংশবৃদ্ধি করে।' নোয়া নিজের ছেলেদের এবং নিজের বধূ ও ছেলেদের বধূদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর নিজ নিজ জাত অনুসারে প্রত্যেক পশু, সরিসৃপ ও পাখি, স্থলভূমির সমস্ত প্রাণী জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তখন নোয়া প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, এবং সব ধরনের শুচি পশুর ও সব ধরনের শুচি পাখির মধ্য থেকে কয়েকটা নিয়ে বেদির উপরে আহুতি দিলেন। প্রভু সেই সবকিছুর সৌরভের ঘ্রাণ নিলেন; তখন প্রভু মনে মনে বললেন, 'আমি মানুষের কারণে পৃথিবীকে আর কখনও অভিশাপ দেব না, কারণ

ছেলেবেলা থেকেই মানুষের মন অধর্মে প্রবণ; আমি এবার যেমন করলাম, সকল প্রাণীকে তেমন আঘাতে আর কখনও আঘাত করব না। পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিন বীজ বোনা ও ফসল কাটা, শীত ও উত্তাপ, গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, দিন ও রাত্রি, এই সবের আর কখনও নিবৃত্তি হবে না।'

শ্লোক আদি ৮:২০,২১; ৯:১,৯

প্র নোয়া প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে আহুতি বলি দিলেন। প্রভু সেই সবকিছুর সৌরভের ঘ্রাণ নিলেন।
উ পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর ছেলেদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল।
প্র দেখ, তোমাদের ও তোমাদের ভাবী বংশের সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করছি।
উ পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর ছেলেদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল।

দ্বিতীয় পাঠ - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৯:৩**

প্রতীকগুলোরই পরিবর্তন হল, বিশ্বাসের নয়

তুমি কি ঈশ্বরকে প্রশমিত করতে ইচ্ছা কর? জেনে নাও তোমার কী করা উচিত যাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রশমিত হন। লক্ষ কর সামসঙ্গীতে আমরা কী পাঠ করি: *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও।* তাহলে তুমি কি বিনা বলিতেই থাকবে? তুমি কি কিছুই নিবেদন করবে না? কোন উৎসর্গেই কি তুমি ঈশ্বরকে প্রশমিত করবে না? তুমি কী বলেছ? *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও।* একটু এগিয়ে যাও, শোন, এবার বল: *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না।* তুমি যা যা উৎসর্গ করতে তা ফেলে দিয়ে তাই পেয়েছ যা উৎসর্গ করবে। আসলে তুমি পিতৃপুরুষদের সময়ে সেই মেষ-বলি উৎসর্গ করতে যাকে বলিদান বলা হত: *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম।* তাই তুমি তেমন বলি প্রত্যাশা করছ না, অথচ বলি চাচ্ছ। তোমার জনগণ তোমাকে বলছে, তবে আমি কীবা উৎসর্গ করব যদি তাই না উৎসর্গ করি যা একসময় উৎসর্গ করতাম? আর আসলে জনগণ একই: কেউ কেউ মরলে ও কেউ কেউ জন্ম নিলে জনগণ একই হয়ে থাকছে। প্রতীকগুলোরই পরিবর্তন হল, বিশ্বাসের নয়। যা দিয়ে একটা জিনিস চিহ্নিত করা হত, সেই চিহ্নগুলোরই পরিবর্তন হল, কিন্তু যা চিহ্নিত ছিল তার পরিবর্তন হয়নি: খ্রীষ্টের স্থানে একটা পুংমেষ, খ্রীষ্টের স্থানে একটা মেষশাবক, খ্রীষ্টের স্থানে একটা বৃষ, খ্রীষ্টের স্থানে একটা ছাগ: এসব কিছু কিন্তু খ্রীষ্টকেই লক্ষ করত। একটা পুংমেষ, কারণ পুংমেষই মেষপাল চালিত করে: এ পুংমেষকেই তখন ঝোপে পাওয়া গেল যখন পিতা আব্রাহাম পুত্রকে রেহাই দিতে তবু সেখান থেকে বলি না দিয়েই চলে না যেতে আদেশ পেয়েছিলেন: ইসায়াক খ্রীষ্টই ছিলেন, পুংমেষটাও খ্রীষ্ট ছিল। ইসায়াক নিজের জন্য কাঠ বহন করছিলেন, খ্রীষ্ট নিজ ক্রুশ ক্লান্তিভরে টেনে নিচ্ছিলেন। একটা পুংমেষ ইসায়াকের স্থান নিল, কিন্তু অন্য কোন খ্রীষ্ট খ্রীষ্টের স্থান নেননি। তবু ইসায়াকে ও সেই পুংমেষে খ্রীষ্টই চিহ্নিত ছিলেন। সেই পুংমেষের শিং কাঁটাঝোপে বদ্ধ ছিল: ইহুদীদের জিজ্ঞাসা কর, তারা কীভাবে প্রভুকে মুকুট দিল। তিনি মেষশাবক: *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!* তিনি বৃষ: চেয়ে দেখ ক্রুশের শিং দু'টো! তিনি ছাগ: তা ঘটে পাপদেহের সাদৃশ্যের কারণে। এসব কিছু ততক্ষণ আবৃত হয়ে থাকে *যতক্ষণ দিনের প্রথম বাতাস না বয় ও যত ছায়া পালিয়ে না যায়।*

সুতরাং আদিপিতারাও একই খ্রীষ্ট প্রভুকে বিশ্বাস করলেন: তিনি যে বাণী, সেই অনুসারে শুধু নয়, বরং তিনি যে *ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ খ্রীষ্টযীশু*, এই অনুসারেও। এবং প্রচার ও ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের কাছে সেই একই বিশ্বাস সম্প্রদান করে এলেন। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, যা বিষয়ে লেখা আছে: 'আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি!'*

সুতরাং যখন ধন্য দাউদ বলছিলেন, *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও*, তখন ঈশ্বরের কাছে সেই বলি দেওয়া হচ্ছিল যা এখন আর দেওয়া হয় না। ফলে তিনি

যখন গান করছিলেন তখন ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছিলেন: সেকালের বলিদান তুচ্ছ করছিলেন ও ভাবী বলিদান পূর্বদর্শন করছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *তুমি আহুতিতে প্রসন্ন নও*; যখন তুমি আহুতিতে প্রসন্ন নও, তখন কি তুমি বলিদান ছাড়াই থাকবে? কখনও না! *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না।* উৎসর্গের জন্য যা দরকার, তা তোমার আছে। একটা মেষপালের সন্ধানে যেয়ো না, কোন জাহাজও প্রস্তুত করো না সাগর পেরিয়ে দূর দেশ থেকে সুগন্ধি দ্রব্য বহন করে আনবার জন্য। তোমার নিজের হৃদয়েই তাই খোঁজ কর যা ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে পারে। হৃদয়কেই বলিদান করা দরকার। তোমার কি ভয় হয় যে ভগ্ন হয়ে হৃদয় বিনষ্ট হবে? দেখ এখানেই তুমি কী বাণী পাচ্ছ: *আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর।* অতএব, যাতে শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি হয়, অশুদ্ধটা ভগ্ন করা হোক।

শ্লোক মিখা ৬:৭,৮; হিব্রু ১০:৪

প্রঃ হাজার হাজার ভেড়ায়ই কি প্রভু প্রসন্ন হবেন?
উঃ হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে; শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।
প্রঃ কারণ ষাঁড় বা ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করবে, তা সম্ভব নয়।
উঃ হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে; শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

২য় সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৪:১-২৫

বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময়তাপ্রাপ্ত আব্রাহাম

আমাদের পূর্বপুরুষ সেই আব্রাহামের বিষয়ে কী বলব? দৈহিক সূত্রে তিনি কিবা পেলেন? কারণ তাঁকে যদি কর্মের খাতিরেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তবে গর্ব করার মত তাঁর কিছু আছে—তবু ঈশ্বরের সামনে নয়। আসলে শাস্ত্র কী বলে? *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল।* যে কাজ করে, তার মজুরি তো তার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলে নয়, প্রাপ্য বিষয়ই বলে পরিগণিত। কিন্তু যে কেউ কাজ না ক'রে বরং তাঁরই উপরে বিশ্বাস রাখে যিনি ভক্তিহীনকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন, তার এই বিশ্বাসই ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হয়। এই মর্মে দাউদও তাকে সুখী বলে ঘোষণা করেন, যার পক্ষে ঈশ্বর তার কাজের কথা বাদেই ধর্মময়তা আরোপ করেন, যথা:

সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল,
আবৃত হল যাদের পাপ।

সুখী সেই মানুষ, যার পাপ প্রভু গণ্য করেন না।

আচ্ছা, এই 'সুখী' শব্দটা কি পরিচ্ছেদিতদের বেলায় খাটে, না অপরিচ্ছেদিতদের বেলায়ও খাটে? আমরা তো বলি, আব্রাহামের পক্ষে তাঁর বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হয়েছে। তবে কোন্ অবস্থায় পরিগণিত হয়েছে? তাঁর পরিচ্ছেদিত অবস্থায় না অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়? পরিচ্ছেদিত অবস্থায় নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিতই অবস্থায়। বাস্তবিকই তিনি যে পরিচ্ছেদনের প্রতীকচিহ্ন পেয়েছিলেন, তা সেই বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তার মুদ্রাঙ্কন হিসাবেই পেয়েছিলেন, সেই যে বিশ্বাস তখনও তাঁর ছিল, যখন তিনি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় ছিলেন; উদ্দেশ্য এই, অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় যারা বিশ্বাসী, তিনি যেন তাদের সকলের পিতা হন ও তাদেরও যেন ধর্মময় বলে গণ্য করা হয়; আর একইসঙ্গে তিনি যেন পরিচ্ছেদিতদেরও পিতা হন; অর্থাৎ তাদেরও পিতা, যারা শুধুমাত্র

পরিচ্ছেদিত নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আমাদের পিতা আব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, তাঁর সেই বিশ্বাসের পদচিহ্নে চলে যারা। কারণ বিধান গুণে নয়, কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণেই আব্রাহামের বা তাঁর বংশের প্রতি জগতের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কেননা যারা বিধান অবলম্বন করে, তারাই যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে বিশ্বাস অর্থশূন্য, সেই প্রতিশ্রুতিও বৃথাই হয়ে যায়। বিধান তো ক্রোধ নামিয়ে আনে, কিন্তু যেখানে বিধান নেই, সেখানে বিধান-লঙ্ঘনও নেই। এজন্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস দ্বারা সাধিত, যেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুগ্রহ রূপেই উপস্থিত হয় এবং এর ফলে যেন সেই প্রতিশ্রুতি সমস্ত বংশের পক্ষে অটল হয়, যারা বিধান অবলম্বন করে কেবল তাদেরই পক্ষে নয়, কিন্তু যে বংশ আব্রাহামের বিশ্বাস থেকে নির্গত, তাদেরও পক্ষে অটল থাকে। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের পিতা,—যেমন লেখা আছে, আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করেছি—সেই ঈশ্বরেরই দৃষ্টিতে পিতা, যাঁর উপর তিনি বিশ্বাস রাখলেন, যিনি মৃতদের জীবন দান করেন, এবং যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।

আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন—যেমনটি তাঁকে বলা হয়েছিল: *তোমার বংশ এরূপ হবে।* আর যদিও তিনি তাঁর নিজের মৃতকল্প শরীর—তাঁর বয়স তখন প্রায় একশ' বছর!—ও সারার গর্ভকেও মৃতকল্প টের পাচ্ছিলেন, তবু বিশ্বাসে টলমান হননি। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন, তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে। এজন্যই *তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল।* 'তাঁর পক্ষে পরিগণিত হল' কথাটা যে কেবল তাঁর জন্য লেখা হয়েছে এমন নয়, কিন্তু আমাদেরও জন্য,—এই আমাদেরও পক্ষে তা পরিগণিত হবে, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই যে যীশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

শ্লোক হিব্রু ১১:১৭,১৯; রো ৪:১৭

℣ বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইসায়াককে উৎসর্গ করেছিলেন; এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন;
℟ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।
℣ তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলেন, যিনি, যা অস্তিত্ববিহীন, তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।
℟ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **৪র্থ পুস্তক ৭**

আব্রাহাম তাই বিশ্বাস করেছিলেন যা ঘটবার কথা,
আমরা তাই বিশ্বাস করি যা ঘটেছে

আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল। মোশী একথা লেখেননি আব্রাহাম যেন তা পড়তে পারেন, কেননা আব্রাহাম বহুদিন আগেই মারা গেছিলেন; তিনি বরং তা লিখলেন আমরা যেন তেমন কথা পড়ে আমাদের বিশ্বাসের জন্য উপকার পেতে পারতাম, অর্থাৎ কিনা আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারতাম যে, তিনি যেভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, আমরা ঈশ্বরে সেভাবে বিশ্বাস করলে তবে সেই বিশ্বাস আমাদেরও পক্ষে ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হবে—এই আমরা যারা *তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।* এবার এসো, অনুসন্ধান করে দেখি কেনই বা পল আব্রাহামের বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে প্রভুর পুনরুত্থানের কথা উত্থাপন করেন।

হয় তো কি আব্রাহাম তাঁকেই বিশ্বাস করলেন যিনি প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন যীশু মৃতদের মধ্য থেকে তখনও পুনরুত্থান করেননি? এজন্য আমি পলের ধারণা বুঝতে চাই, বুঝতে চাই কেনই বা তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিশ্বাসগুণে যেমন আব্রাহামের পক্ষে বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হল

তেমনি আমাদেরও পক্ষে তাই ঘটবে যারা *তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।*

যখন আব্রাহামকে আদেশ দেওয়া হল তিনি যেন তাঁর আপন একমাত্র পুত্রকে বলিরূপে উৎসর্গ করেন, তখন তিনি বিশ্বাস করলেন, ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতও করতে পারবেন; এও বিশ্বাস করলেন যে, ব্যাপারটা শুধু ইসায়াককে লক্ষ করছিল না, বরং রহস্যটির পূর্ণ সিদ্ধি তাঁর বংশধর তথা খ্রীষ্টকে নিয়েই সাধিত হবে। ফলে তিনি মনের আনন্দেই আপন একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছিলেন, কেননা এতে নিজ বংশের নিঃশেষ নয়, বরং প্রভুর পুনরুত্থান দ্বারা বিমুক্ত জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সমগ্র সৃষ্টির নবায়ন দেখতে পাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর বিষয়ে বলেন, *তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখবার প্রত্যাশায় আনন্দে মেতে উঠলেন; তা দেখলেন আর এতে আনন্দিত হলেন।* এভাবে, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করে যিনি প্রভুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাদের বিশ্বাস ও আব্রাহামের বিশ্বাসের মধ্যকার তুলনা যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, কেননা তিনি তাই বিশ্বাস করেছিলেন যা ঘটবার কথা আর আমরা তাই বিশ্বাস করি যা ঘটেছে।

শ্লোক রো ৪:২০-২১,১৮

℟ ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে আব্রাহাম কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন;
℣ তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে।
℟ আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন;
℣ তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৯:১-১৭

নোয়া ও তাঁর বংশধরদের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর ছেলেদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল। পৃথিবীর সকল জন্তু, আকাশের সকল পাখি, স্থলের সমস্ত প্রাণী ও সমুদ্রের সমস্ত মাছ তোমাদের সামনে ভীত ও সন্ত্রাসিত হোক; এসব কিছু তোমাদের হাতে সমর্পিত! যত প্রাণী চরে বেড়ায়, তা তোমাদের জন্য হবে খাদ্য; সবুজ উদ্ভিদের মত সমস্ত কিছুও আমি তোমাদের দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা প্রাণের সঙ্গে মাংস, অর্থাৎ রক্তসমেত মাংস খাবে না। এমনকি তোমাদের কাছ থেকে আমি তোমাদের রক্তের, অর্থাৎ তোমাদের প্রাণের হিসাব আদায় করব; প্রতিটি পশুর কাছ থেকেও তারই হিসাব আদায় করব; মানুষের কাছ থেকেও মানুষের প্রাণের হিসাব, তার ভাই-মানুষেরই প্রাণের হিসাব আদায় করব।

> যে কেউ মানুষের রক্ত ঝরাবে,
> মানুষ দ্বারাই তার রক্ত ঝরানো হবে;
> কেননা পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি মানুষকে নির্মাণ করেছেন।
> তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর,
> পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়,
> পৃথিবী বশীভূত কর।'

পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর পাশে তাঁর যে ছেলেরা ছিলেন, তাঁদের সকলকে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে, দেখ, তোমাদের ও তোমাদের ভাবী বংশের সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে যত প্রাণী রয়েছে—যত পাখি, গবাদি পশু ও বন্যজন্তু তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, পৃথিবীর যত প্রাণী জাহাজ থেকে বের হয়েছে—তাদের সকলের সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করছি। তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি আমি স্থিতমূল রাখব: জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে আর কখনও উচ্ছেদ করা হবে না, পৃথিবীর বিনাশের জন্য জলপ্লাবন আর কখনও দেখা দেবে না।'

পরমেশ্বর আরও বললেন, ‘এই হবে সেই সন্ধির চিহ্ন, যে সন্ধি আমি নিজের মধ্যে এবং তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গী সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সকল ভাবীযুগের জন্য স্থাপন করছি: আমি মেঘের মধ্যে আমার নিজের ধনু স্থাপন করছি, সেটিই হবে আমার মধ্যে ও পৃথিবীর মধ্যে আমার সন্ধির চিহ্ন। যখন আমি পৃথিবীর উর্দ্ধে মেঘ জমিয়ে রাখব, ও মেঘের মধ্যে সেই ধনু দেখা দেবে, তখন আমার মধ্যে এবং তোমাদের ও মর্ত-প্রাণীকুলের মধ্যে আমার যে সন্ধি আছে, তা আমি স্মরণ করব, এবং জলরাশি সকল প্রাণীর বিনাশের জন্য আর কখনও জলপ্লাবনের কারণ হবে না। ধনু মেঘের মধ্যে থাকবে আর আমি তার দিকে চেয়ে দেখব, তখন যত মর্ত-প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাদের মধ্যে ও পরমেশ্বরের মধ্যে চিরস্থায়ী যে সন্ধি, তা আমি স্মরণ করব।’

পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন, ‘এই হবে সেই সন্ধির চিহ্ন, যে সন্ধি আমি আমার মধ্যে ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে স্থাপন করেছি।’

শ্লোক ইসা ৫৪:৯,১০ দ্রঃ

℟ যেমন আমি শপথ করেছিলাম যে, নোয়ার জলরাশি পৃথিবীকে আর প্লাবিত করবে না, তেমনি এখন আমি শপথ করছি যে,
তোমার উপর আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না;
℣ আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না।
℟ পর্বতমালা সরে যাক, উপপর্বতও টলে যাক, কিন্তু আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না।
℣ আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র ১:১

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে
তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি হোক

রোমে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলী করিন্থে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলীর সমীপে, তথা যারা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আহূত ও পবিত্রীকৃত, তাদের সমীপে: যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর শতগুণে বর্ষিত হোক।

প্রিয়জনেরা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অবিরত দুর্দশা আমাদের উপর এসে পড়েছে বিধায় আমরা মনে করি, তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে তর্কাতর্কি চলছে সেদিকে মনোযোগ দিতে অধিক দেরি করেছি—সেই জঘন্য ও অপবিত্র বিভেদ যা ঈশ্বরের মনোনীতজনদের মোটেই মানায় না, সেই বিভেদ যা দুর্দন্ত ও দাম্ভিক অল্পজন লোক এমন উন্মত্ততার পর্যায়ে জ্বালিয়ে তুলেছে যে তোমাদের সেই সম্মানিত ও সুপরিচিত নাম যা সকল মানুষের ভক্তির পাত্র হবার যোগ্য কলঙ্কিত হয়েছে। কেননা কেইবা তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সদ্‌গুণ ও দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ পায়নি? কেইবা তোমাদের নম্র ও মার্জিত খ্রীষ্টভক্তির আদর্শ দেখেনি? কেইবা তোমাদের উদার আতিথ্য-বোধের গুণকীর্তন করেনি? আর কেইবা তোমাদের নিখুঁত ও নিশ্চিত ধর্মজ্ঞান ধন্য করেনি?

তোমরা তো এসব কিছু পক্ষপাত না করেই করেছ, এবং তোমাদের ধর্মনেতাদের অধীন হয়ে ও তোমাদের প্রবীণদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরের বিধি-নিয়মে এগিয়ে চলেছ। যুবকদের কাছে তোমরা মিতাচারিতা ও সততার কথা উপস্থাপন করতে; মহিলাদের কাছে তোমরা নির্দেশবাণী দিতে তারা যেন স্বামীকে যথার্থভাবে ভালবেসে অনিন্দনীয়, সৎ ও পবিত্র বিবেকের সঙ্গে সবকিছু করে; তোমরা তাদের এ শিক্ষাও দিয়েছ, তারা যেন বাধ্যতা-নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ও সততা সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে দায়িত্বশীল ভাবে ঘরের সেবাযত্ন করে যায়।

শ্লোক যেরে ৬:১৬; ৭:৩ দ্রঃ

℟ তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ; উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক’রে সেই পথে চল।
℣ তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।
℟ প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর, আর আমি তোমাদের সঙ্গে বসবাস করব;

উ তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৫:১-১১

যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা ধর্মময়তা-প্রাপ্ত মানুষ

ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাসগুণে ধর্মময় হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি; তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি। শুধু তা নয়, কিন্তু নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর এই প্রত্যাশা তো ছলনা করে না, কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। কেননা আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন। বস্তুত ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। কেননা আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত! শুধু তাই নয়: যাঁর দ্বারা পুনর্মিলন পেয়ে গেছি, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরে গর্ববোধও করে থাকি।

শ্লোক রো ৫:৮-৯

প্র ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন,
উ কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।
প্র সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত।
উ কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৩২শ বিভাগ ৯**

এসো, ঐশভালবাসায় পার হই,
ঊর্ধ্বে সেই ঐশভালবাসায় বসবাস করি

যে ভালবাসার কথা আমরা বলছি, যেহেতু তা পবিত্র আত্মার উপরে নির্ভর করে, সেজন্য শোন প্রেরিতদূত কী বলেন, *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।*

কেন প্রভু আপন পুনরুত্থানের পরেই সেই পবিত্রাত্মাকে আমাদের দান করতে চাইলেন যাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে বিধায় আমাদের মধ্যে তাঁর মহান উপকারগুলি উপস্থিত? এতে কী শিক্ষা সঞ্চিত রয়েছে? শিক্ষা এই যে, আমাদের ভালবাসা যেন আমাদের পুনরুত্থানের প্রত্যাশায়ই জ্বলে ওঠে ও সংসারের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে, আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত হয়। আমরা তো এসংসারে জন্ম নিই আবার মরি, তাই এসো, আমরা যেন এসংসারকে ভাল না বাসি; যে ভালবাসায় ঈশ্বরকে ভালবাসি, এসো, সেই ভালবাসায় পার হই, ঊর্ধ্বে সেই ঐশভালবাসায় বসবাস করি।

আমরা এখানে সবসময় থাকব না, একথা ছাড়া আমরা যেন এ প্রবাস-জীবনে অন্য বিষয় ধ্যান না করি; তবেই পুণ্যাচরণের মাধ্যমে নিজেদের জন্য সেইখানে স্থান প্রস্তুত করব যেখান থেকে কখনও চলে যেতে হবে না। বস্তুতপক্ষে, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, পুনরুত্থান করার পর আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের *আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই।*

এই যে আমাদের কী ভালবাসতে হবে! এ জীবনকালে যদি তাঁর উপরেই বিশ্বাস রাখি যিনি পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে না, তারা যা ভালবাসে, এমনকি তারা তাঁকে যত কম ভালবাসে তত বেশি যা কিছু ভালবাসে, তিনি আমাদের তেমন কিছু দেবেন না। তবে এসো, দেখি তিনি আমাদের কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: তিনি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য বা এজগতে সম্মান ও ক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দেননি; আর আসলে তোমরা তো দেখ যে এসব কিছু দুর্জনদের কাছেও দেওয়া হয় যাতে সৎমানুষ সেগুলোর উপর ভরসা না রাখে। তিনি শারীরিক সুস্থতাও দানের প্রতিশ্রুতি দেননি; তিনি নিজেই যে সুস্থতা দান করেন না এর জন্য নয়, বস্তুত তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ, তিনি তা পশুদেরও দান করেন। দীর্ঘায়ু দানেরও প্রতিশ্রুতি দেননি: কেননা দীর্ঘ এমন কি রয়েছে, একদিন যার অন্ত হবে না? আমরা যারা তাঁকে বিশ্বাস করি, তিনি দীর্ঘায়ু বা অতিবৃদ্ধ বার্ধক্য মহাদানরূপে প্রতিশ্রুত হননি—প্রকৃতপক্ষে এসব কিছু আসবার আগে সকলে তার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু এলেই অসন্তুষ্ট হয়। তিনি দৈহিক সৌন্দর্যও দানের প্রতিশ্রুতি দেননি—অসুস্থতা বা সেই আকাঙ্ক্ষিত বার্ধক্যই তেমন সৌন্দর্য নিঃশেষ করতে যথেষ্ট! মানুষ সুন্দর হতে চায়, আবার দীর্ঘায়ু হতে চায়; অথচ এ আকাঙ্ক্ষা দু'টো হাত মিলিয়ে চলতে পারে না; তুমি দীর্ঘজীবী হলে সুন্দর হবেই না, কেননা বার্ধক্য এলেই সৌন্দর্য পালিয়ে যায়; তাছাড়া সৌন্দর্যের তেজ ও বার্ধক্যের হাহাকার একসাথে থাকতে পারে না। সুতরাং যিনি বললেন, *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে,* তিনি এসব কিছু দানের প্রতিশ্রুতি আমাদের দেননি। তিনি বরং এমন অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিলেন যেখানে আমরা কিছুই ভয় করব না, যেখানে উদ্বিগ্ন হতে হবে না, যেখান থেকে চলে যেতে হবে না, যেখানে আর মৃত্যু ভোগ করতে হবে না; যেখানে মৃতের জন্য শোক করতে হবে না, বংশধরের জন্যও প্রত্যাশা রাখতে হবে না। আমরা যারা তাঁকে ভালবাসি ও পবিত্র আত্মার ভালবাসায় উজ্জ্বল, যেহেতু তিনি তেমন কিছুই আমাদের প্রতিশ্রুত হয়েছেন, সেজন্য তিনি পুনরুত্থান করার আগে সেই আত্মাকে দিতে চাইলেন না, যেন আপন দেহে সেই জীবনই দেখাতে পারেন যা এখনও আমাদের আয়ত্তে না থাকলেও তবু পুনরুত্থানের পরে যা পাবার প্রত্যাশায় আছি।

শ্লোক রো ৭:৬; ৫:৫

প্র এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি
উ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।
প্র ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে
উ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১১:১-২৬

মানবজাতি চারদিকে বিক্ষিপ্ত

সারা পৃথিবী জুড়ে একই ভাষা, একই শব্দ চলত। পুবদিকে এগিয়ে যেতে যেতে মানুষ শিনার দেশে এক সমতল জায়গা পেয়ে সেখানে বসতি করল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'এসো, আমরা ইট তৈরি করে আগুনে পোড়াই।' এভাবে ইট হল তাদের পাথর, ও আলকাতরা হল তাদের গাঁথনির মসলা। পরে তারা বলল, 'এসো, আমরা নিজেদের জন্য একটা শহর নির্মাণ করি, একটা মিনারও তৈরি করি, যার চূড়া আকাশ স্পর্শ করে; নিজেদের জন্য সুনাম অর্জন করি, পাছে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ি।' কিন্তু আদমসন্তানেরা যে শহর ও মিনার নির্মাণ করছিল, তা দেখবার জন্য প্রভু নেমে এলেন। প্রভু বললেন, 'আচ্ছা, তারা এক জাতি, তারা এক ভাষার মানুষ; এটি হল শুধু তাদের কর্মের সূত্রপাতমাত্র! এখন তারা যা কিছু করবে বলে সঙ্কল্প

করবে, তাদের পক্ষে তা অসাধ্য হবে না। এসো, আমরা নিচে গিয়ে সেই জায়গায় তাদের ভাষা এলোমেলো করে দিই, যেন তারা একে অন্যের ভাষা আর বুঝতে না পারে।' সেখান থেকে প্রভু সারা পৃথিবী জুড়েই তাদের ছড়িয়ে দিলেন, আর তারা সেই শহর-নির্মাণকাজ ছেড়ে দিল। এজন্যই সেই শহরের নাম বাবেল রাখা হল, কেননা সেখানে প্রভু সারা পৃথিবীর ভাষা এলোমেলো করে দিয়েছিলেন, এবং সেখান থেকে প্রভু সারা পৃথিবী জুড়েই তাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শেমের বংশতালিকা এই: শেম একশ' বছর বয়সে, জলপ্লাবনের দু'বছর পরে, আর্পাক্সাদের পিতা হলেন; আর্পাক্সাদের পিতা হওয়ার পর শেম পাঁচশ' বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

আর্পাক্সাদ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে শেলাহ্‌র পিতা হলেন; শেলাহ্‌র পিতা হওয়ার পর আর্পাক্সাদ চারশ' তিন বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। শেলাহ্ ত্রিশ বছর বয়সে এবেরের পিতা হলেন; এবেরের পিতা হওয়ার পর শেলাহ্ চারশ' তিন বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

এবের চৌত্রিশ বছর বয়সে পেলেগের পিতা হলেন; পেলেগের পিতা হওয়ার পর এবের চারশ' ত্রিশ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

পেলেগ ত্রিশ বছর বয়সে রেউয়ের পিতা হলেন; রেউয়ের পিতা হওয়ার পর পেলেগ দু'শো নয় বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

রেউ বত্রিশ বছর বয়সে সেরুগের পিতা হলেন; সেরুগের পিতা হওয়ার পর রেউ দু'শো সাত বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

সেরুগ ত্রিশ বছর বয়সে নাহোরের পিতা হলেন; নাহোরের পিতা হওয়ার পর সেরুগ দু'শো বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

নাহোর ঊনত্রিশ বছর বয়সে তেরাহ্‌র পিতা হলেন; তেরাহ্‌র পিতা হওয়ার পর নাহোর একশ' উনিশ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

তেরাহ্ সত্তর বছর বয়সে আব্রাম, নাহোর ও হারানের পিতা হলেন।

শ্লোক ইসা ৬৬:১৮; মার্ক ১৩:২৭ দ্রঃ

প্‌ আমি সকল দেশ ও সকল ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করতে আসছি;
উ তারা এসে আমার গৌরব দর্শন করবে।
প্‌ আমি সেসময় আমার দূতদের প্রেরণ করব, আর তারা চারদিক থেকে আমার মনোনীতদের জড় করবে;
উ তারা এসে আমার গৌরব দর্শন করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র **২-৩**

দিনরাত সমগ্র ভ্রাতৃত্বের কথা ভাব

তোমরা সকলে ছিলে নম্রহৃদয়, অসার দম্ভ থেকে মুক্ত; কোন দাবি না রেখে তোমরা বরং বাধ্যই ছিলে; পাবার চেয়ে দিতেই অধিক ইচ্ছুক ছিলে। তোমরা খ্রীষ্টের ব্যবস্থা নিয়ে খুশিই ছিলে, তাঁর বাণীর প্রতি মনোযোগী হয়ে নিজেদের অন্তরে তা গেঁথে রাখছিলে, ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা সবসময় তোমাদের চোখের সামনে ছিল। তাই সকলকে গভীর ও উদার শান্তি দেওয়া হচ্ছিল, ভালোর জন্য তোমাদের অতৃপ্তিময় আকাঙ্ক্ষা ছিল, ও সকলের উপর পবিত্র আত্মা পূর্ণ মাত্রায় সঞ্চারিত ছিলেন। তোমরা পুণ্য সঙ্কল্পে পূর্ণ ছিলে, ও ভক্তিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে ভালোর বাসনায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি হাত প্রসারিত করছিলে, তাঁকে অনুরোধ করছিলে তোমরা অনিচ্ছাকৃত পাপ করলেও তিনি যেন তোমাদের প্রতি করুণাময় হন। তোমরা দিনরাত সমগ্র ভ্রাতৃত্বের জন্য ব্যস্ত ছিলে, যাতে তাঁর মনোনীতদের সংখ্যা দয়া ও করুণার খাতিরে পরিত্রাণ পেতে পারে। তোমরা সরল সোজা ছিলে, পরস্পরের প্রতি তোমাদের কোন কুচিন্তা ছিলই না। যত বিভেদ ও বিচ্ছেদ তোমাদের কাছে জঘন্যই ছিল; প্রতিবেশীর ত্রুটিতে তোমরা শোক করছিলে, তাদের ভুল নিজেরই বলে মনে করছিলে। *সৎকর্মের জন্য নিত্যই প্রস্তুত হয়ে* তোমাদের যে কোন প্রকার সৎকাজ করার জন্য কখনও দুঃখ করতে হয়নি। পুণ্য ও

মর্যাদাপূর্ণ নাগরিকতায় সুসজ্জিত হয়ে তোমরা ঈশ্বরভয়ে সবকিছু করছিলে; প্রভুর আজ্ঞা ও বিধি সকল তোমাদের হৃদয়-ফলকেই লিপিবদ্ধ ছিল।

তোমাদের যত গৌরব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দেওয়া হয়েছিল, অথচ যা লেখা আছে তা এবার পূর্ণতা লাভ করেছে: *আমার প্রিয়জন পান-আহার করে স্ফীত হল, মোটা-সোটা হয়ে লাথি মারল।* এ থেকেই উৎপন্ন হল ঈর্ষা ও হিংসা, বিবাদ ও বিভেদ, নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলা, সংগ্রাম ও বন্দিদশা। এভাবে নিকৃষ্টরা সম্মাননীয়দের বিরুদ্ধে, অযোগ্যরা যোগ্যদের বিরুদ্ধে, নির্বোধেরা বুদ্ধিমানদের বিরুদ্ধে, ও যুবকেরা প্রবীণদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। এজন্য ধর্মময়তা ও শান্তি দূরে সরে গেল, কেননা এক একজন ঈশ্বরভয় ছেড়ে দিয়েছে, ঈশ্বরবিশ্বাসে দুর্বল হয়েছে, তাঁর আদিষ্ট পথে চলে না, ও খ্রীষ্টীয় নাগরিকতার যোগ্য আচরণ করে না, বরং যে হিংসা দ্বারা মৃত্যুও এজগতে প্রবেশ করেছিল, তেমন অধর্মময় ও ভক্তিহীন হিংসা পুনরায় জাগরিত করে এক একজন নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কামনা অনুসারেই চলছে।

শ্লোক ১ পি ১:২২; ৩:৮

প্ সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে
উ তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস।
প্ তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত;
উ তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৫:১২-২১

প্রাচীন ও নব আদম

যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে। বাস্তবিকই বিধানের আগেও পাপ জগতে উপস্থিত ছিল; এবং বিধান না থাকলে যদিও পাপ গণ্য করা না যায়, কিন্তু তবুও আদম থেকে মোশী পর্যন্ত মৃত্যু তাদের উপরেও রাজত্ব করল, যারা আদমের আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি; আদম তাঁরই পূর্বচ্ছবি, যাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু পতন যেমন, অনুগ্রহদানও তেমন—এমন তুলনা চলেই না! কেননা সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন বহুজন মৃত্যু ভোগ করল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সেই একজনমাত্র মানুষের—যীশুখ্রীষ্টেরই—অনুগ্রহে দেওয়া দান বহুজনেরই প্রতি আরও বেশি উপচে পড়ল। আরও, সেই একজনের অপরাধ ও সেই দানের মধ্যেও তুলনা নেই; কেননা একটামাত্র অপরাধের ফলে বিচার দণ্ডাজ্ঞা এনে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বহু অপরাধের ফলে অনুগ্রহদান ধর্মময়তা-লাভ এনে দিয়েছে। কারণ সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন সেই একজন দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই আর একজন দ্বারা—যীশুখ্রীষ্টই দ্বারা—যারা অনুগ্রহের ও ধর্মময়তা-দানের প্রাচুর্য পায়, তারা যে জীবনে রাজত্ব করবে, তা আরও কতই না নিশ্চিত। এক কথায়, যেমন একজনের অপরাধ সকল মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে। কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে। আর যখন বিধান এসে উপস্থিত হল, তখন পাপ বৃদ্ধি পেল; কিন্তু যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল, যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে—আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।

শ্লোক রো ৫:২০,২১,১৯

℣ যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল,
℟ যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে।
℣ যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে,
℟ যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৬১:৪-৬**

খ্রীষ্ট বাধ্যতা ধারণ করলেন
যেন আমাদের অন্তরে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন

আমাদের মাংস বিশুদ্ধ করার জন্য যখন খ্রীষ্ট তা ধারণ করতে উদ্যত হলেন, তখন প্রাচীন পাপ ছাড়া তাঁকে প্রথমে কীবা বাতিল করতে হল? কেননা যেহেতু পাপ অবাধ্যতা ও ঈশ্বরের একটি আদেশ-লঙ্ঘনের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করেছিল, সেজন্য ভুলভ্রান্তির বীজ বের করার জন্য তাঁকে সর্বপ্রথমে বাধ্যতাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হল। প্রকৃতপক্ষে সে বীজ থেকেই পাপের তেজ উৎপন্ন হয়েছিল; সুতরাং উত্তম চিকিৎসকরূপে তাঁকে প্রথমে অসুস্থতার মূল উচ্ছেদ করতে হল যেন ঘায়ের পাশ দু'টো চিকিৎসার উপকারিতা টের পেতে পারে। আসলে তুমি বৃথাই ঘায়ের দাগ চিকিৎসা করবে, যদি ভিতরে কলুষটা জেগে থাকে; এমনকি, ভিতরে পুঁজ গেঁজে থাকতেই বাইরে বন্ধ হলে ঘা আরও জ্বালাতন করবে। তাই পাপ ক্ষমা করলেও পাপের ফল যদি থেকে যেত, তাতে কী উপকার হত? তেমন কাজ ঘায়ের দাগ সারিয়ে তোলা নয়, কেবল বন্ধই করা।

সেজন্য তিনি পাপের প্রবণতা সারাবার জন্য ঘা বিশুদ্ধ করতে চাইলেন, যেন অবাধ্যতার লেশমাত্রও না থাকে। তিনি নিজে বাধ্যতা ধারণ করলেন, যেন আমাদের অন্তরে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। আর তা প্রয়োজনই ছিল, *কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে।*

এতে তাদেরই ভুল স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, যারা বলে খ্রীষ্ট মানবদেহের প্রবণতা ছাড়াই মানবদেহ ধারণ করলেন; আর যারা খ্রীষ্ট-মানুষ থেকে মানবতা বাতিল করে, তারা স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সঙ্কল্পের বিরুদ্ধেই যায়, কেননা মানব প্রবণতা ছাড়া মানুষ থাকতে পারেই না। প্রবণতা বিহীন মানুষ পুরস্কার কি দণ্ডের যোগ্য হতই না। সুতরাং ভুলভ্রান্তির উৎস ও ঠিক যেন প্রবাহমান অপরাধের দরজাই বন্ধ করার জন্য, পাপ যা থেকে উৎপন্ন ছিল, খ্রীষ্টকে তা-ই ধারণ করতে ও সারিয়ে তুলতে হল। যাঁর মাংস দেখতে পারি না, অথচ যাঁর দুর্বলতার কথা পড়ি, আমি আজ কোন্ ভিত্তিতেই বা সেই প্রভু যীশুকে মানুষ বলে জানতে পারতাম, তিনি যদি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, শোকাচ্ছন্ন না হতেন, এমন কি তিনি যদি না বলতেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন?* অথচ যিনি ঐশকাজগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের উর্ধ্বে বিবেচিত, তিনি ঠিক এসব কিছুর মধ্য দিয়েই মানুষ বলে পরিচিত। এবং ঈশ্বর হয়েও তিনি নিজেই এমনভাবে নিজেকে মানুষ বলে স্বীকৃত হতে চাচ্ছিলেন যে, নিজেকে মানুষ বললেন: *তোমরা কেন সত্যবাদী মানুষ এই আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ?* অতএব তিনি এক ও অবিচ্ছেদ্য বলে স্বীকার্য, তিনি ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতায় নয়, কেবল কাজগুলোর পার্থক্যের দিক থেকেই পৃথক। যিনি পিতা থেকে আগত, তিনি, মারীয়া থেকে যিনি আগত তাঁ থেকে যে ভিন্ন এমন নয়, বরং যিনি পিতা থেকে আগত ছিলেন, তিনি মারীয়া থেকে মাংস ধারণ করলেন: তিনি মাতা থেকে মানব প্রবণতা ধারণ করলেন যেন নিজেই আমাদের দুর্বলতা বরণ করতে পারেন।

এভাবে তিনি মানুষরূপে অসুস্থতার অধীন হলেন, মানুষরূপে দুঃখ ভোগ করলেন; আর আমরা তাঁকে যন্ত্রণায় আক্রান্ত মানুষরূপেই দেখলাম: তিনি কিন্তু এসব কিছু দ্বারা পরাজিত নন, বরং এসব কিছুর উপরে তিনিই বিজয়ী! তিনি তো নিজের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য দুঃখ ভোগ করলেন; নিজের পাপের জন্য নয়,

আমাদেরই পাপের জন্য অসুস্থতা বরণ করলেন, যেন নিজের যন্ত্রণায় আমাদেরই সারিয়ে তুলতে পারেন। সুতরাং আমাদের পাপের বোঝা বহন করার জন্যই তিনি আমাদের পাপ ধারণ করলেন; আবার আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করার জন্যই তা ধারণ করলেন; আর এজন্য *তিনি উত্তরাধিকার রূপে বহু মানুষকে পাবেন, ও বহু মানুষের লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নেবেন।* অতএব তিনি যা বহন করেন, ক্ষমাই তার উদ্দেশ্য; যা ভোগ করেন, সংস্কারই তার লক্ষ্য; তাই তিনি আমাদের যন্ত্রণা আপন করলেন, আমাদের অধীনতাও আপন করলেন। তিনি যে সবকিছু নিজের অধীন করলেন, তা তাঁর নিজের ঈশ্বরত্বের অধিকার; তিনি যে নিজেকে অধীন করলেন, তা আমাদের মানবতার চিহ্ন।

শ্লোক ১ পি ২:২১; মথি ৮:১৭

প্‌ খ্রীষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে
উ‌ তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
প্‌ তিনি আমাদের যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি;
উ‌ তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১২:১-৯; ১৩:২-১৮

আব্রাহামকে আহ্বান ও আশীর্বাদ

প্রভু আব্রামকে বললেন,

'তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও,
সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব।
আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব,
তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব;
তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ!
যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব;
যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে অভিশাপ দেব;
এবং পৃথিবীর সকল গোত্র
তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।'

তখন আব্রাম প্রভুর সেই বাণী অনুসারে রওনা হলেন, এবং লোটও তাঁর সঙ্গে গেলেন। আব্রাম যখন হারান ছেড়ে চলে যান, তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। আব্রাম নিজের স্ত্রী সারাইকে ও ভাইপো লোটকে এবং হারানে সঞ্চয় করা তাঁদের সমস্ত ধনসম্পদ ও পাওয়া সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে কানান দেশের দিকে রওনা হলেন, আর কানান দেশে গিয়ে পৌঁছলেন।

আব্রাম সেই দেশের মধ্য দিয়ে সিখেম স্থান পর্যন্ত, মোরের ওক্ গাছের কাছে গেলেন। সেসময়ে সেই দেশে কানানীয়েরাই ছিল। আব্রামকে দেখা দিয়ে প্রভু তাঁকে বললেন, 'আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব।' তখন আব্রাম সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, যিনি তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বেথেলের পুব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে তাঁবু খাটালেন—এর পশ্চিমে ছিল বেথেল, ও পুবে ছিল আই। তিনি সেখানে প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও প্রভুর নাম করলেন। পরে আব্রাম নানা জায়গা হয়ে নেগেবের দিকে এগিয়ে চললেন।

আব্রাম খুবই ধনী ছিলেন: তাঁর যথেষ্ট গবাদি পশু ও সোনা-রুপো ছিল। নানা জায়গা হয়ে তিনি নেগেব থেকে বেথেলের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে, বেথেল ও আইয়ের মাঝখানে যেখানে আগে তাঁর তাঁবু ফেলানো ছিল, সেই স্থানেই, তাঁর আগেকার গাঁথা যজ্ঞবেদির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন; সেখানে আব্রাম প্রভুর নাম করলেন। কিন্তু সেই লোটও, যিনি আব্রামের সঙ্গে যাত্রা করছিলেন, তাঁরও অনেক অনেক মেষ-ছাগ, গবাদি পশু ও তাঁবু

ছিল, আর সেই অঞ্চলে পাশাপাশি হয়ে বসতি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি থাকায় তাঁরা একসঙ্গে বাস করতে পারছিলেন না। একারণে আব্রামের রাখালদের ও লোটের রাখালদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। (সেসময়ে সেই দেশে কানানীয়েরা ও পেরিজীয়েরা বসবাস করছিল।) আব্রাম লোটকে বললেন, 'আমার অনুরোধ, তোমার ও আমার মধ্যে, ও তোমার রাখালদের ও আমার রাখালদের মধ্যে যেন কোন ঝগড়া না হয়, আমরা তো জ্ঞাতি! তোমার সামনে কি সারা দেশ পড়ে আছে না? তাই আমা থেকে বিপরীত জায়গায়ই যাও: তুমি বাঁ দিকে গেলে আমি ডান দিকে যাব, তুমি ডান দিকে গেলে আমি বাঁ দিকে যাব।'

তখন লোট চোখ তুলে দেখলেন, যর্দনের গোটা সমভূমি-অঞ্চলটা সবই জলসিক্ত, (প্রভু তখনও সদোম ও গমোরা ধ্বংস করেননি); তা ছিল প্রভুর উদ্যানের মত, মিশর দেশের মত; তা জোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই লোট নিজের জন্য যর্দনের গোটা অঞ্চলটা বেছে নিয়ে পুবদিকে রওনা হলেন; এইভাবে তাঁরা আলাদা হলেন। আব্রাম কানান দেশে বসতি করলেন, এবং লোট সমভূমি-অঞ্চলের শহরগুলিতে বসতি করে সদোমের কাছাকাছি পর্যন্ত তাঁবু খাটাতে লাগলেন। বাস্তবিকই সদোমের লোকেরা খারাপ ছিল, প্রভুর বিরুদ্ধে বড়ই পাপী ছিল।

আব্রামের কাছ থেকে লোট আলাদা হওয়ার পর প্রভু আব্রামকে বললেন, 'চোখ তুলে এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান থেকে উত্তর দক্ষিণ ও পুব পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখ, কেননা এই যে সমস্ত অঞ্চল তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা আমি তোমাকে ও চিরকাল ধরে তোমার বংশকে দেব। আমি তোমার বংশকে পৃথিবীর ধূলিকণার মত করে তুলব—কেউ যদি পৃথিবীর ধূলিকণা গুনতে পারে, সে তোমার বংশধরদেরও গুনতে পারবে! ওঠ, দেশটির চারদিকেই ঘুরে এসো, কেননা আমি তা তোমাকেই দেব।' তাই আব্রাম তাঁবুগুলি তুলে মাম্রের ওক্‌ কুঞ্জে গিয়ে বসতি করলেন, (এই মাম্রে হেব্রোনে অবস্থিত), এবং সেখানে প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন।

শ্লোক হিব্রু ১১:৮; ইসা ৫১:২ দ্রঃ

℣ বিশ্বাসে আব্রাহাম, যখন আহূত হলেন, তখন বাধ্যতা দেখিয়ে সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল,
℟ এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে তিনি রওনা হলেন।
℣ তোমাদের পিতা আব্রাহাম ও তোমাদের জননী সারার কথা বিবেচনা করে দেখ; কেননা আমি তাঁকে ডেকেছিলাম,
℟ এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে তিনি রওনা হলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র **৪:৭–৫**

এসো, পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের আদর্শ চোখের সামনে তুলে ধরি

ভাই, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে ঈর্ষা ও হিংসা ভ্রাতৃহত্যা জন্মাল। ঈর্ষার কারণে আমাদের পিতা যাকোব নিজ ভাই এসৌয়ের সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। ঈর্ষার জন্য যোসেফ মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতিত হলেন ও দাসত্বের হাতে এসে পড়লেন। *কে তোমাকে আমাদের উপরে নেতা ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছ, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?* নিজ বংশের মানুষের তেমন ঈর্ষার কথা শুনে মোশী মিশররাজ ফারাওর সামনে থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। ঈর্ষার ফলে আরোন ও মারীয়াকে শিবিরের বাইরে বসে থাকতে হল। ঈশ্বরের দাস মোশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বিধায় ঈর্ষাই দাথান ও আবিরামকে জীয়ন্তই পাতালে নিয়ে গেল। ঈর্ষার জন্যই দাউদ বিদেশীদের ঘৃণা শুধু নয়, ইস্রায়েলের রাজা সৌলের হাতে নির্যাতনও ভোগ করলেন।

কিন্তু এসো, প্রাচীনকালের দৃষ্টান্ত ছেড়ে আমাদের কাছাকাছি বীরপুরুষদের দৃষ্টান্তের কথায় আসি; এসো, আমাদের নিজ যুগের যোগ্যতম দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরি। ঈর্ষা ও হিংসার জন্যই মণ্ডলীর সর্বোত্তম ও সর্বন্যায়বান স্তম্ভগুলি নির্যাতিত হলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করলেন। এসো, পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের কথা চোখের সামনে তুলে ধরি: অধর্মময় ঈর্ষার কারণে পিতর দু' একটা শুধু নয়, বহু পরীক্ষাই সহ্য করলেন, আর এভাবে সাক্ষ্যমরণ বরণ করে তাঁর যোগ্য গৌরবময় স্থানে পৌঁছলেন। পরের ঈর্ষা ও বিভেদের কারণে পল

সহিষ্ণুতার আদর্শ দিলেন: তাঁকে সাত বার শেকলাবদ্ধ হতে হল, পলাতক হতে হল, তাঁকে পাথর ছুড়ে মারা হল, আর এভাবে পুব-পশ্চিমে প্রচারক হয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য সুনাম অর্জন করলেন। তিনি সারা জগতে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলেন, ও পাশ্চাত্য দেশের প্রান্তসীমায় গিয়ে শাসনকর্তাদের সামনে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন; এভাবে সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম আদর্শ হয়ে উঠে তিনি এজগৎ ছেড়ে পবিত্রধামে পৌঁছলেন।

শ্লোক ২ করি ৪:১১; ১ করি ৪:৯

℟ আমরা জীবিত হয়েও যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,
℣ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।
℟ আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি,
℣ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৬:১-১১

দীক্ষাস্নান—খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যু ও জীবন

ভ্রাতৃগণ, তবে কী বলব? অনুগ্রহ যেন বৃদ্ধি পায় এজন্য কি পাপে থাকব? দূরের কথা! আমরা তো পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব? অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। কেননা আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে। আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি। কেননা যার মৃত্যু হয়েছে, সে পাপ থেকে [মুক্ত হয়ে] ধর্মময়তা-প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রীষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

শ্লোক রো ৬:৪; গা ৩:২৭

℟ মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,
℣ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।
℟ আমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছি,
℣ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

আমরা যদি বিশ্বাস করি, খ্রীষ্ট আমাদের ধর্মময়তার জন্য পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে কি করে আমরা অধর্ম ভালবাসতে পারি?

এসো, ভেবে দেখি কেন খ্রীষ্ট বিষয়ে বহু নাম থাকা সত্ত্বেও—তিনি তো প্রজ্ঞা, শক্তি, ধর্মময়তা, বাণী, সত্য ও জীবন বলেই অভিহিত—তবু প্রেরিতদূত আমাদের বিশ্বাস সমর্থনের জন্য তাঁর পুনরুত্থানের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রেরিতদূত নিজে অন্যত্র বলেন যে, *ঈশ্বর খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।* তাই তিনি এ চেতনাই দিতে অভিপ্রেত হচ্ছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাস কর খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরাও তাঁর সঙ্গে সেইমত পুনরুত্থান করেছ; আর যদি বিশ্বাস কর, তিনি স্বর্গধামে পিতার ডান পাশে সমাসীন, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরাও পার্থিব প্রাণীদের মধ্যে নয়, স্বর্গীয় প্রাণীদের মধ্যেই অধিষ্ঠিত হয়েছ; আর যদি তোমরা বিশ্বাস কর, খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরা তাঁর সঙ্গে জীবিত থাকবে; আর যদি বিশ্বাস কর, খ্রীষ্ট পাপের কাছে মৃত ও ঈশ্বরের কাছে জীবিত, তাহলে তোমরাও পাপের কাছে মৃত হও ও ঈশ্বরের কাছে জীবিত থাক। উপরন্তু তিনি প্রৈরিতিক অধিকার সূত্রে এ চেতনা দিয়ে বলেন, *তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়।* যে কেউ তাই করে, সে যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলে প্রমাণ করে, এবং তার বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হবে। অপরদিকে যার অন্তরে অধর্মের কিছু থাকে, সে যদিও তাঁকে বিশ্বাস করে যিনি প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবু সে ধর্মময় বলে পরিগণিত হতে পারবে না, কেননা যেমন অন্ধকারের সঙ্গে আলো বা মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ধর্মময়তার সঙ্গে অধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। ফলে যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, তারাও যদি তাদের পুরানো মানুষকে তার অধর্ম সহ ত্যাগ না করে, তাদের বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য হতে পারবে না।

একই প্রকারে, যেমন অধার্মিকের পক্ষে ধর্মময়তা আরোপিত হতে পারে না, তেমনি দুশ্চরিত্রের পক্ষে শুচিতা, অপকর্মার পক্ষে ন্যায্যতা, কৃপণের পক্ষে দানশীলতা, দুর্জনের পক্ষে দয়া আরোপিত হতে পারে না যতক্ষণ না তারা রিপুর পুরানো পোশাক ফেলে দিয়ে *সেই নবমানুষকে পরিধান করে, যে মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়ে নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে।* এজন্য প্রভু যীশুর কথা তুলে ধরে তিনি এ কথাও বলেন: *যীশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,* যেন আমরা শিখতে পারি যে যা কিছু তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তা আমাদের ঘৃণা ও ত্যাগ করা দরকার।

কেননা আমরা যদি সত্যি বিশ্বাস করি, তাঁকে আমাদের পাপের জন্যই মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমরা কী করে সেই সকল পাপকে বিপক্ষীয় ও বিরোধী বলে গণ্য করব না? কেননা আমরা জানি, সেই পাপের কারণেই আমাদের মুক্তিসাধককে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যদি এখনও পাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব থাকে, এবং তিনি সংগ্রাম করে যা পরাভূত করেছেন, তা আমরা যদি আঁকড়ে ধরি ও অনুসরণ করি, তাহলে আমরা স্পষ্টই দেখাই, আমাদের কাছে খ্রীষ্টের মৃত্যুর কোন মূল্য নেই।

একথা যদি বিশ্বাস করি, তাহলে যার কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, আমি কি করে তা ভালবাসতে পারি? যদি বিশ্বাস করি, তিনি আমার ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে কি করে আমি অধর্ম পছন্দ করতে পারি? সুতরাং খ্রীষ্ট কেবল তাদেরই ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেন, যারা অধর্ম ও অপকর্মের পুরাতন পোশাককে মৃত্যুর কারণ বলে ফেলে দিয়ে তাঁর পুনরুত্থানের আদর্শে নবজীবন পরিধান করেছে।

শ্লোক ২ করি ৫:১৫; রো ৪:২৫

প্র খ্রীষ্ট সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,
উ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।
প্র যীশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।
উ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১৪:১-২৪

মেল্কিসেদেক বিজয়ী আব্রামকে আশীর্বাদ করেন

শিনারের আম্রাফেল রাজা, এল্লাসের আরিওক রাজা, এলামের কেদর্লায়োমের রাজা এবং গোয়িমের তিদাল রাজার আমলে এই রাজারা সদোমের রাজা বেরা, গমোরার রাজা বির্শা, আদ্মার রাজা শিনাব, জেবোইমের রাজা শেমেবের ও বেলার অর্থাৎ জোয়ারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। এঁরা সকলে শিদ্দিম নিম্নভূমিতে অর্থাৎ লবণসমুদ্রে একত্র হলেন। এঁরা বারো বছর ধরে কেদর্লায়োমেরের জোয়ালের অধীনে থেকে এই ত্রয়োদশ বর্ষে বিদ্রোহ করেন। চতুর্দশ বর্ষে কেদর্লায়োমের ও তাঁর মিত্র রাজারা এসে আস্তারোৎ-কার্নাইমে রেফাইমদের, হামে জুজীমদের, শাবে-কিরিয়াতাইমে এমীমদের ও প্রান্তরের কাছাকাছি সেই এল্-পারান পর্যন্ত সেইর পার্বত্য অঞ্চলে সেখানকার হোরীয়দের পরাভূত করলেন। সেখান থেকে ফিরে এন-মিস্পাতে অর্থাৎ কাদেশে গিয়ে আমালেকীয়দের সমস্ত দেশ ও হাৎসাসন-তামার নিবাসী আমোরীয়দের পরাভূত করলেন। তখন সদোমের রাজা, গমোরার রাজা, আদ্মার রাজা, জেবোইমের রাজা ও বেলার রাজা অর্থাৎ জোয়ারের রাজা বেরিয়ে পড়ে এলামের কেদর্লায়োমের রাজার, গোয়িমের তিদাল রাজার, শিনারের আম্রাফেল রাজার ও এল্লাসের আরিওক রাজার বিরুদ্ধে—পাঁচজন রাজা চারজন রাজার বিরুদ্ধে—যুদ্ধের জন্য শিদ্দিম নিম্নভূমিতে সৈন্যদের শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিন্যস্ত করলেন। এই শিদ্দিম নিম্নভূমিতে আলকাতরার অনেক খাত ছিল; আর সদোম ও গমোরার রাজারা পালাতে পালাতে কেউ কেউ সেই খাতগুলোর মধ্যে পড়ে গেলেন এবং বাকি রাজারা পর্বতে পালিয়ে গেলেন। শত্রুরা সদোম ও গমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও খাদ্য দ্রব্য লুট করে চলে গেলেন। তাঁরা আব্রামের ভাইপো লোটকে ও তাঁর সম্পত্তিও নিয়ে গেলেন; তিনি সেই সদোমেই বাস করছিলেন।

হিব্রু আব্রামকে একজন পলাতক খবর দিল; সেসময়ে তিনি এস্কোলের ভাই ও আনেরের ভাই সেই আমোরীয় মাম্রের ওক্ কুঞ্জে বাস করছিলেন, এবং তাঁরা আব্রামের মিত্র ছিলেন। যখন আব্রাম শুনলেন, তাঁর ভাইপোকে বন্দি করা হয়েছে, তখন তিনি তাঁর গৃহজাত দাসদের মধ্য থেকে তিনশ' আঠারজন রণনিপুণ লোক জড় করে দান পর্যন্ত তাঁদের পিছনে ধাওয়া করলেন। রাত্রিকালে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং তিনি ও তাঁর সেই লোকেরা তাদের পরাভূত করে দামাস্কাসের উত্তরে সেই হোবা পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করে চললেন। এভাবে তিনি সমস্ত সম্পত্তি, আর তঁার ভাইপো লোট ও তঁার সম্পত্তি এবং সকল স্ত্রীলোক ও লোকজনকে পুনরুদ্ধার করলেন।

আব্রাম কেদর্লায়োমের ও তাঁর সঙ্গী রাজাদের পরাজিত করে ফিরে আসার পর সদোমের রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শাবে উপত্যকায় (অর্থাৎ রাজার উপত্যকায়) গেলেন। সেই সময়ে সালেম-রাজ মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন: তিনি ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক। তিনি এই বলে আব্রামকে আশীর্বাদ করলেন:

'আব্রাম স্বর্গমর্তের জনক পরাৎপর ঈশ্বর দ্বারা আশিসধন্য হোন!
আর ধন্য সেই পরাৎপর ঈশ্বর,
যিনি তোমার শত্রুদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন!'

আর আব্রাম সমস্ত কিছুর দশমাংশ তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

সদোমের রাজা আব্রামকে বললেন, ‘সকল লোকজনকে আমাকে দিন, সম্পত্তি নিজের জন্য নিয়ে যান।’ কিন্তু আব্রাম সদোমের রাজাকে উত্তরে বললেন, ‘স্বর্গমর্তের জনক পরাৎপর ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশে হাত তুলে আমি বলছি, আমি কিছুই নেব না, এক গাছি সুতোও নয়, পাদুকার এক বন্ধনীও নয়, পাছে আপনি বলেন, আমি আব্রামকে ধনবান করেছি। না, নিজের জন্য কিছুই নেব না, কেবল তাই নেব, যোদ্ধারা যা খেয়েছে; আর যাঁরা আমার সঙ্গে এসেছেন, সেই এস্কোল, আনের ও মাম্রে, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের প্রাপ্য নিন।’

শ্লোক হিব্রু ৫:৫-৬; ৭:২০-২১ দ্রঃ

প্‌ খ্রীষ্ট মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁকে বললেন,
উ‌ তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।
প্‌ অন্যরা বিনা শপথে যাজক হচ্ছিল; কিন্তু খ্রীষ্ট শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি
তাঁকে বললেন,
উ‌ তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র **৬-৮**

যারা তাঁর কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক
যুগের পর যুগ প্রভু তাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দান করলেন

[উল্লিখিত] এই যে সকল মানুষ পুণ্য জীবন যাপন করলেন, তাঁদের সঙ্গে মনোনীতদের এক বিরাট দল যোগ করা হয়েছে যারা ঈর্ষার কারণে বহু ও তীব্র নিপীড়ন ভোগ করে আমাদের কাছে সহিষ্ণুতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রেখে গেলেন। ঈর্ষার জন্য আমাদের নারীরা সেই দানাইদীয় ও দির্সীয় নারীদের মত হিংস্র ও জঘন্য পীড়ন সহ্য করে নির্যাতিত হল; দেহে দুর্বল হয়েও তারা বিশ্বাসের দৌড় দৃঢ়তার সঙ্গে দৌড়ল ও উৎকৃষ্ট পুরস্কার লাভ করল। ঈর্ষা স্বামী থেকে স্ত্রীদের দূর করে দিল ও আমাদের পিতা আব্রাহামের সেই উক্তি অর্থশূন্য করে দিল যা অনুসারে *এ আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস।* ঈর্ষা ও বিভেদ মহা মহা নগর ধ্বংস করে দিল ও মহা মহা জাতি উৎপাটন করল।

প্রিয়জনেরা, আমরা এসব কিছু লিখছি শুধু তোমাদেরই চেতনা দেবার জন্য নয়, বরং আমাদের নিজেদেরও জন্য, কেননা আমরা একই লড়াইক্ষেত্রে রয়েছি, ও একই লড়াই আমাদের সামনে উপস্থিত। সেজন্য এসো, যত অসার ও নিরর্থক চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ পরম্পরাগত শিক্ষার কাছে এগিয়ে আসি: এসো, ভেবে দেখি আমাদের নির্মাতার দৃষ্টিতে ভাল, গ্রহণীয় ও সন্তোষজনক বলে কী কী আছে। এসো, খ্রীষ্টের রক্তে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও জেনে নিই সেই রক্ত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে কতই না মূল্যবান, কারণ আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তা পাতিত হয়েছে ও সমগ্র জগতের কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে।

এসো, সমস্ত যুগের কথা ভাবি, তখন দেখতে পারব যে, যারা তাঁর দিকে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যুগের পর যুগ মহাপ্রভু তাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দান করেছেন। নোয়া মনপরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন, আর যারা বাধ্য হল তারা পরিত্রাণ পেল। যোনা নিনিভে-নিবাসীদের কাছে সর্বনাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তারা কিন্তু নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করল ও পরিত্রাণ লাভ করল—অথচ তারা তাঁর কাছে বিধর্মীই ছিল!

ঐশঅনুগ্রহের নানা সেবক পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন, এমনকি নিখিলের মহাপ্রভু নিজেও দিব্যি দিয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন: *আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি পাপীর মৃত্যু নয়, তার মনপরিবর্তন চাই;* তাছাড়া তিনি এ মমতাপূর্ণ বাণীও দিলেন, *হে ইস্রায়েলকুল, মনপরিবর্তন করে অনাচার ত্যাগ কর; আমার জাতির সন্তানদের কাছে তুমি একথা বল: তোমাদের পাপ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্তও প্রসারিত হলেও, সিঁদুরের চেয়েও লাল হলেও ও ছাগের লোমের চেয়েও কালো হলেও, তবু তোমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার দিকে ফের, যদি বল, ‘পিতা,’ তবে আমি*

পবিত্র জাতিই যেন তোমাদের প্রার্থনা কান পেতে শুনব। অন্যত্র তিনি এভাবে কথা বলেন: *তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও; অনাচার ত্যাগ কর; সদাচরণ করতে শেখ: ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারিতের সহায়তা কর; এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—সিঁদুরে লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে; রক্ত-লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত। তোমরা বাধ্য হলে ও শুনলে, তবে মাটির মঙ্গলদান ভোগ করবে; কিন্তু অবাধ্য হলে ও বিদ্রোহ করলে, তবে খড়্গ দ্বারা কবলিত হবে, কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করল।* তাই আপন সকল প্রিয়জনদের মনপরিবর্তনের অংশীদার করতে ইচ্ছা করে প্রভু আপন সর্বশক্তিশালী ইচ্ছা দ্বারাই এ বাণী সপ্রমাণ করলেন।

শ্লোক ২ পি ১:৩,৪; রো ১২:২ দ্রঃ

প্ ঈশ্বর আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন, যেন তোমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার,

উ কারণ তোমরা জগতের কামনাজনিত ভ্রষ্টতা এড়িয়ে গেছ।

প্ তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর,

উ কারণ তোমরা জগতের কামনাজনিত ভ্রষ্টতা এড়িয়ে গেছ।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৬:১২-২৩

ধর্মময়তার সেবায় পাপমুক্ত মানুষ

ভ্রাতৃগণ, পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে; তোমাদের নিজেদের অঙ্গগুলিকেও অধর্মের অস্ত্র হিসাবে পাপের কাছে অর্পণ করো না, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসা জীবিত ব্যক্তি রূপে তোমরা ঈশ্বরের কাছেই নিজেদের অর্পণ কর, এবং নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার অস্ত্র হিসাবে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ কর। কেননা পাপ তোমাদের উপর আর কর্তৃত্ব করবে না, কারণ তোমরা বিধানের অধীন নও, অনুগ্রহেরই অধীন!

তবে কী? যেহেতু আমরা বিধানের অধীন নই, অনুগ্রহেরই অধীন, সেজন্য কি পাপ করব? দূরের কথা! তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা যার কাছে বাধ্য হবার জন্য দাস হিসাবে নিজেদের সঁপে দাও, যার প্রতি বাধ্য, তোমরা তারই দাস: হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, না হয় ধর্মময়তাজনক বাধ্যতার দাস? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কেননা তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, কিন্তু ধর্মশিক্ষার যে আদর্শে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তোমরা তার প্রতি হৃদয় দিয়ে বাধ্য হয়েছ; আর এভাবে পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা ধর্মময়তার সেবায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমাদের মাংসের দুর্বলতার জন্য আমি মানুষের মত কথা বলছি; কারণ তোমরা যেমন আগে জঘন্য কর্মের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে অশুচিতা ও জঘন্য কর্মের কাছে দাস হিসাবে সঁপে দিয়েছিলে, তেমনি এখন পবিত্রীকরণের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার কাছেই দাস হিসাবে সঁপে দাও। বাস্তবিকই যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে, তখন ধর্মময়তার কাছে স্বাধীন ছিলে। কিন্তু তাতে তোমরা কী ফল পাচ্ছিলে? এমন ফল যা বিষয়ে এখন তোমরা লজ্জাবোধ করছ। আর আসলে সেই সমস্ত ফলের শেষ পরিণাম মৃত্যু! কিন্তু এখন, পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন। কারণ পাপের মজুরি মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে অনন্ত জীবন।

শ্লোক রো ৬:২২,১৬

প্ পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে

উ তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন।

℣ যার সেবা কর, তোমরা তারই দাস: হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, না হয় ধর্মময়তাজনক বাধ্যতার দাস।
℟ তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৪১শ বিভাগ ৫**

পাপ বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে;
প্রভু যীশুই সেই মধ্যস্থ যিনি পুনর্মিলিত করেন

বিনামূল্যে তোমাদের বিক্রি করা হয়েছিল, বিনা অর্থে তোমাদের মুক্ত করা হবে। প্রভুই একথা বলেন: তিনিই তো মূল্য দিলেন, রুপো নয়, তাঁর নিজের রক্তই সেই মূল্য; অন্যথা আমরা দাস ও নিঃস্বই থেকে যেতাম। তেমন দাসত্ব থেকে কেবল প্রভুই মুক্তি দেন—যিনি সেই দাসত্বের বাইরে, তিনিই তা থেকে মুক্তি দেন, কেননা কেবল তিনিই পাপশূন্য হয়ে এ মাংসে এলেন। দেখ সেই সকল শিশু যাদের মায়ের কোলে বহন করা হয়: এখনও পায়ে চলতে পারে না, অথচ শেকলাবদ্ধ, কেননা আদম থেকে তা-ই গ্রহণ করেছে যা খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণকৃত হয়। দীক্ষাস্নাত হয়ে তারাও প্রভুর প্রতিশ্রুত তেমন অনুগ্রহের অধিকারী হবে, কেননা যিনি পাপশূন্য হয়ে এলেন ও পাপের জন্য বলি হলেন, কেবল তিনিই পাপ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। তোমরা এইমাত্র প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনেছ: *আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি,* অর্থাৎ খ্রীষ্ট নিজেই যেন তোমাদের আবেদন জানাচ্ছেন; কীসের আবেদন? *ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।*

ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য যখন প্রেরিতদূত আমাদের আহ্বান ও আবেদন জানান, তখন এর অর্থ হল যে আমরা ঈশ্বরের শত্রুই ছিলাম; কেননা কেবল শত্রুতা থেকেই পুনর্মিলন করা হয়। তবু মানবস্বরূপ নয়, পাপ-ই তো আমাদের শত্রু করে ফেলেছিল, ফলে আমরা ছিলাম তাঁর শত্রু, ফলে পাপেরও দাস। ঈশ্বরের কোন স্বাধীন শত্রু নেই; এ প্রয়োজন যে, তারা দাস হবেই; এমনকি পাপ ক'রে তারা যাঁর শত্রু হতে চেয়েছিল, তাঁরই দ্বারা যদি মুক্তি না পায়, তারা দাস হয়ে থাকবে। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।*

তবু আমরা কি করেই বা পুনর্মিলিত হতে পারি, তাঁর কাছ থেকে যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে তা যদি বাতিল না করা হয়? এবিষয়ে নবীর মুখ দিয়ে প্রভু বলেছেন, *তাঁর কান এতই ভারী নয় যে, তিনি শুনতে অক্ষম; কিন্তু তোমাদের সমস্ত শঠতা তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে।* সুতরাং, ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যে বাধা রয়েছে তা সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত, ও মধ্যস্থ সেখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা পুনর্মিলিত হতে পারব না। এখন, মাঝখানে বাধা রয়েছে বটে, কিন্তু এমন মধ্যস্থও রয়েছেন যিনি পুনর্মিলন ঘটাতে পারেন: যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা হল পাপ, যিনি পুনর্মিলন ঘটান তিনি হলেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট: *ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও এক—তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট।*

সুতরাং, যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, সেই প্রাচীর তথা পাপ যেন সরিয়ে দেওয়া হয়, সেজন্য সেই মধ্যস্থ এলেন, ও স্বয়ং যাজক যজ্ঞ হলেন। আর যেহেতু আপন যন্ত্রণাভোগের ক্রুশে নিজেকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করে তিনি পাপের জন্য বলি হলেন, সেজন্য প্রেরিতদূত *খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও* একথা বলার পর, আমরা কেমন যেন জিজ্ঞাসা করি 'আমরা কী করে পুনর্মিলিত হব?' তিনি বলে চলেন, সেই খ্রীষ্ট, *যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।* তিনি সেই খ্রীষ্ট-ঈশ্বরেরই কথা বলছেন যিনি কোন পাপ জানেননি। সেই খ্রীষ্ট মাংসে এসেছিলেন বটে, কিন্তু পাপময় মাংসে নয়, *পাপময় মাংসের সাদৃশ্যেই* এসেছিলেন, কারণ তাঁর বেলায় পাপের লেশমাত্র নেই; ফলে, তাঁর নিজের কোন পাপ না থাকায় তিনি পাপের জন্য প্রকৃত যজ্ঞ হলেন।

শ্লোক ১ পি ২:২২,২৪; ইসা ৫৩:৫

℣ যিনি কোন পাপ করেননি; যাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা, তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন,
℟ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

℣ আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। আমরা তাঁরই ক্ষতগুণে নিরাময় হলাম,
℟ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১৫:১-২১

আব্রামের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

প্রভুর বাণী দর্শনযোগে আব্রামের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আব্রাম, ভয় করো না, আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে!' আব্রাম উত্তরে বললেন, 'হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কী দেবে? আমি তো নিঃসন্তান হয়ে চলে যাচ্ছি, আর দামাস্কাসের সেই এলিয়েজের আমার বাড়ির উত্তরাধিকারী।' আব্রাম বলে চললেন, 'তুমি যখন আমাকে কোন বংশধর দিলে না, তখন আমার বাড়ির লোকজনের একজন হবে আমার উত্তরাধিকারী।' তখন দেখ, প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'ওই লোকটা তোমার উত্তরাধিকারী হবে না; না, তোমার ঔরসজাত একজনই হবে তোমার উত্তরাধিকারী।' তাঁকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'আকাশের দিকে তাকাও, আর যদি পার, তারানক্ষত্রের সংখ্যা গুনে নাও।' তিনি বলে চললেন, 'তোমার বংশ সেইমত হবে!' তিনি প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'আমিই সেই প্রভু, যিনি এই দেশ তোমার অধিকারে দেবার জন্য কাল্‌দীয়দের উর্ থেকে তোমাকে বের করে এনেছি।' তিনি বললেন, 'হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি যে তার অধিকারী হব, তা কেমন করে জানব?' তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তিন বছরের একটা বক্‌না, তিন বছরের একটা মাদী ছাগল, তিন বছরের একটা ভেড়া এবং একটা ঘুঘু ও একটা পায়রা আমার কাছে নিয়ে এসো।' তিনি ওইসব তাঁর কাছে নিয়ে এলেন, এবং সেগুলিকে কেটে দু'টুকরো করে এক একটা ভাগ অন্য অন্য ভাগের সামনাসামনি রাখলেন, কিন্তু পাখিদের দু'টুকরো করলেন না। শিকারী পাখিরা সেই মৃত পশুদের উপরে নেমে পড়ছিল, কিন্তু আব্রাম তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। সূর্য অস্তগমন করছে, এমন সময় আব্রামের উপর গভীর নিদ্রা নেমে এল, আর দেখ, তিনি অন্ধকারময় আতঙ্কে আক্রান্ত হলেন। তখন প্রভু আব্রামকে বললেন, 'জেনে রাখ, তোমার সন্তানেরা এমন দেশে প্রবাসী হয়ে থাকবে, যা তাদের আপন দেশ নয়; তারা দাসত্ব-অবস্থায় পড়বে ও চারশ' বছর ধরে অত্যাচারিত হবে। কিন্তু তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই সেই জাতির বিচার করব; তারপর তারা যথেষ্ট সম্পত্তি নিয়ে বেরিয়ে যাবে। আর তুমি, তুমি তো শান্তিতে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, ও শুভ বার্ধক্যের পরে তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে। তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষ এই দেশে ফিরে আসবে, কেননা আমোরীয়দের শঠতা এখনও পূর্ণ হয়নি।'

সূর্য অস্তগমন করেছিল ও অন্ধকার নেমে এসেছিল এমন সময় দেখা গেল, ধূমায়মান এক চুল্লি ও জ্বলন্ত এক মশাল সেই সারি-বাঁধা টুকরোগুলির মাঝখান দিয়ে চলে গেল। সেদিন প্রভু আব্রামের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করে বললেন,

'আমি মিশরের নদী থেকে
[ইউফ্রেটিস] মহানদী পর্যন্ত
এই দেশ তোমার বংশকে দিচ্ছি—

সেই দেশ পর্যন্ত যেখানে কেনীয়েরা, কেনিজীয়েরা, কাদ্‌মোনীয়েরা, হিত্তীয়েরা, পেরিজীয়েরা, রেফাইমরা, আমোরীয়েরা, কানানীয়েরা, গির্গাশীয়েরা ও যেবুসীয়েরা বাস করে।'

শ্লোক রো ৪:৩,১৮; যাকোব ২:২৩

℣ আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল,
℟ এতে তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল।
℣ আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন,
℟ এতে তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল।

যিনি বন্ধু বলে অভিহিত, সেই আব্রাহাম বিশ্বস্ততা দেখালেন

ভ্রাতৃগণ, এসো, ঈশ্বরের অপরূপ ও গৌরবময় ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হই; এসো, প্রণত হয়ে তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তা অনুনয় করি; মৃত্যুজনক যত অসার দুশ্চিন্তা, তর্কাতর্কি ও হিংসা ত্যাগ করে, এসো, তাঁর মমতার দিকে মন ফেরাই। এসো, যারা তাঁর অপরূপ গৌরবের সেবা করেছেন, তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। এসো, সেই এনোখের কথা ভাবি: তাঁকে বাধ্যতায় ধর্মময় পাওয়া গেল, তাঁকে এজগৎ থেকে তুলে নেওয়া হল, আর তাঁর মৃত্যুর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। নোয়া বিশ্বস্ততা দেখিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে জগতের কাছে নবীন সূচনার কথা প্রচার করলেন, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু, যে প্রাণী পুনর্মিলন-বন্ধনে জাহাজে প্রবেশ করেছিল, তাদের সকলকে বাঁচিয়েছিলেন।

যিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হয়েছিলেন, সেই আব্রাহাম ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতায় বিশ্বস্ততা দেখালেন। বাধ্যতায় তিনি নিজ দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন, যেন ছোট একটা দেশ, দুর্বল একটা কুটুম্ব ও ক্ষুদ্র গৃহ ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করতে পারেন। কেননা ঈশ্বর তাঁকে বলেন: *তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও যা আমি তোমাকে দেখাব। আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব, তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব; তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব; যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে অভিশাপ দেব; এবং পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।* আবার, তিনি লোট থেকে পৃথক হচ্ছিলেন, এমন সময় ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *চোখ তুলে এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান থেকে উত্তর দক্ষিণ ও পুব পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখ, কেননা এই যে সমস্ত অঞ্চল তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা আমি তোমাকে ও চিরকাল ধরে তোমার বংশকে দেব। আমি তোমার বংশকে পৃথিবীর ধূলিকণার মত করে তুলব—কেউ যদি পৃথিবীর ধূলিকণা গুনতে পারে, সে তোমার বংশধরদেরও গুনতে পারবে।* ঈশ্বর আবার আব্রাহামকে বাইরে এনে বললেন, *আকাশের দিকে তাকাও, আর যদি পার, তারানক্ষত্রের সংখ্যা গুনে নাও। তিনি বলে চললেন, তোমার বংশ সেইমত হবে! তিনি প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করলেন।* তাঁর বিশ্বাস ও আতিথেয়তার জন্য বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে একটা সন্তানকে দেওয়া হল, আর বাধ্যতায় তিনি, ঈশ্বর যে পাহাড় তাঁকে দেখালেন, সেই পাহাড়ে তাঁর সেই সন্তানকে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

সমস্ত অঞ্চলটা আগুন ও শিলাবৃষ্টির আঘাতে দন্ডিত হচ্ছিল, এমন সময় আতিথেয়তা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য লোট সদোমের মধ্য থেকে পরিত্রাণ পেলেন: এতে মহাপ্রভু স্পষ্ট দেখাচ্ছিলেন যে, যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু যারা বিদ্রোহ করে, তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেন। এক্ষেত্রে একটা প্রমাণ দেওয়া হল যখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে গেলেন, কিন্তু মন পাল্টিয়ে তাঁর সঙ্গে আর একমন হননি, ফলে তিনি আজ পর্যন্তও লবণের স্তম্ভ হয়ে রয়েছেন, যেন সকলের কাছে জ্ঞাত হয়, যারা দোমনা ও ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তারা শাস্তি পায় ও সকল যুগের মানুষের কাছে সাবধান-চিহ্ন বলে দাঁড়ায়।

শ্লোক নেহেমিয়া ৯:৭,৮; হিব্রু ১১:৮

প্র তুমিই সেই প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আব্রামকে বেছে নিয়েছিলে।
উ তুমি তাঁর হৃদয় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত দে'খে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছিলে।
প্র বিশ্বাসে আব্রাহাম সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল, এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে রওনা হলেন।
উ তুমি তাঁর হৃদয় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত দে'খে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছিলে।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৭:১-১৩

বিধানের ভূমিকা

ভ্রাতৃগণ,—বিধানে দক্ষ মানুষদের কাছেই তো আমি কথা বলছি!—তোমরা কি একথা জান না যে, মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই বিধান তার উপর কর্তৃত্ব করে? কারণ যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই সধবা স্ত্রী বিধানের জোরে তার কাছে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু স্বামী মরলে সে সেই বিধান থেকে মুক্ত যা তাকে স্বামীর কাছে আবদ্ধ রাখে। সুতরাং স্বামী জীবিত থাকাকালে সে যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে ব্যভিচারিণী বলে অভিহিতা হয়; কিন্তু স্বামী মরলে সে সেই বিধান থেকে মুক্তি পায়, অন্য পুরুষের হলেও সে ব্যভিচারিণী হবে না। একই প্রকারে, হে আমার ভাই, খ্রীষ্টের দেহের মধ্য দিয়ে বিধানের কাছে তোমাদেরও মৃত্যু হয়েছে, যেন তোমরা অন্যজনের হও—তাঁরই হও, যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি। কেননা আমরা যখন মাংসের বশে ছিলাম, তখন পাপের কামনা-বাসনা বিধানকে সুযোগ ক'রে মৃত্যুর উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করার জন্য আমাদের অঙ্গগুলিতে সক্রিয় ছিল; কিন্তু এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

তবে আমরা কী বলব? বিধান কি নিজেই পাপ? দূরের কথা! তবু আমি কেবল বিধানের মধ্য দিয়েই জানতে পারলাম, পাপ কি; কেননা 'লোভ করো না', একথা যদি বিধান না বলত, তবে লোভ কি, তা জানতে পারতাম না; কিন্তু পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার অন্তরে সব রকম লোভ সক্রিয় করল। সত্যি, বিধান না থাকলে পাপ মৃত। আর আমি একসময় বিধান ছাড়াই জীবিত ছিলাম, কিন্তু আজ্ঞা এলে পাপ জীবিত হয়ে উঠল আর আমি মরলাম; এবং যে আজ্ঞা জীবনের উদ্দেশে ছিল, তা আমার মৃত্যুর উদ্দেশে কাজ করল। কেননা পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমাকে ভোলাল আর সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার মৃত্যু ঘটাল। সুতরাং, বিধান পবিত্র, এবং তার আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও মঙ্গলকর। তবে যা মঙ্গলকর, তা কি আমার পক্ষে মৃত্যু হল? দূরের কথা! পাপই বরং সেই রকম হল: নিজেকে পাপ বলে প্রকাশ করার জন্য পাপ যা মঙ্গলকর, তা দ্বারাই আমার মৃত্যু ঘটাল, যেন আজ্ঞা দ্বারা পাপ তার নিজের পূর্ণ পাপময়তায় প্রকাশিত হয়।

শ্লোক রো ৭:৬; ৫:৫

প্র আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি,
উ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।
প্র ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে
উ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের দীর্ঘতর নিয়ম **২:২-৪**

আমাদের প্রতি প্রভু যা কিছু করলেন
তার প্রতিদানে আমরা তাঁকে কী দিতে পারব?

কোন্ ভাষা ঈশ্বরের সমস্ত উপকারের যথোপযুক্ত গুণকীর্তন করতে পারবে? সেগুলোর সংখ্যা এমন যা গণনার অতীত; সেগুলোর মহত্ত্বও এমন যা সেগুলোর একটামাত্রও যথেষ্ট হবে যাতে আমরা তেমন মহা অনুগ্রহের দাতাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

তবু এমন এক উপকার রয়েছে যা ইচ্ছা করেও আমরা কোন মতে উল্লেখ না করে পারি না। কেননা যথোচিত বর্ণনা দিতে সক্ষম না হলেও সুমতি ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন যে কোন মানুষ যে এ উপকারের কথা উল্লেখ করবে না, তা হতে পারে না। উপকারটি হল এই যে, ঈশ্বর মানুষকে আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যেই গড়লেন, তাকে ঈশ্বরজ্ঞানে সজ্জিত করলেন, অন্যান্য সকল প্রাণীর তুলনায় তাকেই বিচারবুদ্ধিতে মণ্ডিত করলেন, তাকে

এমন গুণ দিলেন সে যেন অবর্ণনীয় পরমদেশের সৌন্দর্যে তৃপ্তি পেতে পারে, এমনকি তাকে পার্থিব সমস্ত কিছুর অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাপ দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে মানুষ পাপে পতিত হলে ও পাপের ফলে মৃত্যু ও যন্ত্রণায়ও পতিত হলে তিনি তবু এর জন্য তাকে পরিত্যাগ করেননি; বরং তার সাহায্যে বিধান ও তার রক্ষা ও প্রতিপালনে দূত দিলেন, রিপু সংস্কারের জন্য ও সদ্‌গুণের শিক্ষাদানের জন্য নবীদের প্রেরণ করলেন, ভর্ৎসনা-বাণীর মাধ্যমে অধর্মের উত্তেজনা প্রশমিত ও উচ্ছিন্ন করলেন, প্রতিশ্রুতি দানে সৎমানুষদের আগ্রহ উদ্দীপিত করলেন, বারবার এ-মানুষ ও-মানুষের কাছে ভাল কি মন্দ জীবনের শেষ পরিণামের পূর্বদর্শন দিলেন তারা যেন অপরকে সুপরামর্শ দিতে পারে। এসব কিছুর পরেও তিনি অবাধ্যতায় স্থিতমূল এ আমাদের প্রতি বিমুখ হননি। না, প্রভুর মঙ্গলময়তা আমাদের কখনও একা ফেলে রাখেনি: তাঁর দেওয়া মর্যাদা নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে তুচ্ছ করেও ও উপকর্তার প্রতি বিদ্রোহ দেখিয়েও আমরা আমাদের অন্তরে তাঁর ভালবাসা মুছে দিতে পারিনি। এমনকি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট নিজেই আমাদের পুনরায় মৃত্যু থেকে আহ্বান করলেন ও জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

উপকার যে কি ভাবে মঞ্জুর করা হল, এ পর্যায়ে এ কথাও আমাদের মন অধিকতর ভাবে মুগ্ধ করে তোলে: *অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে রিক্ত করলেন।* তাছাড়া তিনি আমাদের যন্ত্রণা তুলে বহন করলেন, আমাদের যত কষ্ট বরণ করে নিলেন, আমাদের জন্য প্রহারিত হলেন আমরা যেন তাঁর ক্ষতগুণে সুস্থ হয়ে উঠি। আরও: আমাদের হয়ে অভিশাপ স্বরূপ হয়ে তিনি সেই মূল্যেই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, ও এমন অপমানজনক মৃত্যু বরণ করলেন আমাদের যেন গৌরবময় জীবনে পুনর্চালিত করতে পারেন। তথাপি মৃতদের জীবনে আহ্বান করায় তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি বরং তাঁর নিজের ঐশমর্যাদাও আমাদের মঞ্জুর করলেন ও এমন অনন্ত বিশ্রাম প্রস্তুত করলেন যার মহা আনন্দ সম্পূর্ণরূপে মানবীয় ধারণার অতীত।

আমাদের প্রতি প্রভু যা কিছু করলেন, তার প্রতিদানে আমরা তাঁকে কী দিতে পারব? তিনি এমনই মঙ্গলময় যিনি প্রতিদান দাবি করেন না; তাঁর কাছে এ যথেষ্ট যে, তিনি যা কিছু দিলেন, তার প্রতিদানে আমরা যেন তাঁকে ভালবাসি। আমি যখন এ সমস্ত কথা নিজের কাছে স্মরণ করিয়ে দিই, তখন কেমন যেন অভিভূত ও সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ি, এই ভয়ে যে, আমার মনের চপলতা বা অসার দুশ্চিন্তার দরুন আমি ঈশ্বর-ভালবাসায় শিথিল হয়ে পড়ি ও খ্রীষ্টের কাছে লজ্জা ও অসম্মানের কারণ হই।

শ্লোক সাম ১০৩:২,৪; গা ২:২০

℣ প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য; ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: তিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন আমার জীবন,

℟ তিনি আমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

℣ ঈশ্বরের পুত্র আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন,

℟ তিনি আমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১৬:১-১৬

ইস্‌মায়েলের জন্ম

আব্রামের স্ত্রী সারাই আব্রামের ঘরে কোন পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেননি, কিন্তু আগার নামে তাঁর একটি মিশরীয় ক্রীতদাসী থাকায় সারাই আব্রামকে বললেন, 'দেখ, প্রভু আমাকে নিঃসন্তান রেখেছেন, তাই তুমি আমার দাসীর কাছেই যাও; হয় তো তার দ্বারা আমি সন্তান পেতে পারব।' আব্রাম সারাইয়ের কথায় সম্মত হলেন। এইভাবে কানান দেশে আব্রাম দশ বছর বসবাস করার পর আব্রামের স্ত্রী সারাই নিজের দাসী সেই মিশরীয় আগারকে এনে নিজের স্বামী আব্রামের হাতে স্ত্রীরূপে তুলে দিলেন। তিনি আগারের কাছে গেলেন আর সে গর্ভবতী হল। কিন্তু সে যখন দেখল, সে গর্ভবতী হয়েছে, তখন তার গৃহিণী তার চোখে তাচ্ছিল্যের বস্তু হলেন। তাতে সারাই আব্রামকে বললেন, 'আমার প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে, তা তোমার উপরেই পড়ুক;

আমার নিজের দাসীকে আমিই তোমার আলিঙ্গনে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন দেখল, সে গর্ভবতী হয়েছে, সেসময় থেকে আমি তার চোখে তাচ্ছিল্যের বস্তু হলাম। প্রভুই আমার ও তোমার মধ্যে বিচার করুন!' আব্রাম সারাইকে বললেন, 'আচ্ছা, তোমার দাসী তোমারই হাতে; তুমি যা ভাল মনে কর, তার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।' তখন সারাই আগারের প্রতি এমনভাবেই দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন যে, সে তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গেল। প্রভুর দূত মরুপ্রান্তরের মধ্যে এক জলের উৎসের ধারে—শুরের পথে যে উৎসটা আছে, তারই ধারে তাকে পেলেন; তাকে বললেন, 'সারাইয়ের দাসী আগার, তুমি কোথা থেকে এলে? আবার কোথায় যাবে?' সে উত্তরে বলল, 'আমি আমার গৃহিণী সারাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি।' প্রভুর দূত তাকে বললেন, 'তুমি এবার তোমার গৃহিণীর কাছে ফিরে যাও, আর তার অধীন থাক।' প্রভুর দূত তাকে আরও বললেন, 'আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি ঘটাব যে, তার বহুসংখ্যার জন্য তা গণনা করা সম্ভব হবে না।' প্রভুর দূত আরও বললেন, 'দেখ, তুমি এখন গর্ভবতী, তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তার নাম ইস্‌মায়েল রাখবে, কেননা প্রভু তোমার লাঞ্ছনার চিৎকার শুনেছেন। সে হয়ে উঠবে যেন বন্য গাধার মত; সে হাত বাড়াবে সকলের বিরুদ্ধে ও সকলে হাত বাড়াবে তার বিরুদ্ধে; সে তার সকল ভাইয়ের সামনাসামনিই বাস করবে।'

যিনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আগার সেই প্রভুর এই নাম রাখল: তুমি এল্‌-রোই; কেননা সে বলছিল, 'আমার এই দেখার পর আমি সত্যিই কি এখনও দেখতে পাচ্ছি?' এজন্য সেই কুয়োর নাম লাহাই-রোই কুয়ো হল; কুয়োটা কাদেশ ও বেরেদের মাঝখানে রয়েছে। পরে আগার আব্রামের ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল; আর আব্রাম আগারের গর্ভজাত তাঁর সেই সন্তানের নাম ইস্‌মায়েল রাখলেন। আগার যখন আব্রামের ঘরে ইস্‌মায়েলকে প্রসব করে, তখন আব্রামের বয়স ছিয়াশি বছর।

শ্লোক গা ৪:২২,৩১,৩০

℣ লেখা আছে, আব্রাহামের দু'সন্তান হল, একজন ছিল ওই দাসীর সন্তান, একজন ছিল ওই স্বাধীনার সন্তান।
℟ সুতরাং, ভাই, আমরা ওই দাসীর সন্তান নই, ওই স্বাধীনারই সন্তান।
℣ তবু শাস্ত্র কী বলে? ওই দাসীকে ও ওর সন্তানকে দূর করে দাও, কারণ ওই দাসীর সন্তান স্বাধীনার সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সহভাগী হবে না।
℟ সুতরাং, ভাই, আমরা ওই দাসীর সন্তান নই, ওই স্বাধীনারই সন্তান।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র **১২-১৩**

এসো, নম্রচিত্ত হই

তার বিশ্বাস ও আতিথেয়তার জন্য বেশ্যা রাহাব ত্রাণ পেল; কারণ যখন সেই গুপ্তচর দু'জন নূনের সন্তান যোশুয়া দ্বারা যেরিখোতে প্রেরিত হল, তখন সেই দেশের রাজা জানতে পারলেন তারা তাঁর দেশ অনুসন্ধান করতেই এসেছিল, ফলে তাদের ধরতে মানুষ পাঠালেন যেন তাদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু রাহাব অতিথিপরায়ণ হয়ে তাদের নিজ ঘরে গ্রহণ করল ও ছাদের উপরে নিজের সাজানো মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রাখল; তাই যখন রাজার লোক এসে বলল, 'আমাদের দেশের গুপ্তচর এখানে তোমার কাছে এসেছে, তাদের বের করে আন, কেননা এ রাজারই হুকুম,' তখন সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, যাদের আপনারা অনুসন্ধান করছেন, সেই লোকেরা আমার কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে নিজেদের যাত্রা পথে এগিয়ে গেল,' আর তাই বলে সে তাদের ভুল দিগ্‌নির্দেশ দিল। তারপর সে সেই লোকদের বলল, 'আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু ঈশ্বর এ দেশ তোমাদের হাতে দিতে যাচ্ছেন, কেননা তোমাদের নিয়ে এখানকার বাসিন্দারা ভয়ে অভিভূত ও সন্ত্রাসিত; অতএব, যখন তোমরা এ দেশ দখল করবে, তখন আমাকে ও আমার পিতৃগৃহ বাঁচাও।' তারা তাকে বলল, 'তুমি যেভাবে কথা বলেছ, তাই হবে; সুতরাং, যখন তুমি জানতে পারবে আমরা আসছি, তখন তুমি তোমার সমস্ত গোষ্ঠী ছাদের নিচে জড় কর, তবে তারা প্রাণে বাঁচবে; কেননা যত মানুষ ঘরের বাইরে ধরা পড়বে তারা মরবে।' তখন তারা তাকে একটা চিহ্ন দিল, সে যেন ঘরের বাইরে জানালায় সিঁদুর-লাল সুতোর একটা দড়ি বেঁধে রাখে: এতে পূর্বপ্রদর্শিত হয় যে, যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও প্রত্যাশা রাখে, তারা প্রভুর রক্ত দ্বারাই পরিত্রাণ পাবে। প্রিয়জনেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এ নারী বিশ্বাস শুধু নয়,

ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার অধিকারও পেল।

তবে, ভাই, এসো, যত দম্ভ, দর্প, নির্বুদ্ধিতা ও ক্রোধ বর্জন করে নম্রচিত্ত হই; যা লেখা আছে তাই করি; কেননা পবিত্র আত্মা বলেন, *প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক; কিন্তু যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে, সে প্রভুর অন্বেষণ ক'রে ও সুবিচার ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুকে জানে।* এসো, আমরা বিশেষভাবে প্রভু যীশুর সেই বচনগুলি স্মরণ করি যেগুলিতে তিনি সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, *দয়াবান হও, যেন দয়া পেতে পার; ক্ষমা কর, যেন তোমাদের ক্ষমা করা হয়; তোমরা যেভাবে ব্যবহার কর, সেইভাবে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করা হবে; তোমরা যতখানি দেবে, ততখানি তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে; যেভাবে পরের বিচার কর, সেইভাবে তোমাদের বিচার করা হবে; যত মঙ্গলকারী হবে, তত মঙ্গলময়তা পাবে; যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।* এসো, এ আজ্ঞা ও আদেশগুলিতে নিজেদের সুস্থির রাখি, যাতে বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর পুণ্য বচনগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে সর্বদা চলতে পারি; কেননা একটি পবিত্র বচন বলে: *আমি কার্ দিকেই বা তাকাই, সেই বিনম্র ও কোমল মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?*

শ্লোক ২ করি ১০:১৭,১৮; যেরে ৯:২৩

প্ল যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক;
উ কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।
প্ল যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে, সে আমাকে জানে, কেননা আমি প্রভু;
উ কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রো ৭:১৪-২৫

পাপের অধীনে মানুষের অবস্থা

ভ্রাতৃগণ, আমরা তো জানি, বিধান আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসময়, পাপের ক্রীতদাস। আমি আমার নিজের আচরণ পর্যন্তও বুঝতে পারছি না; কেননা আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই যে করি এমন নয়, বরং যা ঘৃণা করি, তা-ই করে বসি। এখন, আমি যা ইচ্ছা করি না, তা-ই যখন করি, তখন স্বীকার করি, বিধান মঙ্গলকর। তবে সেই কাজটা আমি নিজে আর করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। কেননা আমি জানি, আমার মধ্যে—অর্থাৎ আমার মাংসে—মঙ্গল বাস করে এমন নয়; আমার অন্তরে সদিচ্ছাই আছে বটে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই; বাস্তবিকই আমি যা ইচ্ছা করি, সেই মঙ্গলকর কাজ করি না; কিন্তু যা ইচ্ছা করি না, সেই মন্দই করে বসি। আচ্ছা, আমি যা ইচ্ছা করি না, তা যদি করি, তাহলে আমি নিজে আর তা করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। এক কথায়, আমার মধ্যে আমি এই নিয়ম দেখতে পাচ্ছি: মঙ্গল সাধন করতে ইচ্ছা করলেও মন্দতা আমার পাশাপাশি উপস্থিত। আর আসলে আন্তরিক মানুষ হিসাবে আমি ঈশ্বরের বিধানে প্রীত; কিন্তু আমার অঙ্গগুলিতে অন্য ধরনের এক বিধান দেখতে পাচ্ছি: তা আমার মনের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে বিধান আমার অঙ্গগুলিতে রয়েছে, তা আমাকে তার বন্দি করে ফেলে। দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারাই! এক কথায়, আমি মন দিয়ে ঈশ্বরের বিধানের সেবা করি, কিন্তু রক্তমাংস দিয়ে পাপের বিধানের সেবা করি।

শ্লোক গা ৫:১৮,২২,২৫

℟ তোমরা যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও।

℣ আত্মার ফল হল : ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

℟ আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি।

℣ আত্মার ফল হল : ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বনাভেন্তুরা-লিখিত 'ক্ষুদ্রালাপ' **মুখবন্ধ ৫:২০১-২০২**

যীশুখ্রীষ্টকে জানা-ই
সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র উপলব্ধির উৎস

পবিত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি মানব গবেষণার ফল নয়, বরং ঐশপ্রকাশেরই ফল যা সেই আলোর পিতা থেকেই প্রবাহিত, *স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত,* যাঁর কাছ থেকে তাঁর পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মা আগত, আবার, সেই পবিত্র আত্মা, যিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন প্রত্যেককে আপন দানগুলিকে ভাগ ভাগ ক'রে দান করেন, তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা থেকে বিশ্বাস দেওয়া হয় ও তেমন *বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে বসবাস করেন।*

এটিই যীশুখ্রীষ্টকে জানা, এবং তেমন জানা থেকেই কেমন যেন জলের উৎস থেকেই সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের নিশ্চয়তা ও উপলব্ধি উৎসারিত। ফলে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় যদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রদীপ, দরজা ও ভিত্তিও স্বরূপ সেই খ্রীষ্টবিশ্বাস আগে থেকে মানুষের অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে না থাকে। কেননা যতদিন আমরা প্রভু থেকে প্রবাসী, ততদিন বিশ্বাসই সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের আলো, সুদৃঢ় ভিত্তি, পথদিশারী প্রদীপ ও প্রবেশদ্বার। এছাড়া তার মাত্রা অনুসারেই উর্ধ্ব থেকে পাওয়া প্রজ্ঞা পরিমাণ করা দরকার, কেউ যেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি না জানে, বরং *উপযুক্ত মাত্রায় ও ঈশ্বর তাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন* যেন সেই অনুসারেই জানে।

পবিত্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বা ফল সাধারণ নয়, বরং সেই ফল হল অনন্ত আনন্দের পূর্ণতা। বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র এমন কিছু, যার মধ্যে অনন্ত জীবনের বাণী লিপিবদ্ধ। শাস্ত্র যে লেখা হয়েছে, এর কারণ এ শুধু নয় যে, আমরা যেন বিশ্বাস করি, বরং প্রকৃতপক্ষে আমরা যেন সেই অনন্ত জীবন লাভ করি যেখানে ঐশদর্শন পাব, ভালবাসব ও আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় পূর্ণতা লাভ করবে। তেমন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করলেই আমরা *সেই জ্ঞানাতীত খ্রীষ্টীয় ভালবাসা* জানতে পারব এবং এর ফলে *ঈশ্বরের সমস্ত পরিপূর্ণতায়* পরিপূর্ণ হয়ে উঠব। আর প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, তেমন পরিপূর্ণতায়ই পবিত্র শাস্ত্র আমাদের প্রবেশ করাতে চেষ্টা করে। সুতরাং এ উদ্দেশ্য ও মনোভাব নিয়েই পবিত্র শাস্ত্র গবেষণা করা উচিত, শেখানো উচিত ও শোনা উচিত।

আর যেন শাস্ত্রের সঠিক দিশার মধ্য দিয়ে আমরা সঠিক অগ্রগতিতে তেমন ফল ও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, শুরু থেকেই আরম্ভ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কিনা, নমিত অন্তরে আমাদের সরল বিশ্বাসে আলোর পিতার কাছে এগিয়ে যেতে হবে, তিনিই যেন পবিত্র আত্মায় আপন পুত্রের মধ্য দিয়ে যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত জ্ঞান আমাদের দান করেন, আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ভালবাসাও দান করেন, যেন তাঁকে এভাবে জেনে ও ভালবেসে, ও বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও প্রেমে স্থিতমূল হয়ে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা জানতে পারি, আর সেই জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সেই পরমধন্য ত্রিত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সীমাহীন ভালবাসায় পৌঁছতে পারি যার দিকে পুণ্যজনদের আকাঙ্ক্ষা ধাবিত, ও যার মধ্যে সমস্ত সত্য ও মঙ্গলময়তার বাস্তব রূপ ও চরম সিদ্ধি বিরাজিত।

শ্লোক লুক ২৪:২৭,২৫

℟ মোশী ও সকল নবী থেকে শুরু ক'রে

℣ যীশু শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

℟ কেমন নির্বোধ তোমরা! নবীরা যা কিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর!

☞ যীশু শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ১৭:১-২৭

ঈশ্বর ও আব্রামের মধ্যে সন্ধির চিহ্ন সেই পরিচ্ছেদন

আব্রামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর, তখন প্রভু তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে চল, হও ত্রুটিহীন; তবে আমার ও তোমার মধ্যে আমি এক সন্ধি স্থাপন করব, আমি অধিক পরিমাণেই তোমার বংশবৃদ্ধি করব।' আব্রাম ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, আর পরমেশ্বর এইভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, 'দেখ, আমার পক্ষ থেকে, এই হল তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি: তুমি বহুজাতির পিতা হবে। তোমার নাম আর আব্রাম হবে না, তোমার নাম বরং হবে আব্রাহাম, কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করলাম। আমি তোমাকে খুবই ফলবান করব: তোমাকে আমি বহুজাতিই করে তুলব, তোমা থেকে বহু রাজা উৎপন্ন হবে। আমার ও তোমার মধ্যে এবং পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশধরদের মধ্যে আমার এই যে সন্ধি, তা আমি চিরন্তন সন্ধি রূপেই স্থাপন করব, যেন আমি তোমার ও তোমার ভাবী বংশধরদের পরমেশ্বর হই। তুমি এই যে দেশে প্রবাসী হয়ে আছ, সেই সমগ্র কানান দেশ আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশধরদের চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দান করব: আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।'

পরমেশ্বর আব্রাহামকে আরও বললেন, 'তোমার পক্ষ থেকে, তোমাকে আমার এই সন্ধি পালন করতে হবে; পুরুষানুক্রমেই তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশধরদের তা পালন করতে হবে। এই হল আমার সেই সন্ধি যা তোমাদের পালন করতে হবে—আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে এবং তোমার ভাবী বংশধরদের মধ্যে যে সন্ধি: তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ-মানুষকে পরিচ্ছেদিত হতে হবে। তোমাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করতে হবে, এই হবে আমার ও তোমাদের মধ্যে সন্ধির চিহ্ন। পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের বয়স যখন আট দিন, তখন তাকে পরিচ্ছেদিত হতে হবে—তোমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে কিংবা তোমার বংশের নয় এমন বিদেশীর কাছ থেকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে প্রত্যেক দাসকেও পরিচ্ছেদিত হতে হবে। তোমার ঘরে জন্ম নিয়েছে কিংবা মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে এমন মানুষের পরিচ্ছেদন অবশ্যকর্তব্য; তবেই আমার সন্ধি চিরন্তন সন্ধি রূপে তোমাদের মাংসে বিদ্যমান হবে। কিন্তু যার লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদিত হবে না, এমন অপরিচ্ছেদিত পুরুষ-মানুষকে নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হোক: সে আমার সন্ধি ভঙ্গ করেছে!'

পরমেশ্বর আব্রাহামকে আরও বললেন, 'তোমার স্ত্রী সারাইয়ের বিষয়: তাকে তুমি আর সারাই বলে ডাকবে না, তার নাম হবে সারা। আমি তাকে আশীর্বাদ করব, এবং তার দ্বারা আমি একটি পুত্রসন্তানও তোমাকে দেব; আমি তাকে আশীর্বাদ করব: সে বহুজাতিই হয়ে উঠবে, তার থেকে নানা দেশের রাজা উৎপন্ন হবে।' তখন আব্রাহাম ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়লেন; তিনি হাসলেন, মনে মনে বললেন, 'যার বয়স একশ' বছর, তেমন পুরুষের কি সন্তান হতে পারে? আর এই সারা নব্বই বছর বয়সে কি প্রসব করতে পারবে?' আব্রাহাম পরমেশ্বরকে বললেন, 'আহা, ইস্‌মায়েলই যদি তোমার সামনে বেঁচে থাকে, তাই যথেষ্ট!' কিন্তু পরমেশ্বর বললেন, 'না, তোমার স্ত্রী সারা তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেই, এবং তুমি তার নাম ইসায়াক রাখবে। আমি তার সঙ্গে আমার সন্ধি স্থাপন করব, এমন সন্ধি, যা চিরস্থায়ী সন্ধি, যেন আমি তার আপন পরমেশ্বর ও তার ভাবী বংশধরদের পরমেশ্বর হই। ইস্‌মায়েলের বিষয়েও আমি তোমার প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছি; অতএব আমি তাকে আশীর্বাদ করছি; এবং তাকে ফলবান করব ও অধিক পরিমাণে তার বংশবৃদ্ধি করব; সে বারোজন গোষ্ঠীপতির পিতা হবে, আর তাকে আমি বড় এক জাতি করে তুলব। কিন্তু আমার সন্ধি আমি স্থাপন করব ইসায়াকের সঙ্গে, যাকে সারা তোমার জন্য আগামী বছরে ঠিক এসময়ে প্রসব করবে।' তাঁর সঙ্গে এসমস্ত কথা শেষ করার পর পরমেশ্বর আব্রাহামকে ছেড়ে আবার ঊর্ধ্বে চলে গেলেন।

তখন আব্রাহাম তাঁর ছেলে ইস্‌মায়েলকে ও তাঁর ঘরে যারা জন্ম নিয়েছিল ও মূল্য দিয়ে যাদের কেনা হয়েছিল, সেই সকল লোককে—আব্রাহামের ঘরে যত পুরুষ-মানুষ ছিল, তাদের সকলকেই নিয়ে তিনি পরমেশ্বরের কথামত সেদিনেই তাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করলেন। আব্রাহামের লিঙ্গের অগ্রচর্ম যখন ছেদন

করা হয়, তখন তাঁর বয়স নিরানব্বই বছর। তাঁর ছেলে ইস্মায়েলের লিঙ্গের অগ্রচর্ম যখন ছেদন করা হয়, তখন তার বয়স তের বছর। সেই একই দিনেই আব্রাহাম ও তাঁর ছেলে ইস্মায়েল, দু'জনের পরিচ্ছেদন হল। আর তাঁর ঘরে যারা জন্ম নিয়েছিল এবং বিদেশীদের কাছ থেকে যাদের মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছিল, তাঁর ঘরের সকল পুরুষ-মানুষেরও তাঁর সঙ্গে পরিচ্ছেদন হল।

শ্লোক আদি ১৭:১,২,৪

প্র প্রভু আব্রাহামকে দেখা দিয়ে বললেন: আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর:
উ তুমি আমার সাক্ষাতে চল, হও ত্রুটিহীন।
প্র দেখ, এই হল তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি: তুমি বহুজাতির পিতা হবে।
উ তুমি আমার সাক্ষাতে চল, হও ত্রুটিহীন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ১৪:১-৩; ১৬:১-৫,১৭; ১৭:১-৬

ভেবে দেখ কোন্ আদর্শ আমাদের দেওয়া হয়েছে

প্রিয়জনেরা, যারা গর্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিকৃষ্ট ঈর্ষার উত্তেজক, তাদের অনুসরণ করার চেয়ে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়াই ন্যায্য ও পবিত্র। আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত শুধু নয়, বড়ই বিপদে পতিত হব যদি অবিবেচক হয়ে এই লোকদেরই ষড়যন্ত্রের হাতে নিজেদের সঁপে দিই যারা ভাল থেকে আমাদের সরাবার জন্য বিবাদ ও বিভেদের দিকে ধাবিত। এসো, আমাদের নির্মাতার করুণা ও মাধুর্য অনুসারে আমরা বরং একে অপরের প্রতি প্রসন্ন হই। কেননা যারা তাঁর পালের উপর নিজেদের বড় করে, খ্রীষ্ট তাদের নয়, বরং তিনি তাদেরই যারা নম্রচিত্ত। যিনি ঈশ্বরের রাজদণ্ড, সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট পারলেও গর্ব ও দম্ভের আড়ম্বরে আসেননি, বিনম্রতায়ই এলেন, যেইভাবে তাঁর বিষয়ে পবিত্র আত্মা কথা বলেছিলেন। কারণ তিনি বললেন, *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত! তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।* প্রিয়জনেরা, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ কেমন আদর্শ আমাদের দেওয়া হচ্ছে: প্রভু যখন এতই বিনম্র হলেন, আমরা যারা তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর অনুগ্রহের জোয়ালের অধীনে এসেছি, সেই আমরা তখন কী করব?

এসো, আমরা তাঁদেরই অনুকারী হই, যাঁরা খ্রীষ্টের আগমনের বার্তা প্রচারে ছাগ ও ভেড়ার চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন; আমরা নবী এলিয়, এলিসেয় ও এজেকিয়েলের কথা, আর এঁদের সঙ্গে প্রাচীনকালের সকল স্মরণীয় লোকদের কথা বলছি। মহাস্মরণীয় হলেন সেই আব্রাহাম, যিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেও বিনম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের গৌরবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেছিলেন, *আমি ধুলা, আমি ছাই মাত্র।* তাছাড়া যোব বিষয়ে একথা লেখা আছে, *যোব ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান; পরমেশ্বরকে ভয় করতেন এবং অধর্ম থেকে দূরে থাকতেন।* অথচ তিনি নিজেকে অভিযুক্ত করে বলেন, *কোন মানুষ কলুষ থেকে মুক্ত নয়, তার আয়ু একদিন মাত্র হলেও নয়।* মোশী *ঈশ্বরের গোটা গৃহের মধ্যে বিশ্বস্ত মানুষ* বলে অভিহিত হলেন, আর তাঁর সেবাকাজের মাধ্যমে ঈশ্বর আঘাত ও নিপীড়ন দ্বারা মিশর দণ্ডিত করলেন; অথচ তিনি মহাগৌরব লাভ করা সত্ত্বেও কখনও বড় বড় কথা বলেননি, বরং সেই ঝোপের ভিতর থেকে তাঁকে দিব্যবাণী দেওয়া হলে তিনি বললেন, *আমি কে যে তুমি আমাকেই প্রেরণ করবে? আমার কণ্ঠ তো ক্ষীণ, নিজেও বাকপটু নই; আরও বলেন: আমি তো হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাষ্প মাত্র।*

শ্লোক ১ পি ৫:৫; মথি ১১:২৯

প্র তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও,
উ কারণ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।
প্র আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে,

ঔ কারণ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।